লালন শাহ্ ও লালন-গীতিকা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মুহম্মদ আবু তালিব

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

LALON SHAH O LALON GEETIKA (VOL. II)
A biographical Sketch of mystic poet Lalon Shah and his works by Muhammad Abu Talib, Published by the Bengali Academy, Dacca-2
East Pakistan, 1968.
Price Rs. 11·00

প্রকাশক :
ফজলে রাব্বি
প্রকাশনাধ্যক্ষ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা ২

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৭৫
আগস্ট ১৯৬৮

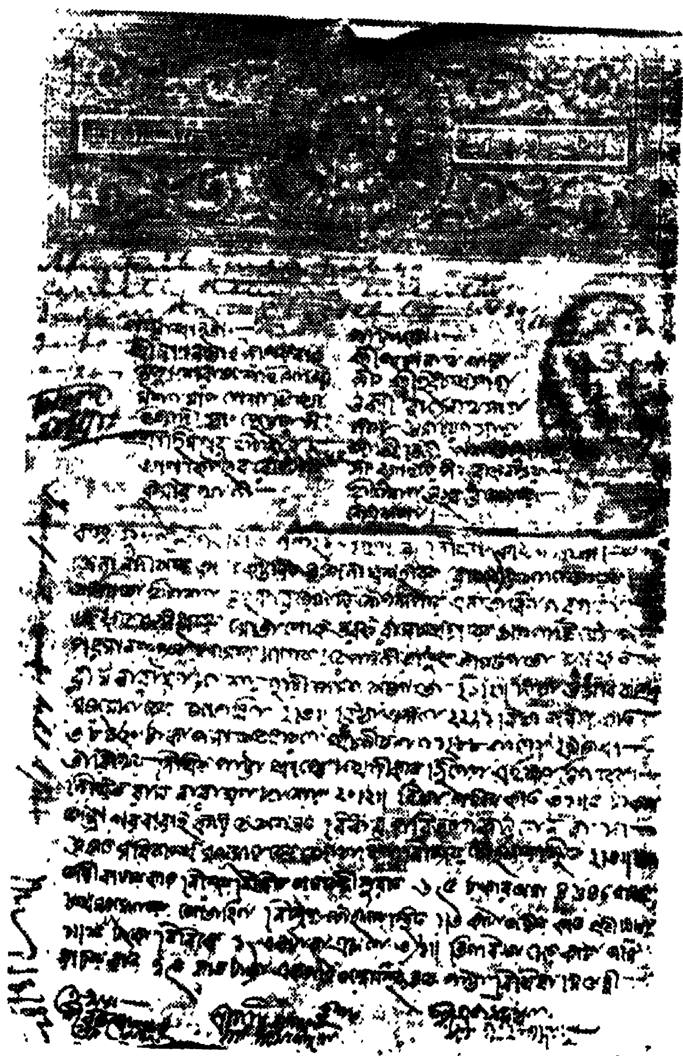
রচনাকাল :
১৯৬২ সাল

প্রচ্ছদপট :
এ. মুক্তাদির

মুদ্রণ :
মাহ্‌বুবুর রহমান সিদ্দিকী
উত্তরা প্রেস
১৫ আকমল খান রোড
বাবুর বাজার
ঢাকা ১
পূর্ব পাকিস্তান

দাম : এগার টাকা

মরহুম আব্বা
মৌলবী মুহম্মদ এরুমান উদ্দীন
শাহ ফকীরের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে



লালন শাহ্-র একখানা দলিলের প্রতিকৃতি

ভূমিকা

হালে 'বাউল' ও 'বাউল-গীতি' নিয়ে যত বেশী আলাপ-আলোচনা হ'য়েছে বা হচ্ছে, মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের অন্য কোনো শাখা নিয়ে এত বেশী আলোচনা আর হয় নি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তার ফলে বিষয়টির মীমাংসা না হ'য়ে অধিকতর জটিল হ'য়ে উঠেছে; এবং শেষ পর্যন্ত কে প্রকৃত বাউল, আর কে বাউল নয়, তা বুঝে ওঠাও কষ্টকর হ'য়ে উঠেছে।

এর কারণ হয়ত এই, সুফী বা বাউল-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অনধিকারীর কাল্পনিক ব্যাখ্যার ফলেই এই সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছে। ফলে, জগন্মান্য মশ্‌হুর সুফী-সাধকরাও বাঙ্‌লার বাউলদের সমগোত্রীয় সাধক ব'লে বিবেচিত হ'চ্ছেন!

সম্প্রতি জনৈক তরুণ বাঙালী গবেষক বাউল-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিখ্যাত সুফী সাধক মওলানা রুমী, জামী, এমন কি সাদীকেও বাঙ্‌লার বাউলদের পূর্বসূরী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ পড়লে মনে হয়, সত্যি সত্যিই বুঝি মওলানা রুমী, জামী প্রমুখ বিখ্যাত সুফী-সাধকদের দৃষ্টান্তে বাঙলা দেশে বাউল মত বা বাউল ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই সব বিখ্যাত সাধকগণ নাকি ইসলামের "শরীয়তের বাঁধা পথ রেখে জীবনের মধ্যে জীবন-দেবতাকে খুঁজে" পেয়েছিলেন।[1] অর্থাৎ তাঁরা বে-শরা ফকীর ছিলেন। আবার আরও একজন তাঁকে প্রজনন বিজ্ঞান-ভিত্তিক অভিনব বাউল সাধনার প্রবর্তক বলে দাবী করেছেন![2] বস্তুতঃ প্রামাণ্য তথ্যাদি

১. বাউল কবি লালন শাহ্‌, অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, ২য় সংস্করণ, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬, পৃঃ ৭০

২. লালন শাহের জীবন কথা: এস, এম, লুৎফর রহমান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা, ঢাকা, ১৩৭৪

থেকে জানা যাচ্ছে, তিনি তার কোনটিই ছিলেন না। তিনি জন্মগতভাবে মুসলিম সন্তান এবং সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ফকীর ছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলিম সুফী সম্প্রদায় আর বাঙ্‌লার বাউলদের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? তাঁরা কি ধর্ম-সাধনা ক্ষেত্রে সমগোত্রীয়?

বাঙ্‌লার বাউল মতের প্রবক্তা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একখানি বিরাট গ্রন্থে এই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন! সংক্ষেপে তা এই—

বাঙ্‌লার বাউলেরা, 'মিথুনাত্মক যোগ সাধক' (কামাচারী বা বামাচারী)। তাঁদের সাধনা—দেহবাদী জড়-সাধনা মাত্র। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ঈশ্বরোপাসনা তাঁদের সাধনার অঙ্গীভূত নয়।[১] পক্ষান্তরে, সুফীরা অধ্যাত্ম-বাদী প্রেমোপাসক। ইসলামের সুনির্দিষ্ট সাধন-পথের মাধ্যমে খোদা-প্রেমে আত্মবিলয় (ফানা) লাভ ও অনন্ত-জীবনে উত্তরণই (বাকা) তাঁদের সাধনার চরম ও পরম কথা। এমতাবস্থায় সুফী-সাধনার মধ্য থেকে বাউল সাধনা ও বাউল ধর্মের জন্ম যে কি ক'রে হ'তে পারে, বুঝে ওঠা সত্যিই মুশ্‌কিল। কিন্তু আরও মুশ্‌কিলের ব্যাপার এই যে, ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর "বাউল গানে" এমন সব কবি ও সাধকের বাণী ও জীবনী

১. "বাউলরা পুরুষ-দেহের বীজরূপী সত্ত্বাকে ঈশ্বর বলিয়াছে। এই বীজের স্বরূপ চাঞ্চল্যহীন নিস্তরঙ্গ অবস্থা। প্রকৃতির দেহে উত্তমাঙ্গে বা সহস্রারে বীজের স্থিতি। কিন্তু বাউলদের নিকট এই বীজসত্ত্বা বা ঈশ্বর শৃঙ্গার রস ভোক্তা, লীলাময় কামক্রীড়াশীল। প্রকৃতি সত্ত্বায় রজোরূপের যখন পূর্ণ প্রকাশ, তখন মস্তক হইতে এই বীজরূপী ঈশ্বর নামিয়া আসিয়া রজের সহিত মিশ্রিত হন ইত্যাদি"।
(বাংলার বাউল ও বাউল গান: ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা, পৃঃ ৩৮৯)

উদ্ধৃত ক'রেছেন, যাঁরা, তাঁরই দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, আদৌ বাউল ন'ন অথবা কেবল মাত্র 'সখের বাউল'। তাই তাঁর বাউল মত ও বাউল গানের মধ্যে বিরোধ ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

ডক্টর ভট্টাচার্য বাঙ্‌লার বাউল গীতিকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পথিকৃৎ হিসেবে লালন শাহ্‌কে চিহ্নিত ক'রেছেন বিশেষভাবে। কিন্ত মজার ব্যাপার, তিনি হয়ত খিয়ালও করতে পারেন নি যে, তাঁর 'বাউল থিওরী' জন্মলগ্নেই খণ্ডিত হ'য়েছে এবং লালন শাহ্ ও তাঁর সম্প্রদায় তার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে স'রে পড়েছেন। তাঁর নিজের উদ্ধৃত "হিতকরী" পত্রিকার বিবরণী থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি সহজেই। বাঙ্‌লার বাউল-বিশেষজ্ঞরা লালন সম্পর্কিত এই বিবরণীটির বিশেষ মূল্য দিয়ে আসছেন গোড়া থেকেই এবং তাতে স্পষ্টই বর্ণিত হ'য়েছে যে, লালন শাহ্ একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি 'বাউল' বা 'সাধু সেবা' দলের কেউ ন'ন।[১]

হিতকরীতে লালনের পবিত্র যৌন-জীবন ও যৌন-সংযমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হ'য়েছে। 'পরদার' যেমন 'ইহাদের নিকট মহাপাপ' ছিল, 'মিথ্যা জুয়াচুরীকে'ও তেমনি লালন ফকীর 'বড়ই ঘৃণা করিতেন'। লালন বিবাহিত ছিলেন, এমন কি, তাঁর কোনো 'সেবাদাসী'ও ছিলো না।

তা হ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ডক্টর ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী লালন ফকীরকে বাউল শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি ভাবে? অতীত কালে 'খাস বাউল' সম্প্রদায় ব'লে যাঁরা গণ্য হ'তেন, নাথ-সহজিয়াদের মতো 'বিন্দু ধারণ' ক'রতেন বা 'চারিচন্দ্র'[২] ভেদ করতেন, লালন বা লালনপন্থী

১. 'হিতকরী' পত্রিকার বিবরণী, ১২৯৭ সাল (=১৮৯০ ঈ)। (বসন্তকুমার পাল লিখিত "মহাত্মা লালন ফকির" গ্রন্থে উদ্ধৃত) পৃঃ ২৭।

২. প্রাচীন নাথ ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতে—'চন্দ্র' চার রকমের, যথা ১ নিজ চন্দ্র, ২ আস্ত চন্দ্র, ৩ ইলিমিলি চন্দ্র ও ৪ গরল-চন্দ্র, যথাক্রমে মল, মূত্র, শুক্র (বীর্য) ও রজঃ,—এই চার চিজের

বাউলেরা সেই দলভুক্ত ছিলেন না। এঁরা ছিলেন ইস্‌লামী সুফী (চিশ্‌তী-নিযামী) শাখাভুক্ত ফকীর। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের

প্রতীক। এই চন্দ্রের রহস্যভেদ যাঁরা করতে পারেন, তাঁরা জরা-মৃত্যুর অতীত রাজ্যে পৌঁছতে পারেন ব'লে উক্ত সাধক সম্প্রদায় মনে করেন—

"চারিচন্দ্র ভেদ যদি যোড় মনে করে।
না রহিবে রোগ পীড়া মৃত্যু পলায় ডরে ।।
নিজ চন্দ্র ভেদ যদি করিবারে পারে।
ঘর হইতে পঞ্চ আত্মা কভু নাহি লড়ে" ।।
(শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী। নাথ ধর্ম ও সাহিত্য)

এই 'চন্দ্রভেদ' মানে, দেহে ধারণ করা। মতান্তরে এই চারি চিজ পান বা ভক্ষণ করা। বীজমার্গী সম্প্রদায় এই রস বা শুক্রকে পরমব্রহ্ম ব'লে মনে করে। মুসলিম সুফীরাও তান্ত্রিক যোগ মত তাঁদের সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁদের গ্রন্থে ও গীতিতেও এই সব তান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়, কিন্তু বলা বাহুল্য, সে সব সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে।

ইস্‌লামী সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী—আব (অপ', আতশ (তেজ), খাক (ক্ষিতি), ও বাত (বায়ু) এই চার চিজের দ্বারা জীব-দেহ গঠিত হ'য়েছে। সূক্ষ্ম আকারে এই চিজগুলি 'চারিচন্দ্র' রূপে (আরবীতে বলে আরবা আনাছির) জীব-দেহে অবস্থান করে। সুফীরাও (নাথপন্থীদের মত) বিশ্বাস করেন যে, সাধনার বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই চার চিজ মানব-দেহে সংরক্ষিত করে অসাধারণ আত্মিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তাই বলে তা ভক্ষণ বা পান করতে হবে, এরূপ উদ্ভট ও বিকৃত ধারণা তাঁদের কল্পনারও অতীত, কেননা এই চার চিজই ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী জঘন্য নাপাক রূপে গণ্য। পনেরো শতকের সুফী কবি শেখ জাহিদ

ভূমিকায় উদ্ধৃত (গ্রন্থাভাষে) লালনের পীর পরম্পরা (সিজরা নামা) থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আর লালনপন্থীদের গানে চারিচন্দ্রের উল্লেখ দেখেই যে তাদেরকে নাস্তিক বাউল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা শোভন হবে না, ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল সাম্প্রতিক কালে একটি প্রবন্ধে তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১]

সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান ব্যতীত অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ গুরু বিষয়ে আলোচনা ক'রতে গিয়ে এ ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে লালন শাহ্ ও তাঁর সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে এরূপ হ'য়েছে, বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে তা জানতে পারা গেছে। বর্তমান নিবন্ধে তাই লালন শাহ্ ও তাঁর অনুসারীদের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোক পাতের চেষ্টা করা যাচ্ছে।

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বর্তমান সুধী সমাজে লালন শাহ্ ও তাঁর সম্প্রদায় (ইস্কুল) রচিত লোক-গীতির প্রচার ও বিশ্বসমাজে তাঁর স্বীকৃতি আদায় মূলতঃ কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তথাকথিত বাউল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর সহজ রসবোধ লালনের গানের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। ফলে, তিনি এই অসাধারণ সাধক-কবির তত্ত্বকাব্যকে সাহিত্য-রসিক সমাজের

তাই যথার্থই বলেন—

"সেই চন্দ্র যদি কোন প্রকারে হয় ব্যয়।
বিনি সিনানে কর্ম কৈলে মহাপাপ হয়।।
বিনি সিনানে যে করএ জলপান।
পাপ বাড়এ খায় অভক্ষ সমান।।"

('আত্ম পরিচয়', পৃঃ ১৮)

এমতাবস্থায় তা ভক্ষণ বা পান করার কথা আসতেই পারে না।

১. বাউল তত্ত্বের পূর্বাভাষঃ ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, (সা-প, শীত সংখ্যা) ঢাকা, ১৩৭৪। পৃঃ ২৯

দৃষ্টি-গোচরে আনবার কোশেশ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়, লালনের অসাধারণ রস-সৃষ্টি ও কবিত্বশক্তি আমাদের সুধী মহলেও জনপ্রিয় হয়।

প্রশ্ন হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথ কি এই তথাকথিত 'বাউল তত্ত্ব' সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন? হয়ত ছিলেন, কিন্তু বলেছি, সেই তত্ত্ব নিয়ে তিনি মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন বোধ করেন নি, কোনো সাহিত্য-রসিকই তা করেন না। তবে তত্ত্বরসিকদের জন্য নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথও তাই এগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ ক'রেছিলেন। প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথেরই আহ্বানে অনুপ্রাণিত হ'য়ে অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, শ্রীবসন্তকুমার পাল প্রমুখ উৎসাহী তরুণগণ তখন থেকেই এই সব 'হারামণি' সংগ্রহে অগ্রসর হন।[১]

কিন্তু আফসোসের বিষয়, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেবের সংগৃহীত লোক-সংগীত সংখ্যার দিক দিয়ে অধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'লেও গুণগত বিচারে তার মূল্য খুব উচ্চ মানের নয়। তথাপি বাংলা লোক-গীতি সংগ্রহে তাঁরই দান সর্বাধিক এবং এ বিষয়ে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর সংগৃহীত লালন-গীতির সংগ্রহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানেও ঐ একই ত্রুটি লক্ষ্যযোগ্য। অধ্যাপক সাহেব লালন-গীতি সংগ্রহে যেমন অধিক উৎসাহী, তেমনি বে-পরোয়া। পক্ষান্তরে বসন্ত কুমার বাবু এই শ্রেণীর লোক-সাধক ও কবিদের জীবন-কথা সংগ্রহে উৎসাহী। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে উভয়েরই দোষ-গুণ প্রায় সমান সমান।

১. ১৩২২ সালের (=১৯১৫) প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'হারামণি' নামে লালন শাহের কয়েকটি গান প্রকাশ করেন। পরে তাঁরই দৃষ্টান্তে অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব 'হারামণি' নামে ক্রমে ক্রমে সাত খণ্ড বৃহৎ লোক-গীতি সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার প্রথম খণ্ড রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ ক'লকাতা বিশ্বালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক সাহেব লালন-গীতি সংগ্রহ করেছেন, এবং বাছ-বিচার ব্যতিরেকেই সেগুলি তাঁর সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন। বসন্তবাবুর জীবন-কথা সংগ্রহও তথৈবচ। গোঁড়া ভক্ত যেমন পীরের সম্পর্কে শোনা কোন কথাই অবিশ্বাস করেন না, বরং অধিক উৎসাহে পীরের কেরামতি (অলৌকিক কার্য) বর্ণনায় খেই হারিয়ে ফেলেন, তেমনি এই দুই লোক-গীতির একনিষ্ঠ ভক্তের কাছেও কোন ঘটনাই মিথ্যা এবং কোন গানই মন্দ ব'লে পরিত্যক্ত হয় নি। ফলে, লোক-গীতির সংগ্রহ বা গীতিকারদের জীবনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ও আজ এক রকম দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে লালন-জীবনীর ব্যাপারে এই সমস্যা ক্রমেই জটিল হ'তে জটিলতর হ'য়ে চলেছে। বর্তমান নিবন্ধে তার জট মোচনের চেষ্টা করা যাচ্ছে।

লালন-জীবনীর সংগ্রাহক বসন্তবাবুর লালন সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের প্রবাসী পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায়।[১] বসন্ত-বাবু এই প্রবন্ধে লালনকে জন্মগত ভাবে কায়স্থ-সন্তান বলে উল্লেখ করেন; এবং তাঁর জন্মস্থান হিসেবে নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জিলার ভাঁড়ারা গ্রামকে চিহ্নিত করেন। পরে এই জীবন-কাহিনী প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়; এবং অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি দ্বারা পুনর্গঠিত ও প্রচলিত হয়। ফলে মুসলিম সমাজে, বিশেষ করে স্পর্শকাতর বাহ্য শরীয়তপন্থী মহলে, লালন শুধু বে-শরা ফকীর বা বাউল ব'লেই গণ্য হ'লেন না, সমকালে রংপুর থকে প্রকাশিত "বাউল ধ্বংস ফত্ওয়া"[২] নামক পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, ফত্ওয়ায় তাঁকে মুসলমান জাতির

১. মহাত্মা লালন ফকীর: বসন্তকুমার পাল, প্রবাসী, কলিকাতা, ১৩৩২ = ১৯২৬

২. বাউল ধ্বংস ফতওয়া: মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দপুর (রংপুর), ১৩৩৩ = ১৯২৬। পৃঃ ৬১

এক নম্বর দুশ্‌মন, হিন্দু আর্য সমাজীদের গুপ্তচর এবং ৬০।৭০ লাখ নিরীহ মুসলমানকে বিভ্রান্তকারী ব'লেও ঘোষণা করা হয়েছে।[১] শুধু তাই নয়—গ্রন্থকার মাওলানা সাহেব তাঁর এই দাবীর সমর্থনে বসন্তবাবুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির আগাগোড়া উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য ক'রেছেন—

"লালন শাহার পরিচয় তো ইহাই দাঁড়াইল কিন্তু বাউল, ন্যাড়ার ফকীরগণ লালন শাহার সম্বন্ধে কোন পরিচয় না জানিয়া হুজুগে মাতিয়া হিন্দু বৈষ্ণবগণের দেখাদেখি লালন শাহার পরে গা ঢালিয়া দিয়া মোছলমান সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে, ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়"।[২]

পরিতাপের বিষয় কি না, সে বিচার পরে করা যাচ্ছে, আপাততঃ বর্তমান প্রসঙ্গটি সেরে নেওয়া যাক। বসন্তবাবু-বর্ণিত জীবন-কাহিনীই কম-বেশী পরিবর্তিত আকারে আমাদের সুধী সমাজে পরিচিত একমাত্র লালন-জীবনী। শুধু তাই নয়, সেদিন থেকে এ-যাবত লালন-সম্পর্কে যত আলোচনা হ'য়েছে, সব খানেই বসন্তবাবুর উদ্ধৃতি দেওয়া হ'য়েছে। অথবা তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করা হ'য়েছে। মাঝখানে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়ে বিষয়টিকে আরও ঘোরালো ও জটিল করে তুলেছে। ফলে, আমাদের সুধী সমাজে লালন শাহ্‌ একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক লোককথার মানুষ হ'য়ে আছেন। সুখের বিষয়, সম্প্রতি লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ্‌ লিখিত লালন-জীবনীর একটি পুথি সহ লালন-জীবনীর বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া গেছে, যদ্দ্বারা তাঁর জীবনীর একটি প্রামাণ্য চিত্র উদ্ঘাটন করা সম্ভব হ'চ্ছে।

১. বাউল ধ্বংস ফতওয়া ঃ মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ। পৃঃ ৬১
"এই ৬০। ৭০ লক্ষ বাউল ফকিরগণকে প্রকাশ্য ভাবে পরিচয় করা যায়। কিন্তু আরও এমন বহু সংখ্যক বাউল মত পোষণকারী ব্যক্তি আছে...।"

২. বাউল ধ্বংস ফতওয়া ঃ মওলানা রেয়াজউদ্দীন আহমদ, পৃঃ ২৬

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালের আযাদী সংখ্যা মাহে নও পত্রিকায় বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে সর্ব প্রথমেই এরূপ দাবী করা হয় যে, বসন্তবাবু প্রমুখ প্রচারিত লালন-জীবনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং বানোয়াট কাহিনী মাত্র; তার মূলে কোন সত্য নেই। লালন জন্মগত ভাবেই মুসলমান এবং তাঁর জন্মস্থান নদীয়া (কুষ্টিয়া) জিলার ভঁাড়ারা গ্রামে নয়—যশোর জিলার হরিশপুর গ্রামে। পরবর্তীকালে একাধিক প্রবন্ধেও তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে এ কথা প্রমাণিত করেন। কিন্তু যথাসময়ে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় পাঠক-সমাজ লালন ও তাঁর সম্প্রদায়ের যথার্থ পরিচয় না পেয়ে নানা বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

বাংলা একাডেমী-কর্তৃপক্ষের কল্যাণে বর্তমান গ্রন্থের ১ম খণ্ড ইতি-পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইখানি বহু পূর্বে লিখিত হওয়ায় লালন সম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশিত হ'তে পারে নি। ফলে নতুন করে আরও কিছু তথ্য এখানে পেশ করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমান নিবন্ধে ব্যবহৃত উপাদান নিয়ে ইতিপূর্বেই একাধিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হ'য়েছিল, প্রয়োজন বোধে এখানে কোথাও বা হুবহু এবং কোথাও বা সার সংকলন করা গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, লালনের সহোদর কলমের বংশধরেরা অদ্যাবধি হরিশপুর গ্রামে অতি দরিদ্র অবস্থায় দিন যাপন করছেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য শুকুর শাহের উত্তরাধিকারীরাও যশোর জিলার শৈলকুপা থানার এলাকাধীন 'চড়চড়িয়া' গ্রামে বসবাস করছেন। এখানে লালনের একটি আস্তানা বা আখড়া ছিল। এই আখড়ার বর্তমান উত্তরাধিকারীদের পক্ষে জনাব আমীর হোসেন ও অধ্যাপক আমজাদ হোসেন শাহ্ সাহেবদ্বয় জানিয়েছেন যে, তাঁরা লালন শাহের শিষ্য শুকুর শাহের ওয়ারিশান। তাঁদের কাছ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়ার ছেঁউড়ে গ্রামে স্থায়ীভাবে আস্তানা ক'রবার পূর্বে লালন যশোর জিলাস্থ তাঁর 'চড়িয়ার আখড়া' সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি (অনুমান শত বিঘা জমীসহ) তাঁর শিষ্য শুকুর

শাহ্‌কে দান পত্র ক'রে দিয়ে যান। এই উত্তরাধিকারিত্বের নিদর্শনস্বরূপ লালন শাহ্ কৃত জমীনের একটি পাট্টা ও রেজিস্ট্রিকৃত দলীলও তাঁরা অদ্যাবধি রক্ষা ক'রেছেন।[১] এই দলীলটি বাংলা ১২৮৮ সনে (১৮৮১) রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তাতে লালনের পরিচয় লিখিত আছে এ-ভাবে—

"পাট্টা গ্রহিতা
শ্রীলালন শাহ্
পীতার নাম মৃত সেরাজ শাহ্
জাতিয় মুসলমান
পেশা ভিক্ষা ইত্যাদী
সাং ছেওড়া
পং ভ্রাহিমপুর
ভালুকাপুর রেজিষ্টারী
কুমার খালী"

বর্তমান খণ্ডে এই দলীলের একটি আলোক চিত্র দেওয়া যচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে লালন নিজেকে মুসলমান বলেছেন এবং পিতার নাম 'সিরাজ শাহ্' লিখেছেন। কিন্তু আসলে সিরাজ তাঁর পীর এবং পালক পিতা। পেশা 'ভিক্ষা'কে আধ্যাত্মিক অর্থে ধরতে হবে।

এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, লালন ১৮৮১ সালের আগেই ছেঁউড়িয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আমরা দুদ্দু শাহ্ লিখিত 'জীবনী-চরিতে'ও পাই যে, ১২২২ সালে (=১৮১৫ ঈ) রাজশাহী জিলাস্থ খেতুরের মেলা থেকে ফিরবার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে সর্ব প্রথমে ছেঁউড়ে

শুকুর শাহ লালনের শিষ্য তাঁর সন্তানাদি না থাকায় আয়েজুদ্দীন শাহ্‌কে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। আয়েজুদ্দীন শাহের পুত্র আলী আহমদ শাহ, এবং তাঁরই পুত্রদ্বয় বর্তমান বিবৃতির কথক। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আমজাদ হোসেন শাহ বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক।

গ্রামের মলম শাহের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হন ও তাঁর শুশ্রূষায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। মনে হয়, সেই থেকেই ছেঁউড়ে গ্রামের প্রতি তাঁর আকর্ষণ হয়, পরিণামে তিনি নিজ জন্মভূমি হরিশপুর, আখড়া 'চড়িয়া' ইত্যাদির মায়া কাটিয়ে ছেঁউড়ে গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সে-কথা যাক। এবার পূর্ব কথিত দুদ্দু শাহ্ লিখিত লালন-চরিতের কলমী পুথি ও অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্য অবলম্বনে লালনের নির্ভরযোগ্য বিবরণী পেশ করার চেষ্টা করা যাক।

লালন শাহ্ একজন ক্ষণজন্মা সাধু পুরুষ। কিন্তু আফসোসের বিষয়, তিনি আজ একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক লোক-কথার নায়ক হ'য়ে আছেন। বলা বাহুল্য, সত্যিকার লালন আজ মিথ্যা, শুধু মাত্র তাঁর নামটিই জারী আছে।

১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক তারিখে যশোর জিলার হরিশপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবারে লালনের জন্ম হয় (=১৭৭২ ঈ)। তাঁর পিতার নাম দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান[১] দাদার নাম গোলাম কাদির (দেওয়ান) ও মাতার নাম আমিনা খাতুন।
দুদ্দুর ভাষায়—

"এগারো শো উন আশি কার্তিকের পহেলা।
হরিষপুর গ্রামে সাইর আগমন হৈলা॥
গোলাম কাদের হন দাদাজী তাহার
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার॥
দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তার আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥"

১. খুব সম্ভব, লালনের পূর্ব পুরুষ কেউ কাযী বা বিচারক ছিলেন। স্নেহাস্পদ লুৎফর রহমান একটি প্রাচীন টুকরা কাগজে লালনের পিতার নাম 'দেয়নেত কাজী' শব্দটি পেয়েছেন। এই 'দেয়নেত' 'দেওয়ান' শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

তাই এ-কথা নিশ্চিতই যে, হরিশপুর গ্রামে তাঁদের আদি বাসভূমি (বংশ পরম্পরা বাস) ছিল এবং তিনি এক বিশেষ খানদানী পরিবারের হতভাগা সন্তান ছিলেন। কেননা, অতি অল্প বয়সেই তিনি ইয়াতীম বা মাতা-পিতা হারা হন।

"শিশুকালে সাইজীরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা।।
এমনি নিদান কালে বৈশাখ মাসেতে।
... ...
শিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল ঘরে।।"

বাল্য ও কৈশোরের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইয়াতীম শিশু লালন দরবেশ সিরাজ শাহের আশ্রয় লাভ করেন। সিরাজ শাহ্ গরীব হ'লেও একেবারে নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি আবার আমানত উল্লাহ্ শাহ্ নামে এক স্থফী সাধকের মুরীদ ছিলেন। এই সিরাজ শাহের কাছেই লালন যথাসময়ে এবং যথা-রীতি স্থফী মতে দীক্ষিত হন। বলা বাহুল্য, দীক্ষাকালে সিরাজ তাঁর পীর প্রদত্ত 'খিরকা' খানিও তাঁর শিষ্যকে উত্তরাধিকার হিসেবে দান করেন। সিরাজ শাহের পীর আমানত উল্লাহ্‌ শাহ চট্টগ্রাম নিবাসী ছিলেন। অদ্যাবধি তাঁর বিখ্যাত দরগাহ্ চট্টগ্রাম বখশী বাজারে অবস্থিত রয়েছে। দূর-দূরান্তর হতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তাঁর মাজার যিয়ারত করতে আসেন। এর অল্প দিন পরে সিরাজ শাহ্‌ ও তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। তখন লালনের বয়স ছিল ২৬ বৎসর। এই ঘটনা ঘটে ১২০৫ সালে (=১৭৯৮)।

এই সময়ের একটি ঘটনা এইরূপ।

লালন নবদ্বীপে বৈষ্ণব-তীর্থ দর্শন ক'রতে যান। এই নবদ্বীপে থাকা কালে 'পদ্মাবতী' নামে এক বিধবা ক্ষত্রিয় রমণীর সংগে তাঁর পরিচয় হয়। বিধবা লালনের চেহারায় মৃত পুত্রের আদল দেখে তাঁকে পুত্র সম্বোধন ক'রে নিজ গৃহেই স্থান দান করেন। লালনও বিধবার ব্যবহারে হারানো মাতৃত্বের আস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হন। ফলে এই বিধবার পুত্র-পরিচয়ে নবদ্বীপে কিছুদিন

তিনি অতিবাহিত করেন।[১] হরিশপুর গ্রামবাসীদের মুখেই এ-কাহিনী শোনা গেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বসন্তবাবুর মতে, 'পদ্মাবতী'ই লালনের আসল মা, এবং তাঁর মাতামহ ভষ্মদাস।

নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে তিনি রাজশাহীর বিখ্যাত খেতুরের এক মেলাতেও গিয়েছিলেন (১২২২ সালের কোনো এক সময়ে = ১৮১৫ ঈ)। খেতুরের মেলায় তিনি 'নৌকাযোগে' গমন করেন এবং ফেরার পথে দারুণ বসন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সময়ে তাঁর ভক্তদের মধ্যে কেউ সংগে ছিল না। তাঁর পরিচয়ও হয়ত অজ্ঞাত ছিল, তাই নির্দয় নৌকাযাত্রীরা তাঁকে নদীর তীরে ফেলে রেখে গন্তব্য স্থানে চলে যায়। সৌভাগ্যক্রমে 'মলম' নামে এক ব্যক্তি তাঁকে নদীতীরে দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। এ-ভাবে লালন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান।

এক মাস পরে তিনি খোদার কৃপায় ব্যাধিমুক্ত হন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, লালনের এই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে বহুতর লোক-কাহিনী রচিত হ'য়েছে। তাতে লালনকে জন্মগতভাবে কায়স্থ-সন্তানও বলা হ'য়েছে। মলম শাহ্ ছিলেন কালীগঙ্গা নদীতীরের ছেঁউড়িয়া গ্রামবাসী। এইখানেই বর্তমানে লালনের দরগাহ্ বিদ্যমান।

আর একদিনের ঘটনা। মলম শাহ্ হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, তাঁর অতিথি সামান্য মানুষ ন'ন, তিনি কোন কামিল পুরুষ। ব্যাপারটি এই যে, একদিন মলম কুরআন শরীফ তেলাওয়াত কালে একটি মারাত্মক ভুল করেন। সাঁইজী কাছেই ছিলেন, ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলেন—

"কি পড় কোরয়ান মিয়া এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।।
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়।

১. "পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেই ক্ষত্রধনী।।"

কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয় ।।
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখাপড়া ইহাই বলিল ।।"

কথিত আছে যে, মলম নাকি কুরআন শরীফের বিখ্যাত সুরা আর্-রহমানের "বাইনাহুমা বারজাখুল্লা-ইয়াফ গিয়ান" স্থলে "বাইনাহুমা বারজাখুল্লা-ইয়ারজিয়ান"[১] পড়ে ফেলায় লালন ভুলটি ধ'রে ফেলেন (আয়াত ২০)। এই ঘটনা থেকে লালনের কুরআন শরীফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মিলে।

সে যাই হোক, এখন থেকে লালন মলমের বাড়ীতে (অর্থাৎ কুষ্টিয়া জিলার ছেঁউড়েতে) বাস ক'রতে থাকেন ; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিখ্যাত হ'য়ে ওঠেন এবং তাঁর বহু মুরীদানও জুটে যায়। এ-ব্যাপারে মলম শাহেরই কৃতিত্ব যে অধিক, এ-কথা বলা বাহুল্য। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন—

"নানা দেশ হ'তে শেষে আসে নানা জন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন ।।
চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম।
কোরবান মনিরদ্দীন আসে কতজন ।।"

সম্প্রতি অধম কাঙ্গাল রচিত 'সহী আক্কেল নামা' নামে একখানি কলমী পুথিতে লালনের সংগে বাহ্য শরীয়তপন্থী মুনশী-মৌলবীদের কয়েকটি বাহাছের বিবরণ পাওয়া গেছে।

১. আয়াতটির বাংলা অর্থ হ'ল—"উভয়ের মধ্যে (লবণাক্ত ও মিষ্ট যে দুটি সাগরের পানিকে আল্লা সম্মিলিত ভাবে প্রবাহিত ক'রেছেন) অনতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে"। অর্থাৎ পাশাপাশি প্রবাহিত অথচ উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে।

স্বয়ং দুদ্দু শাহ্ও তাঁর সংগে 'বাহাছ' বা বিতর্ক ক'রতে এসে পরাজিত হ'য়ে বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই লিখেছেন—

"বাহাছ করিতে গিয়া বয়াত হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন সাই বিনু।।"

তাঁর ওফাত হয় ১২৯৭ সালের পয়লা কার্তিক শুক্রবার, মুতাবিক, ১৮৯০ ঈসায়ী। দুদ্দু শাহের ভাষায়ঃ

"বার শত সাতানব্বই বাঙ্গালা সনেতে।
১লা কার্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে।।
সবারে কাঁদায় মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাত পাইল মোদের করিয়া পাগল।।"

বলা প্রয়োজন, মূল পুথিতে পঁচানব্বই আছে, কিন্তু পঁচানব্বই সালের ১লা কার্তিক শুক্রবার নয়। হিতকরীতে প্রাপ্ত বিবরণীতেও ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার বলা হ'য়েছে। এই শুক্রবার সাতানব্বই সাল হ'লেই ঠিক হয়।

সংক্ষেপে এই হ'ল লালনের প্রামাণ্য জীবন-কাহিনী। লালন-চরিতের উপসংহারটি বড় করুণঃ

"মো অধমে বাবা বলে কে ডাকিবে।
আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে।"

চরণ দুটিতে ভক্ত-হৃদয়ের করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। লালনের ওফাতে যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তবে তিনি দুদ্দু শাহ্। বস্তুতঃ দুদ্দু শাহ্ ব্যতীত লালন শাহ্ এবং লালন শাহ্ ব্যতীত দুদ্দু শাহ্ কল্পনাই করা যেতে পারে না। অবশ্যি দুদ্দু শাহ লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায়, যশোরের চরচড়িয়া গ্রাম নিবাসী লালনের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শুকুর শাহের আশ্রমে বসে একদিন লালন তাঁর আত্মজীবনী তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে শোনান। পরে সেই কাহিনীই দুদ্দু লিপিবদ্ধ করেন। তবে দুঃখের বিষয়, তিনি তা ছেপে প্রকাশ করেননি।

দুদ্দু শাহ্ যে লালনের সবচেয়ে প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, বর্তমান জীবন-চরিতেও তার আভাস মেলে। এ-বিষয়ে সমকালীন অন্য সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। সমকালীন হরিশপুরের গ্রামবৃদ্ধরা এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দুদ্দু শাহের অন্যতম সমধর্মী বন্ধু পাঞ্জু শাহের পুত্র রফিউদ্দীন সাহেবও এ-বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেছেন। সম্প্রতি কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকীতে খোন্দকার রিয়াজুল হক লিখিত প্রবন্ধেও এ-কথা উল্লিখিত হয়েছে—

"লালন দুদ্দু শাহ্‌র পাণ্ডিত্যে এবং সৃজনী ক্ষমতায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহার শিষ্যদেরকে বলিতেন, তোরা দুদ্দুকে দাদা ব'লে ডাকিস। ও আমার বাপ, ওর ক্ষমতা আমার থেকেও বেশী।"[১]

দুদ্দু লিখিত আলোচ্য 'লালন-চরিত" খানিকে মধ্যযুগীয় "চরিত কাব্য" বা "পীর মাহাত্ম্য কাব্য" শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু মাহাত্ম্য-কাব্য হ'লেও এর ঐতিহাসিকতা অনস্বীকার্য।

'লালন-চরিত' কাহিনী অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই, তবে এ-কথাও সত্যি, এর চেয়ে প্রামাণ্য বিবরণীও কেউ দিতে পারেন নি।

এই প্রসঙ্গে লালন-চরিতে উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি এইরূপ—

'নবদ্বীপের এক সাধু-সভায় লালন হাযির ছিলেন। সভাটি ছিলো বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত। মনে হয়, সভাতে লালন শাহ্-ই একমাত্র মুসলিম অর্থাৎ 'যবন' ছিলেন। ব্যাপারটি জানাজানি হ'য়ে গেল—

> "পণ্ডিত মণ্ডলী তাকে বিবিধ পুছিল।
> সাইজী নাম ধাম সকলি বলিল।।
> সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার।
> যবন বলিয়া দূরে সেবা দিল তার।।"

১. "লালন অনুগামী দুদ্দু" খোন্দকার রিয়াজুল হক, (কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী): ১৯৬৪-৬৫, পৃঃ ১৬

এ-ঘটনায় লালন শাহ্ বেশ আঘাত পেলেন মনে, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। এর পর এক ঘটনা ঘটলো। বিস্মিত পণ্ডিত-সমাজ দেখতে পেলেন, তাঁদের উপেক্ষিত যবন (লালন) ব্যক্তি সকলের সংগেই খেতে ব'সেছেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক পণ্ডিতই অনুভব করতে লাগলেন যে, লালন তাঁরই সংগে বসেছেন। পণ্ডিত সমাজ তাঁদের ভুল বুঝতে পারে—

"তখনি সকলে মিলে গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দুটি পদ ধরে।।
মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা দেখি নাই।
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে।।"

এ যে ভক্তের অতিশয়োক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে দুদ্দু শাহ্ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি ন'ন, তাঁর শোনা কথা। এই ধরনের পীরের কারামতীর কথা আমাদের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও বিরল নয়। শ্রীচৈতন্য ভক্ত-চরিত গ্রন্থগুলিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত র'য়েছে। তায্‌কিরাতুল আউলিয়া বা তাপস-কাহিনীতেও অনুরূপ কাহিনীর অভাব নেই। দুদ্দু শাহ্‌ও এই হিসেবে সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রেছেন। তবে তাঁর কাহিনী অতিরঞ্জিত হ'লেও মূলতঃ সত্য-ভিত্তিক, তাই তার ঐতিহাসিক মূল্যও অত্যধিক। শুধু তাই নয়, লালন-জীবনীকে কেন্দ্র ক'রে এ-যাবত যত গল্প-কাহিনী ও কিংবদন্তী গ'ড়ে উঠেছে, তা থেকে সত্য উদ্ধারের একমাত্র মানদণ্ড আলোচ্য 'জীবন-চরিত' খানি, এ-কথা বলাই বাহুল্য। যথাস্থানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'য়েছে।

উক্ত গ্রন্থ থেকে আমরা শুধু লালন-জীবনীর সঠিক সূত্রই পাই নি, তাঁর জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, তাঁর জীবন-দর্শন, তাঁর মত ও পথেরও যথার্থ ইশারা পেয়েছি।[২]

২. দুদ্দু শাহের বিবরনীটি যশোরের আবদুল লতীফ আফি আনহু সংগৃহীত।

বাউল নামে পরিচিত ব্যক্তিগণকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

১) আদি বা আসল বাউল

২) মেকি বাউল,

ও ৩) সখের বাউল।

আসল বাউল অতীতে অনেক ছিলো, হালে এদের সংখ্যা নেহায়েৎই অল্প। এদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

একেশ্বর বাদী ও বীজেশ্বর বাদী (বা নিরীশ্বর বাদী)। শেষোক্ত বাউলেরাই আদি বাউল। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ কথিত বাউল এরাই। প্রাচীন তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই এদের জন্ম। অতীতে নীল রঙের আলখেল্লাধারী 'একাভিপ্পায়ী' নামক যৌন-অনাচারী এক শ্রেণীর শ্রমণ-শ্রমণীর কথা জানতে পারা যায়, এরা তাদেরই উত্তরাধিকারী। সাধারণতঃ সহজিয়া বা নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত। স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশ-চন্দ্র সেনের ভাষায়ঃ "(এরা) প্রাচীন পতনোন্মুখ পতিত বৌদ্ধগণের লোক, বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে অনেক উন্নত করিয়াছে'।[১]

এটা কিছুই বিচিত্র নয় যে, পরবর্তীকালে এদেরই একটি শাখা ইসলাম গ্রহণান্তর মুসলিম-সমাজেও তান্ত্রিক ব্যভিচার অন্য নামে চালু ক'রে থাকবে। তবে লালন শাহী ফকীর সম্প্রদায় যে এদের অনেক উর্ধে ছিলেন, আশা করি, সে কথা আর নতুন করে বলার দরকার হবে না।

একেশ্বর বাদী বাউলের সংখ্যাই এ দেশে বেশী এবং তারা সকলেই বে-শরা বা শাস্ত্রশাসন-বহির্ভূত বাউল নয়। লালন শাহী বাউলেরা এই সমাজের। এরা মূলতঃ স্থূফী মতাবলম্বী। বিশ্বনবী রসুলুল্লাহ্‌ই (দঃ) এঁদের জীবনাদর্শ। এঁদের মতে, তিনিই একমাত্র 'ইনসানুল কামিল' বা পূর্ণ মানবত্বের আদর্শ। লালন বলেন—

১. বৃহৎ বঙ্গ ঃ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, পৃঃ ৩২৫

"আয় গো যাই নবীর দ্বীনে।
নবীর ডঙ্কা বাজে শহর
মক্কা মদীনে ॥
অমূল্য দোকান খুলেছেন নবী
যে ধন চাবি সে ধন পাবি।
ও সে বিনা কড়ির ধন সেধে দেয় এখন
সে ধন না লইলে আখেরে
পস্তাবি মনে" ॥

তাই এঁদেরকে সুফী বলাই অধিকতর সঙ্গত। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব মতাবলম্বী বাউলও আছেন। এঁদের মতে, সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পূর্ণ মানব। এঁকে 'মহা বাউল' নামেও অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে বাউল সম্প্রদায়কে মেকী বাউল বলা হ'য়েছে, তারা আসলে বাউল নয়, বাউল ছদ্মনামে বাউল সমাজের ক্ষতস্বরূপ। বাউল সাধন-তত্ত্ব সংক্রান্ত নারীঘটিত যে অনাচারের কথা সাধারণতঃ শোনা যায়, তার মূলে আছে এরাই। পূর্বোক্ত 'হিতকরী'তে এদেরই কলঙ্কের কথা বলা হ'য়েছে।

সখের বাউল নামটি হালের আমদানী। এরা কোন নির্দিষ্ট সাধন পন্থের অনুসারী নয়। বিশেষ ক'রে উনিশ শতকের শেষার্ধে লালন ফকীর ও তাঁর সম্প্রদায়ের বাউল বা মারেফতি-মুর্শিদী ইত্যাদি সঙ্গীতের প্রাণ-মাতানো স্রোতের মুখে এই শ্রেণীর বাউল দলের আবির্ভাব ঘটে। এরা সখ ক'রে আলখেল্লা ধ'রেছিলো (পরুক আর না পরুক), বাউল সেজে গান লিখেছিলো এবং বাউল ব'লে আত্মপরিচয়ও দিয়েছিলো। এদের উদাহরণ হ'ল—কুমারখালীর "ফিকির চাঁদ ফকীর" ওরফে কাঙ্গাল হরি-

নাথের বাউল দল।[১] এঁদেরকেও বলা হ'ত সখের বাউল। এদের মধ্যে কবি-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইস্‌লাম, এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবিগুরু বিহারীলালও পড়েন। বিহারীলাল-রচিত 'বাউল বিংশতি' শীর্ষক গ্রন্থের সখের বাউল দলের গানের নাম এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাক্ষ্য দিয়েছেন—

"বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকালের আধুনিক। হাল আমলের পাশ করা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজী পোড়ো বাউলের রচিত গান আছে, দেখেছি তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউল ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি, সেগুলো স্পষ্টতর রবীন্দ্র বাউলের রচনা।[২]

বলা বাহুল্য, এ-বাউল লালন শাহ্ ও তাঁর সম্প্রদায়। বাউল গানের চিরত্বের যে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ শুধু লালন শাহী সংগীত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ লালনের ছেঁউড়ে আখড়ার বাউলদের প্রসংগে

---

১. কাঙ্গাল হরিনাথ, ১ম খণ্ড : রায় জলধর সেন বাহাদুর, কলিকাতা পৃঃ ২৩-৩১। "ফিকির চাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে প্রথম গঠিত হয়।..........কে জানিত আমাদের অবসর খেয়াল হইতে যে সামান্য গানটি বাহির হইয়াছিল তাহার তেজ এত অধিক। কে জানিত এই কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের সঙ্গীতে সমস্ত পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে।"

২. হারামণি, ২য় খণ্ড : অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ১৭৫

উপরি-উক্ত উক্তি ক'রেছেন। শুধু বাউল গান নয়, গানের ভাষা, বাণী ও ছন্দের অপূর্বতার কথাও তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, বাউলদের ধর্মমতই যথার্থ 'মানব ধর্ম' পদবাচ্য। কেননা, এতে পূর্ণ মানবত্বের প্রকাশ ঘটেছে। সুফী-সাধনা আসলে পূর্ণ মনুষ্যত্বেরই সাধনা। লালনের গানে বাউল ছদ্মনামে সুফী-সঙ্গীতই আত্মপ্রকাশ করেছে।

হিন্দী সাহিত্যে কবিগুরু দাউদ ওরফে দাদূ (ষোলো শতক), সিন্ধি সাহিত্যে শাহ্ আবদুল লতীফ ভিটাই (১৬৯৮-১৭৫২), পাঞ্জাবী সাহিত্যে বুলেহ শাহ্ (১৬৮০-১৭৫৮) সাহেবানের যে স্থান, বাংলা মরমী সাহিত্যে লালন শাহের (১৭৭২-১৮৯০) স্থানও তাই, এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাববাদ এককালে দেশীয় আবরণে ইসলামী সুফীবাদ তথা পূর্ণ মানবতাবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। তাই দেখতে পাই, বৈষ্ণব কবির সাথে সাথে শতাধিক মুসলিম কবিও রাধাকৃষ্ণের রূপকের মাধ্যমে জীবপ্রেম তথা খুদা-প্রেমের মহিমা গান ক'রেছিল। গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য ভাববাদ তথা নিছক মানবতাবাদ যখন এই অধ্যাত্ম-মানবতাবাদকে গদিচ্যুত করে স্বীয় প্রভুত্ব কায়েমে তৎপর, ঠিক সেই সময়েই লালন শাহ্ ও তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে এই তথাকথিত বাউল মানবতা-বাদের জন্ম নেয়। দেশীয় সমাজে এর নিন্দা-প্রশংসা যাই হোক না কেন, বাউলবাদ যে সেকালের জন-মানসে স্থায়ী স্বাক্ষর অঙ্কিত ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলো, সমকালীন বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। ভালো করে দেখতে গেলে

---

১. "এই যে বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ এ ভাষা প্রাণবান। এই জন্য সংস্কৃত বল পারসি বল সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে।"

ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ১৩২

এই বাউলবাদ আসলে সুফীবাদেরই রূপান্তর। এর বহিরঙ্গ চেহারা যেমনই হোক না কেন, অন্তরঙ্গ রূপটি যে সুফীবাদের, এ-কথা অনস্বীকার্য। বর্তমান নিবন্ধে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা গেল মাত্র।

লালন শাহের পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের বিষয় এই যে, তাঁর গানে উনিশ শতকের সেই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার যুগেও অপূর্ব মানব-প্রেম ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন এবং সাধারণভাবে নিন্দিত হ'লেও বিশেষভাবে জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে থেকে প্রেম ও আশার বাণী শোনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই দেখতে পাই—উনিশ শতকের শেষার্ধে লালনের গানে, লালনের সুরে, এমন কি লালনীয় রঙে সারা বাঙ-লার অকাশ-বাতাস রেঙে উঠেছিলো।[১] এই লালনীয় রঙে রাঙতে পেরেছিলেন বলেই কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বাউল ধর্মকেই 'মানব ধর্মের' নামান্তর বলে ভাবতে গৌরব বোধ ক'রেছিলেন। তাঁরই অননুকরণীয় ভাষায় বলতে পারা যায়ঃ

"মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যতকিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকে পর ক'রে দিয়ে।...সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির মুখে—

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মানুষ যে রে।"[২]

---

১. "উনিশ শতকের সখের বাউল সম্প্রদায় ও লালন শাহ" অধ্যায় বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। (পৃঃ ১৭৬—১৯৩)

২. মানব ধর্মঃ রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৪৬, পৃঃ ১৯

মনে হয়, ফারসী সুফী সাহিত্যের 'সাকী' লালনের গানে 'মনের মানুষ' হ'য়েছেন। বাংলা সাহিত্যে 'মনের মানুষ' তত্ত্ব লালন শাহের একটি মহৎ দান। এই মনের মানুষই রবীন্দ্রকাব্যে 'জীবন-দেবতা' হ'য়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন। সাকীর কারবার সুরা (অধ্যাত্ম-প্রেম) ও 'সুর' (অধ্যাত্ম-প্রেমসঙ্গীত) নিয়ে। সাকী প্রেমরূপ সুরা যোগান, সুফী সেই সুরা পানে উন্মত্ত (হাল অবস্থায়) হ'য়ে সাকীর (মাশুক=আল্লাহ্) মহিমা গানে মশগুল হয়। সুফী-সাধনার মর্মকথা সংক্ষেপে হ'ল এই।

লালন শাহী গানেও মনের মানুষের অপার মহিমার কথা শুনি। হৃদয়ের জায়নামাজে উন্মত্ত আশিক মনের মানুষের ধ্যানে নিমগ্ন হন। কবি বলেন—

"পড় রে দায়েমী নামাজ এ দিন হ'ল আখেরী।
মাশুক রূপ হৃদকমলে
দেখ আশেক বাতি জ্বেলে
কিবা সকাল কি বৈকালে
দায়েমীর নাম অবধারি॥"

এই 'মাশুক'ই সুফীর 'সাকী', লালনের—'মনের মানুষ', 'অচিন পাখী', 'অ ধর কালা', 'লা শরীকালা (হু)', এবং 'আলেক সাঁই'।

রবীন্দ্রকাব্যে 'অন্তর্যামী', 'জীবন-দেবতা', 'বিশ্বদেবতা' মূলতঃ এই মনের মানুষেরই নামান্তর। তাই শুধু তারই উদ্দেশে বলা যায়—

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম,
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়াছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।" ইত্যাদি

—রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এই যে 'মনের মানুষে'র কাছে ভক্ত-হৃদয়ের আর্তি ; এই যে নালিশ (শিক্ওয়া), এ-তো হতাশ প্রাণের কাতর আর্তনাদ ; এ যে না পাওয়ার বেদনা ! কিন্তু যে জন তাঁকে পেয়েছে সে তো নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে থাকে। তাঁর বাণীও যায় সেই প্রেমের অতলতায় হারিয়ে। লালন বলেন—

"আছে যার মনের মানুষ আপন মনে,
সেকি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চস্বরে
কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাত সেই খানে হাত ডলা মলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।।"

এই মনের মানুষের প্রেমে সুফী হন মস্তানা, দিউয়ানা ; বাঙ্লা দেশের বাউল (বাতুল ?) শব্দটি তার সমার্থক কি না, ভেবে দেখা যেতে পারে।[১]

মুসলিম সুফী-বাউলদের রচনায় চৈতন্য-প্রশস্তি দেখে অনেকে তাঁদেরকে চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব ইত্যাদি বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক শতাধিক মুসলিম পদকর্তার আবির্ভাব হ'য়েছিলো। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠকবি আলাওল, সৈয়দ সুলতানও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখেছিলেন, তাই ব'লে তাঁদেরকে তো কেউ বৈষ্ণব বলেন নি।

---

১. লালনশাহী গীতিতে 'উল' শব্দটি 'সন্ধান' অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। এই সন্ধান মনের মানুষের সন্ধান হ'লে 'বাউল'কে খুদা সন্ধানী (সুফীদের 'তালিব') বলা যেতে পারে। তা হ'লে এর অর্থ দাঁড়ায় —বা+উল্, অর্থাৎ যে সন্ধানের সংগে বর্তমান ; এক কথায় 'সন্ধানী'। এ-ব্যাখ্যা স্বয়ং লালনেরই প্রদত্ত বলে জানা যায়।

মজার ব্যাপার এই যে, লালন চৈতন্যবাদের প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু চৈতন্যের সন্ন্যাসবাদকে স্পষ্টই ব্যঙ্গ ক'রেছেন—

"কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়,
আপন মনের বাঘে যারে খায়
কে ঠেকায় রে।"

আবার লালনের শচী মাতাও বলেন—

"ঘরে কি হয় না ফকীরী
কেন হলি রে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥

০ ০ ০ ০

ঘরে ফিরে চল রে নিমাই
ঘরে সাধলে হবে কামাই
বলে এই কথা কাঁদে শচীমাতা
লালন বলে লীলের বলিহারী" ॥

একি চৈতন্যবাদের সমর্থন সূচক কথা ?

কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে এই লালনশাহী মনোভাবের প্রকাশ করেছেন তার 'ক্ষণিকা' কাব্যে—

"আমি হবনা তাপস হবনা হবনা
যদি না মেলে তপস্বিনী ॥"

অথবা তাঁর স্পষ্ট উক্তি—

"আমি বৈরাগ্যের নাম করে
শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে"।

তুং—'লা রাহবানীয়াতা ফীল ইসলাম'—ইস্‌লামে সংসার-বৈরাগ্য নেই।
—আল্‌হাদিস্‌।

সুফীরা বিশ্বাস করেন—

"আপন সুরাতে গড়লেন আদম দয়াময়।
নইলে কি সব ফেরেস্তায় সেজদা দিতে কয়॥
দুষে সে আদম সফী আজাজিল হ'ল পাপী
মন তোমার লাফালাফি তেমনি দেখা যায়॥
আদমী চিনলে চেনে আদম পশু কি জানে তার মরম
লালন বলে আদ্য ধরম আদম চিনলে হয়"॥

তুলনীয়—হাদীস শরীফের উক্তি—

"খালাকা আদামা আলা সুরাতিহি"

অর্থাৎ আল্লাহ্ আদমকে নিজের সুরতের আদলে গড়লেন।[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, লালন-গীতিতে ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় সুফী-সাধকদের গানে তান্ত্রিকতার যে প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, তা বাহ্য। 'ইড়া', 'পিঙ্গলা', 'সুষুম্না', 'ত্রিবেণী' (তিরপানী), 'চন্দ্র', 'সূর্য', অযোনী-সহজ-সংস্কার', 'শূন্য' ইত্যাদি পরিভাষাও তাই। "'চন্দ্র' শব্দের ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হ'য়েছে। এবার আরও কয়েকটির ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে। ষোলো শতকের হিন্দী কবিগুরু দাদূ তাঁর গানে 'সহজ', 'শূন্য', 'তিরপানী' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ক'রেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। যেমন—

সহজ সমর্পণ সুমিরন সেবা।
তিরপানি তট সঙ্গম সপরা॥[২]

১. হযরত আবু হোরাইরা বর্ণিত হাদিস (বোখারী ও মুসলিম শরীফ উভয়েই একমত) মিশকাত শরীফ (আরবী) কিতাবুল আদব, ১ নং হাদিস। দিল্লী, ১৯৫৬। পৃঃ ৩৯৭।
২. দাদূঃ ক্ষিতি মোহন সেন সম্পাদিত। বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৪২=১৯৩৫।

অর্থাৎ সহজ (আত্ম) সমর্পণ, স্মরণ ও সেবা, এই তিনের যোগে হয় 'তিরপানি; তারই সঙ্গমকূলে হয় (সাধকের) স্নান, এই-ই তো সহজ তীর্থ। এই সহজ কিন্তু কোনো তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার কথা নয়—ইসলামের 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সহজ-সরল পথের ইশারা। 'তিরপানী'ও তাই ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সংগমস্থলে নয়—খুদাতায়ালায় আত্মসমর্পণ, স্মরণ (যিকর) ও সেবা (খিদমত) এই তিনের মিলন মোহনায়। আবার বৌদ্ধ নিরঞ্জন বা শূন্য সুফীদের ভাষায় পূর্ণ (খুদাতায়ালা) হ'য়েই দেখা দিয়েছেন—

দাদু বলেন—"শুন্য সরোবর মীন মন নীর নিরঞ্জন দেব।
দাদু যহ রস বিলসিয়ে ঐছে অলখ অভেব।।"

অর্থাৎ সহজ শূন্য সরোবরে 'মন'ই হ'ল মীন, 'নীর' নিরঞ্জন দেব; হে দাদু, এই রসেই কর বিলাস, অনির্বচনীয় সেই রস, অজ্ঞেয় তার রহস্য।[১] এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ নিরঞ্জন শব্দটিকে আল্লাহ্ শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের একটি ভুল ধারণা এই যে, লালনের গানে শরীয়তের স্বীকৃতি নেই, তাই তাঁকে মুসলমান বলা যায় না। কিন্তু লালনের গানে শরীয়তের স্বীকৃতি নেই, এ-কথা কে বলেছে? লালন তো সর্বত্রই শরীয়তের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর গানেও এই স্বীকৃতি অতি স্পষ্ট। তবে তাঁর কাছে শরীয়তের চেয়ে মারেফতের মূল্য বেশী মনে হয়—

"শরাকে সরপোষ লেখা যায়,
বস্তু মারেফত সে ঢাকা আছে তায়।
সরপোষ তুলে দিয়ে ফেলে।
লালন বস্তু-ভিখারী।।"

১ দাদু: ক্ষিতি মোহন সেন সম্পাদিত, পৃঃ ১৮৪

এই লালনই আবার বলেছেন—

"তরীক দিচ্ছেন নবী জাহের বাতুনে
যথাযোগ্য লায়েক জেনে
রোজা আর নামাজ
ব্যক্ত এহি কাজ,
গোপ্ত পদ মেলে ভক্তির সন্ধানে ।।"

শুধু তাই নয়, বে-শরা ফকীরদের বিরুদ্ধেও তিনি বিষোদ্গার ক'রেছেন—

"বে-শরা নায়ে যারা তুফানে যাবে মারা একই ধাক্কায় ।
কি ক'রবে তোর বদর গাজী থাকবে কোথায় ।।"

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়—তবে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে তাঁর আপত্তি কেন? আপত্তি হবে কেন, মুসলমানের ঘরে পয়দা হ'লেই কি মুসলমান হওয়া যায়? মুসলমানী যে সাধনার বস্তু! আর জাত? মুসলমানের আবার জাত কি? কুরআনই বলছে—মানুষ এক জাতিভুক্ত (উম্মতান ওয়াহিদাতান)। সুফীরা তো জাতের কথা ভাবতেই পারেন না—

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
যবন কি কাফের তার জাতের বিচার নাই।

ফারসী কবি হাফিয তো নিজেকে মুসলমান ব'লে পরিচয় দিতেই চান নি। তিনি নিজেকে 'মযহাবে ইশকী' অর্থাৎ প্রেমিক শ্রেণীভুক্ত বলেছেন। দাদু বলেছেন—

"দাদু পুছে দেব কৈনসা জাতি কহাবো,
বুঢ়া—জাতি না পাতি প্রীতি সে কৈ পাবো।"

তুলনীয় লালনের—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কিরূপ দেখলাম না নজরে ।।"

এর পরেও যখন জাতি নিয়ে পীড়াপীড়ি শুরু হয়, তিনি বলে ফেলেন—

"বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নেই সেও বাওনী,
বোঝো রে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি খাতনার জাত একখান।"

লালনের খাতনা দেওয়া হ'য়েছে। বাস্, আর কেন?

মোট কথা, লালন-গীতি একাধারে বাংলা ভজন, ইসলামী মারফতী-মুর্শিদী ও গযল-গীতির উৎস মুখ খুলে দিয়েছিলো। তা না হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের বাউল ঢঙের ভজন-গীতি ও নজরুল ইসলামের গযল-গীতির সন্ধান পেতাম কি না সন্দেহ।

অবশ্য প্রশ্ন হ'তে পারে, এ-সব তো গেল তত্ত্বকথা; বাংলা সাহিত্য যে লালনকে দাবী করে, তার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি না? অর্থাৎ লালনকে সত্যিকারের কবি বা সাহিত্য-সাধক বলা যায় কি না? কিন্তু বলা হ'য়েছে, তিনি মূলতঃ কবি নন—তত্ত্বরসিক, তত্ত্ব সাধনাই তাঁর সঙ্গীত স্থষ্টির মূল উৎস—রস সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু যেহেতু সেই তত্ত্ব সাধনার প্রধান বাহন গান, তাই গানের খাতিরে সুর, ছন্দ ও ভাব একত্রে সম্মিলিত হ'য়ে একটি কবিত্বের পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। তাই তত্ত্বরসিক সাধক কবির গান কবিতা হয়ে উঠেছে। এই হিসেবে লালন কবি বই কি? ফারসী সাহিত্যের বিখ্যাত সুফী-সাধকদের মত লালন একাধারে তত্ত্বরসিক ও কবি। বর্তমান গ্রন্থের 'জিজ্ঞাসা' শীর্ষক গীতি-সংকলন অধ্যায়ে তাঁর এই কবিত্বমণ্ডিত পদগুলি একত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে। সুধী-পাঠক এই সংগে সেগুলি পড়ে দেখতে পারেন। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে তাঁর কয়েকটি স্তবক তুলে দেওয়া গেল—

১. চক্ষু আঁধার দিলের ধোকায়
মেঘের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাই দেখছে সদায়
বসে নিগুম ঠাঁই॥

একদিন না দেখলাম যারে
চিনব তাঁরে কেমন ক'রে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই ।।

২. আমার ঘরের চাবি পরের হাতে
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে ।।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা-দেনা,
আমি হ'লাম জন্ম কানা—
না পাই দেখিতে ।।

৩. চাতক স্বভাব না হ'লে
অমৃত মেঘের বারি
কথায় কি মেলে ।

৪. খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কমনে আসে যায় ।
ধরতে পারলে মনো বেড়ি
দিতেম পাখীর পায় ।।

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের শেষোক্ত 'অচিন পাখীর গানটি শুনে এমনই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে, তিনি এর ইংরেজী অনুবাদ ক'রে লণ্ডনের এক আন্তর্জাতিক সম্মিলনের ভাষণে উদ্ধৃত করেছিলেন এবং বলা বাহুল্য, এই গীতির অপূর্ব ভাবোন্মাদনার সংগে তিনি ইংরিজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি কীটস ও শেলীর সেই অমর পাখীদ্বয়ের কথা স্মরণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন ।

লালনের উত্তরসূরীদের মধ্যে শিষ্য দুদ্দু শাহ্ ও পাঞ্জু শাহ্ সাহেব-দ্বয়ের পরে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন যশোর জিলার পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাস। অবশ্যি এঁরা দু'জনেই জারী গানের বয়াতি হিসেবেই পরিচিত। তবে তাঁদের দেহতত্ত্বমূলক ধুয়ো গানে লালনশাহী ভাব-সঙ্গীতের বিশেষ স্ফূর্তি ঘটেছিল, তাই তাঁদের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ।

দুদ্দু শাহের গান সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৩= ১৯৬৬) পাঞ্জু শাহের কিছু গানও তৎপুত্র খোন্দকার রফীউদ্দীন সাহেব স্বগ্রাম হরিশপুর থেকে প্রকাশিত 'ভাব-সঙ্গীত' নামক সংকলন গ্রন্থে দুদ্দু শাহ, জহীর উদ্দীন শাহ প্রভৃতির গানের সঙ্গে একত্রে প্রকাশ করেছেন (১৯৫৫)। গ্রন্থখানির বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৪=১৯৬৭)। উক্ত গ্রন্থে রফীউদ্দীন সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শামসুদ্দীন শাহেরও কিছু গান সংকলিত হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত বাংলা লোক সংগীতের ভাণ্ডারী ও প্রসিদ্ধ লোক-গীতি সংগ্রাহক অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁর সাত খণ্ড 'হারামণি'তে পাগলা কানাই সহ অসংখ্য কবির লোক-গীতি স্থান পেয়েছে। কিন্তু সেগুলি যথাবিহিত সম্পাদিত হ'য়ে প্রকাশিত না হওয়ায় সে সব গানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও প্রফেসার ডক্টর মযহারুল ইসলাম সাহেব পাগলা কানাইয়ের গান যথাবিহিত সম্পাদনা করে এ বিষয়ে পথিকৃতের কাজ ক'রেছেন (১৯৬১)।

যতদূর জানা যায় ঢাকা জিলার বাইনখাড়া গ্রামের শেখ মদন, সিলেট জিলার দেওয়ান হাসান রাজা, শাহ আব্দুল ওহাব, শীতলাং ওরফে সলীম শাহ, যশোর জিলার দেয়াড়াঙ্গা নিবাসী) এরফান শাহ, কুবীর শাহ, মাগুরার হায়দর শাহ ও তিনকড়ি দেওয়ান, খুলনা জিলার ম্যাকসমিলীর নৈমদ্দী শাহ, সান্তলার রঈস শাহ, মেছের শাহ, ময়মনসিংহের জালাল উদ্দীন প্রভৃতি অসংখ্য লোক কবি লালন শাহী ধারায় সংগীত চর্চা করেছেন। এঁদের মধ্যে অসংখ্য অমুসলিম কবিও রয়েছেন, যেমন ডক্টর ভট্টাচার্যের "বাংলার বাউল ও বাউল গানে" উল্লিখিত চণ্ডীদাস গোসাই, হাউড়ে গোসাই, নিতাই খ্যাপা প্রমুখ। এঁদের সংগে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ উল্লিখিত বিশাই ভুঁইমালী, গগণ হরকরা প্রভৃতি রয়েছেন। এঁদের গানও যথাবিহিত সম্পাদিত হ'য়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের লোক সঙ্গীতবিদ ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে লালন-জীবনী ও জীবন দর্শনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'লেও লালনের গানের কাব্য-মূল্য আলোচনার সময় ও স্থানাভাব ঘটেছে, কেন না গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রধানতঃ তাঁর গানের সম্পাদনা ও জীবনেতিহাসের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দিকেই নিয়োজিত ছিল, এবং এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনাও করতে হ'য়েছে নানা কারণে। আর তা ছাড়া বলা হ'য়েছে যে, এই শ্রেণীর-সাধক কবিদের গীতিসমুচ্চয় উৎসারিত হ'য়েছিল এক বিশেষ ধ্যান ধারণা ও সাধন-তত্ত্বের মূল উৎস থেকে ; তাই সে উৎস মূলের সন্ধান না জানা পর্যন্ত তার যথার্থ মূল্যায়নও সম্ভব নয়। আশা করি, সুধী-সমাজ তাঁর এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করবেন। গ্রন্থের অপূর্ণতা, ভুল ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে গ্রন্থকার সন্তুষ্ট চিত্তে ভবিষ্যত সংস্করণে সথাসাধ্য সংশোধন করার প্রয়াস পাবেন। আরও একটি কথা। প্রত্যেক গবেষকেরই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ আছে। আমি ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ দিয়ে লালন ও তাঁর সম্প্রদায়কে বুঝবার চেষ্টা করেছি। গতানুগতিক পথে চলা নানা কারণে আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বাংলা একাডেমীর শ্রদ্ধেয় পরিচালক সাহেবও সে কথার উল্লেখ করেছেন। তবে গ্রন্থে যে অন্যান্য লেখক ও গবেষকের মতের সমালোচনা করেছি, তাতে আশা করি, কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ পায় নি। আর যদি পেয়ে থাকে তবে সে আমার ভাষার দোষে ; আশা করি সুধী সমাজ সে জন্য আমাকে মাফ করবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রথম খণ্ডে নানা কারণে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট দেওয়া সম্ভব হয় নি। গবেষণা গ্রন্থে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বীকার করি। তাই এ-খণ্ডে সে ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা গেল। দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও একটি নির্ঘণ্ট এই সংগে সংযোজিত হ'ল।

বাংলা একাডেমীর সুযোগ্য পরিচালক সাহেব সহ যাঁদের অমূল্য উপদেশ ও রচনাদির সাহায্য ছাড়া এ-রচনা বা প্রকাশনার সুযোগ হ'ত না, তাঁদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

রাজশাহী,
৩. ৫ ৭৪

গ্রন্থকার

এক : পরম-তত্ত্ব

"লামে আলিফ লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন,
তা নইলে কি সব নূরীতন,
আদম তনে সিজ্‌দা জানায় ।।"
(৩০৮ নং গান)

আহ্‌মদের ওই মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন,
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন ।।
(—নজরুল ইসলাম : জুলফিকার)

১

আলিফ লাম মিমেতে[১] ।
কোরান তামাম শোধ লিখেছে ।।

আলিফ আল্লাজি
মিম মানে নবী
লামের হয় দুই মানে
ও তার এক মানে হয় শরায় প্রচার
আর মানে মারেফতে ।।

দরমিয়ানে লাম
আছে ডানে-বাম
আলেফ মিম দুইজনে
যেমন গাছ বীজ অংকুর ঐ মত ঘুর
না পারি বুঝিতে ।।

ইশারায় লেখন কোরানের মানে,
হিসাব কর দেহেতে,
তবে পাবি লালন, তার অন্বেষণ
ঘুরিস নে ঘর পথে[২] ।।

১. "আলেফ নামে মিমেতে ।
কোরান তামাম শোধ লিখেছে ।।
আলেফ আল্লাজী মিম মানে
নবী নামের হয় দুই মানে
ও তার এক মানে হয় শরায় প্রচার……
ওরে পাবি লালন সব অন্বেষণ
ঘুরিস নে ঘুর পথে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১৮৯)

২. ঘুরপাকে ।

২

আছে আলিফ লাম মিম আহাদ নূরী।
তিন হরফের মর্ম ভারী ॥

আলিফে হয় আল্লা হাদী।
মিমে নূর মুহম্মদী ॥
লামের মানে কেউ করলে না।
নুক্তা বুঝি হল চুরি ॥

নব্বই হাজার কল্‌মা জারী।
নবীর সংগে করলেন বারী ॥
তিরিশ হাজার শরীয়ত জারী।
যাট হাজার বুঝাইতে নারি ॥

সিরাজ সাঁই বলে রে লালন।
নুক্তার আগে কর নিরূপণ ॥
নুক্তা[১] নিরিখ ঠিক হবে যখন।
থাকবে না তো কোট-কাছারী ॥

৩

বিচার না জানিলে কেমনে কোরান বুঝবে।
দেহের মাঝে আছে হরফ কয়জন তা দেখ্‌বে ॥

১. নুক্তা = বিন্দু (dot).

ত্রিশ হরফে কোরান লিখা রে কে তাহা বুঝেছে।
ও তার হরফের মানে বুঝলে, পৃথিবীর ভেদ পাবে ।।

ঐ ত্রিশ হরফে অজুদ[১] খাড়া রে কে তাহা বুঝেছে।
ও তার এক হরফ না থাকিলে অজুদ খুঁতা হবে ।।

অধীন লালন কেঁদে বলে সিরাজ চাঁদের আশে।
আর দশ হরফ বিলায়েতে আছে, চল্লিশ হরফ তাতে হবে ।।

৪

ধন্য আশকী জনা এ দীন-দুনিয়ায়।
সে যে আশক ভরে গগনের চাঁদ,
পাতালে নামায় ।।

সুঁই ছিদ্রে চালায় হাতী
বিনে তেলে জ্বালায় বাতি,
কখনও হয় সে নেস্ত গতি
ঠাঁই অঠাঁই নেই ।।

কাম করে না, নাম জপে না
শুদ্ধ-দিল আশিক দেওয়ানা,
তাইতে হয় সাঁই রব্বানা,
মদত সদাই ।।

১. অজুদ=দেহ, অস্তিত্ব (> আরবী 'অজুদ')

আশিকের মাশুকই নামাজ
যাতে রাজী হন বেনিয়াজ,
লালন করে শৃগালের কাজ
দিয়ে সিংহের দায় ।।[১]

১. এই গানের ভণিতা অংশটি 'লালন-গীতিকা'র ২৭০ সংখ্যক গানের শেষে (পৃঃ ১৮৩) আলগাভাবে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। এবং অন্য একটি গানের শেষার্ধ এনে এ-গানে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। অংশটুকু এই—(চতুর্থ লাইনের পর)

"আশকে বলিস আল্লাহ্
আবার তাও হ'য়েছে ।।
মাশুকের যে হয় আশকী
খুলে যায় তার দিব্য আঁখি
নফ্‌স আল্লাহ্, নফ্‌স নবী
দেখবে অনায়াসে ।।
মুরশিদের হুকুম মানো
দায়েমী নামাজ জানো,
রসুলের যে ফরমান
লালন তাই রচে ।।

(লা-গী, পৃঃ ১৮১, ২৬৭ সংখ্যক গান)

বলা বাহুল্য, গানটি 'ভাব-সঙ্গীতে' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। (পৃঃ ১০০, ১৭ সংখ্যক গান)। আমাদের বই-এ ২১১ সংখ্যক গান হিসেবে প্রকাশ করা হ'য়েছে ॥

৫

আগে শরীয়ত জানো বুদ্ধি শাস্ত করে।
রোজা আর নমাজ শরীয়তের কাজ,
আসল শরীয়ত বল্‌ছ কারে॥

কলমা আর নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত[১]
এই পড়িয়ে আদায় কর শরীয়ত,
আমি ভাবে বুঝতে পাই,
এ সব আসল শরীয়ত নয়,
শরীয়তের পরম অর্থ থাকতে পারে॥[২]

বে-এলেম বে-মুরীদ জনা,
শরীয়তের আঁৎ চেনে না,[৩]
শুধু মুখে তোড় ধরে
চিন্‌তো যদি আঁৎ
অদেখা নিয়াৎ
বান্‌তে না কখনো, বরজোখ ছেড়ে॥

---

১. (ক) 'নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাই করিলে কয় শরীয়ত' (আদর্শ খাতা)
(খ) "নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় শরীয়ত" (লা-গী, পৃঃ ১৪৩)
২. (ক) "ভাবে বোঝা যায় কলমা শরিয়ত নয়,
শরীয়ত আর পরম থাকতে পারে।"
(খ) আরও কিছু অর্থ থাকতে পারে (ভা-স, পৃঃ ১৭৩)
৩. "বেইমান বেদীরে জনা, শরীয়তের আয়েৎ চেনে না (লা-গী)
'আক চেনে না' (ভা-স)

শরীয়তের গস্ত ভারি,[১]
যে যা করে সেই ফল তারি
হবে আখেরে
লালন বলে মোর, বুদ্ধিহীন অন্তর
আমি মারি মূলে. লাগে ডালের পরে[২] ॥

৬

তরীকতে দাখিল না হলে।
শরীয়ত হবে না সিদ্ধি, পড়বি গোলমালে ॥

শরার নামাজের বিচ
আরকান আহ্‌কাম তেরো চিজ,
তরীকতের আরকান আহ্‌কাম
কয় চিজ বলে ॥

সালেকী মজ্জুবী হয়,
হকীকতের পরিচয়,
মা'রেফতে সিদ্ধির মোকাম
দেখনা রে খুলে ॥

১. গাস্ত ভারি (লা-গী) ; 'গর্ম ভারি' (ভা স)।
২. গানটি আগাগোড়া 'ভাব-সঙ্গীত' (পৃঃ ১৭৩) অবলম্বনে সংশোধন করা হ'লো। সামান্য যা ব্যতিক্রম রইলো তা অন্যান্য গ্রন্থের ব্যতিক্রমের সঙ্গে উল্লেখ করা গেল।

আত্ম-তত্ত্ব জানে যে,
সব খবরের জবর সে
লালন বলে, ভেদ না জেনে
পড়বি গোলমালে ।।[১]

৭

যদি শরায় কার্য সিদ্ধি হয় ।
তবে মারেফতে কেন মরতে যায় ।।
শরীয়ত[২] আর মা'রেফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশান মাখন
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তা তো জানে সবায়

১. "লালন ফকীর ফেরে প'লো
নিগূঢ় পথ ভুলে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১৯২)

টীকা—

ইস্‌লামে সাধনার প্রধান চারটি স্তর—
শরীয়ত তরীকত মারেফত হকীকতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (ইস্‌লামী ফকীরী তত্ত্ব অধ্যায়)
সালিক—আঃ—পথিক (অধ্যাত্ম সাধনার পথিক)
মজ্জুব—সাধন পথে যে পথিক বাহ্যজ্ঞান হারা হ'য়ে নিরন্তর আল্লার ধ্যানে রত থাকে (মস্তানা)।

২. 'শরীয়ত' এখানে 'দুধের' এবং 'মা'রেফত'কে 'মাখনের' সংগে তুলনা করা হ'য়েছে। দুধের মাখন তুলে নিলে ঘোল ছাড়া আর কিছু থাকে না।

মারফতে মূল বস্তু বাণী
শরিয়ত তার সরপোষ জানি
ঘুচাইলে সরপোষ খানি
বস্তু নেয় কি সরপোষ ধরে রয় ।।

আক্কেলও আওউল দরিয়া
দেখ না মন তাতে ডুবিয়া
মুর্‌শিদ ভজন যে লাগিয়া
লালন বলে, ভুল সবায় ।।

৮

আশকে উন্মত্ত যারা।
তাদের মনের বিয়োগ জানে তারা ।।
কোথা বা শরার টাটি
আশকে বেভুলা সেটি
মাশুকের চরণ দু'টি
নয়নে আছে নিহারা ।।

মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে
থাকে সে পরম সুখে,
শত শত স্বর্গ দেখে
মাশুকের চরণে ধরা ।।

না মানে সে ধর্ম্মাধর্ম
না মানে সে কর্ম্মাকর্ম
যার হয়েছে বিকার সাম্য
লালন কয় তার করণ সারা ।।

৯

তরীকতে দাখিল হলে সকল জানা যায়।
কেন রে মন কোলের ঘোরে ঘুরছে ডাইনে-বাঁয় ।।

আওলে বিছমিল্লা বথ্য[১]
মূল বটে তার তিনটি অর্থ;
আগমে বলছে সত্য,
ডুবে জান্‌তে হয় ।।

আল্লা নবী খোদ বাখোদা,
এই তিন কভু নয়কো জুদা;
আদমকে করিলে সিজ্‌দা
আলেকজনা[২] পায় ।।

যথায় আলেক মোকাম বাড়ী,
সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি
লালন বলে, মন-বেড়ি
লাগাও তার পায় ।।

১০

না পড়িলে দারেমী নামাজ সে কি রাজী হয়।
কোথায় খোদা, কোথায় সিজ্‌দা করি সদায় ।।

১. ব্যক্ত (লা-গী, পৃঃ ১৯২) ২. 'সালেক জনে (লা-গী)

বলছে তার কালাম কিছু,
'আন্‌তাবুদু কানাক্‌তারাহু'[১]
বুঝিতে হয় বোঝ কেহ—
দিন বয়ে যায় ।।

এক আয়েত কয় তাফাক্‌কারুন,[২]
বোঝ তার মতন কেমন,[৩]
কলুর বলদের মতন,
ঘোরার কার্য নয় ।।

আঁধার ঘরে সর্প ধরা,
আছে সাপ, নাই সাপ্তাই করা,
লালন তেমনি বুদ্ধিহারা
পাগলের ন্যায় ।।

---

১. (ক) 'মান্তা আহুদ ফান্তারাহু'—কবি জসীম উদ্‌দীনের সংগৃহীত পাঠ (বঙ্গবাণী, শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল); (খ) 'আন্‌তাবোদো কানাক তারাহু' (ভাব-সঙ্গীত, পৃঃ ১৫২); (গ) 'মান তা'বুদু ফান্তারাহু' (আদর্শ খাতা)

মনে হয়, ভাব-সঙ্গীতের পাঠই শুদ্ধ। কেননা, এই পাঠের সংগে একটি সহী হাদিস জড়িত আছে; যথা,—'তা বুদিল্লাহা কা আন্নাকা তারাহু' ইত্যাদি। 'কানাক্‌তারাহু' এই 'কা আন্নাকা তারাহু'র সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত (ভূমিকায় পাঠ-বিচার) আলোচনা অন্যত্র করেছি।

২. 'একি আয়েৎ ওফাৎ কারণ' (লা-গী, পৃঃ ১৮০)
ভাব-সঙ্গীতে 'তাফাক্‌কারুন' ই আছে।

৩. 'বোঝো তার মানে কেমন' (ভা-স); "বোঝো তার 'মাতেন' কেমন" (জসীন উদ্‌দীন) মনে হয়, শব্দ 'মতন' (মানে, যথার্থ পাঠ) হবে।

১১

পড়গা নমাজ ভেদ বুঝে।
বরজোখ নিরিখ না হলে ঠিক
নমাজ তার হয় মিছে ।।[১]

আপনি কেন আপন পানে
তাকাও নমাজে বসে।
আত্তাহিয়াত, রুকু, সালাম
তাহার প্রমাণ আছে ।।[২]

সুন্নত, নফল, ফরজ।[৩]
সকল রিকাত গোনা নমাজ।
থাক্‌লে এসব হিসাব কেতাব,
বরজোখ ঠিক রয়কিসে ।।

শুনে তার ভজনের হুকুম
ছাদের করিয়াছে।
লালন বলে, আঁধলা ইমাম
ইক্-তাদা নাই তার পিছে ।।[৪]

---

১ "নামাজ আরো মিছে" ;
২. "আত্তাহিয়াত রুকু সালাম
তাহার প্রমাণ আছে ।।"
৩. "সুন্নত করন নফল সকল
রেকাত গোনা নামাজে ;"
৪. লালন বলে, আন্দলা এমাম
ইস্তিন্দা নাই তার পিছে ।।
(লা-গী, পৃঃ ১৪৪)

বলা বাহুল্য, 'লালন-গীতিকা'র এই পাঠ-বিকৃতির মূলে পুথির গলত যাই থাক, শব্দগুলির উদ্দিষ্ট অর্থ ধরতে না পারায় এই বিপদ ঘটেছে মনে হয়।

১২

পড়গা নমাজ জেনে-শুনে।
নিয়েত বাঁধগা মানুষ-মক্কা পানে ॥

মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধি কর বর্তমানে।
দেখ খেলছে খেলা বিনোদ-কলা ;
এই মানুষের তন্-ভুবনে ॥

শতদল পদ্মেতে[১] কালার,
আসন স্বর্ণ[২] সিংহাসনে।
চোদ্দ ভুবন ফিরায় নিশান
ঝলক দিচেছ নয়ন-কোণে ॥

মুরশিদের মেহেরে মোহর
যার খুলেছে সেই তা জানে,
বলছে লালন. ঘর ছেড়ে ধন
খুঁজিস কেন বনে বনে ॥

---

১. "শতদল কমলে কালার আসন" ; ২. "শূন্য সিংহাসনে।"
(লা-গী, পৃঃ ১৯৯)

'নামাজ' ও 'নমায্' দুই বানানই চলছে। ধ্বনিতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে 'নমায্' বানান পণ্ডিত সমাজ স্থির ক'রেছেন। বর্তমান গ্রন্থে উভয় বানানই রয়ে গেছে। অবশ্যি লালন ঠিক কোন্ বানান অবলম্বন ক'রেছেন বোঝবার উপায় নেই।

১০

পড় রে দায়েমী নমাজ, এ-দিন হলো আখেরী।
মাশুক রূপ হৃদ-কমলে,[১]
দেখ আশিকের বাতি জ্বেলে,
কি বা সকাল, কি বৈকালে,
দায়েমীর নাই অবধারী ॥

সালেকের বাহ্যপানা ;
মজ্জুবী আশেক দেওয়ানা,
আশিকের দিল করে ফানা,
মাশুক বই অন্যে জানে না,
আশা ঝুলি লয়ে[২] সে না ;
মাশুকের চরণ ভিখারী ॥

কিফায়া আইনী জানি,[৩]
এই ফরজ জাত-নিশানি
দায়েমী ফরজ আদায়।
যে করে তার জাতের ভয়,
জাত-এলাহি ভাবে সদাই
মিশাইয়া জাতে নূরী ॥

১. হৃদয়ে রেখে ; ২. পেয়ে ; ৩. জিনি (লা-গী); জিন্নি (ভা-স), (আ-খা), (লা-গী)

'লালন-গীতিকা'য় এই গানের শেষাংশ বলে অতিরিক্ত আট লাইন উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু আসলে তা অন্য গানের অংশ। যথাস্থানে তার উল্লেখ করা হ'য়েছে।

আইনের অদেখা তরীক
দায়েমীর বরজোখ নিরীখ
সিরাজ সাঁই দরবীশের চরণ
ভেবে কয় ফকীর লালন,
দায়েমী নমাজী যে-জন
শমন তাহার আজ্ঞাকারী ॥

১৪

খোড়ো অজাজীল রেখেছে সিজ্‌দা বাকী কোন্‌খানে।
কর রে মন কর সিজ্‌দা সেই জায়গা চিনে ॥

জগত জুড়ে দিল সিজ্‌দা ;
তবু ঘটলো দুর-অবস্থা ;
ইমান না হইলো পোস্তা ;
থোড়াহ জমীনে ॥

এমনি মাহাত্ম্য সে জায়গায়,
সিজ্‌দা দিলে মক্‌বুল হয়।
আজাজীলের বিশ্বাস নয়—
লায়ত সেই জন্যে ॥

আজাজীলের সিজ্‌দার উপর,
সিজ্‌দা দিলে কি ফল তার।
লালন বলে, সেহি বিচার
ত্বরায় লও জেনে ॥

১৫

ইবলিছের সিজ্‌দার ঠাঁই ছেড়ে চাই সিজ্‌দা করা।
হুজুরি নামাজের আইন এমনি ধারা ।।

সিজ্‌দা করেছে সে ত
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জোড়া,
কোন জায়গা সে বাদ রেখেছে,
দেখ না তোরা ॥

জায়গার মাহিত্ত্য[১] বুঝে
সিজ্‌দা দিতে পারে যারা;
আগমে কয়, তাহাদের হয়
নামাজ সারা ।।

কি সে হয় আসল নামাজ,
কর সে কাজ ভাই সকলরা,
লালন বলে, আখের যা'তে
না যায় মারা ।।

১৬

ভবে নমাজী হও যে জনা।
নুক্তা চিনে কর ঠিকানা ।।

কর নুক্তার আলাপন
দিয়া প্রেমের দুই নয়ন।
ঘড়ি ঘড়ি হ'চ্ছে নামাজ

১. 'মাহাত্ম্য' গ্রাম্য উচ্চারণে 'মাহিত্ত্য' হ'য়ে থাকে।

ঠিক আছে যার মন।
ও রে নিরিখ ঠিক হলে পরে
ওয়াক্ত নকল লাগবে না ॥

নুক্তার জন্ম হয় কিসে
একটা মানুষের কাছে
জের জবর পেশ।
তশ্‌দিদ দিয়া কোরান লেখেছে।
নবীজী করেছে মানে,
মোল্লারা পেলো না ॥

আল্লা বলে হাম নবী,
তোমারি এই কাম
দশটি হরফ হাতে রেখে।
ভেজেছে কোরান
দশ হরফের না মানে করলে
লালন বলে ফকির না ॥

১৭

ঠিক মুছুল্লি কে সংসারে
গর মুছুল্লি বল কারে ॥

শুনব সাঁইয়ের নিগূঢ় কথা
আশা-তছবির জন্ম কোথা
কোথায় পেলি গলারি খিল্‌কা।
তাজ মাথায় পরায় কে রে ॥

একটি মরার পাঁচটি কান্না
কোন কান্নাতে বলছে আল্লা
কোন কান্নাতে আল্লার নাম
জপলো সদাই রে ॥

তহবন পরে হয়েছে খাঁটা
উপরে কোপনি নীচেয় নেংটা
লালন বলে, সে সব কষ্টা
খাটবে না আর সভার পরে ॥[১]

১৮

মি'রাজের কথা শুধাব কারে।
আদম 'তন' আর নিরাকারে
মিলল কেমন করে ॥[২]

নবী কি ছাড়িল আদম তন,
কিবা আদম রূপ হইল নিরঞ্জন,
কে বলিবে সে অন্বেষণ
এই অধীনেরে ॥

১. এ হিঁয়ালীর অর্থ বুঝতে পারা গেল না।
২. "আদম তন আর নিরূপ খোদা
নিরাকারে মিললো কি করে ॥"
(লা-গী, পৃঃ ১৬৩)

নয়নে নয়নে বুকে বুক
উভয় মেলে হইয়া কৌতুক
তবে যে দেখলে না সাঁইর রূপ
নবী নযরে ॥

তুস্ত তুস্ত করিল কাহার
সেই কথাটি শুনতে চমৎকার ;
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
বোঝ জ্ঞান-দ্বারে ॥

১৯

নিগূঢ়-প্রেম কথাটি
আমি শুধাই কার কাছে ।
কোন প্রেমেতে আল্লা-নবী
মিশলেন মে'য়ারাজে ॥

কোন প্রেমের প্রেমিক ফাতেমা,
সাঁইকে করলেন পতি-ভজনা
কোন প্রেমেরি দায় ফাতেমারে সাঁই,
মা বোল বলেছে ॥

মি'য়ারাজ ভাবেরি ভুবন
গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয় দু'জন
কে পুরুষ আকার কে প্রকৃতি তার
প্রমাণ কি লিখেছে ॥

কোন প্রেমেতে গুরু হন ভব তরী
কোত প্রেমেতে শিষ্য কাণ্ডারী,
না জেনে লালন, প্রেমের অন্বেষণ
প্রেম কর মিছে ॥[১]

২০

পুলছিরাতের কথা কিছু ভাবিও মনে
পার হতে অবশ্য একদিন হবে সেইখানে

সে পথে ত্রি-ভঙ্গ বাঁকা
তাতে হীরের ধার চোখা
ঈমান আমান হলে পাকা
তরবে সেই দিনে ॥

বলবো কি সেই পারের দু'ষ্কার
চক্ষু হবে ঘোর অন্ধকার
কেউ দেখ্‌বে না কার আকার
কে যাবে কেমনে ॥

ফাতেমা নবীর করণ
তার দাওন ভরসা তখন
এখন মেয়ে দোষো লালন
দেখ্‌লে সামনে ॥

১. "না জেনে লালন্ প্রেমের উদ্দীপন,
পীরিত করে মিছে ॥"
(লা-গী, ১৬৩

২১

না জানি কেমন রূপ সে।
রূপের সৌরভে যার ত্রিভুবন মোহিত করেছে ॥

দেখিতে রূপ হয় বাসনা,
কিসে হয় তার উপাসনা
কোথায় বাড়ী কোথায় ঠিকানা
আমি খুঁজে পাই নে কোন দিশে ॥

আকার কি সাকার ভাবিব
নিরাকার কি জ্যোতি রূপ,
এ কথা কারে শুধাব
দুনিয়া সৃষ্টি করলেন কোথায় বসে ॥

রূপের দেশে গোল যদি রয়
কি বলিতে কি বলা যায়
গোলে হরি বললে কি হয়
লালন ভেবে না পায় দিশে ॥[১]

১. এটি 'ভাব-সঙ্গীত' অবলম্বনে সংশোধন করা হ'ল (পৃঃ ১১০)। মূলে— 'কে দেবে তার উপাসনা' এবং 'উপদেশে গোল যদি রয়' ছিল। সংশোধন ক'রে 'কিসে হয় তার উপাসনা' ও 'রূপের দেশে গোল যদি রয়' করা গেল।

'লালন-গীতিকা'য় উপরি-উক্ত অংশে—'পাই নে তার উপাসনা' ও 'উপদেশে গোল যদি রয়' আছে (পৃঃ ৯২)। বলা বাহুল্য, তাতে অর্থ স্পষ্ট হয় না।

২২

খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কি বোঝে।
আদমের কালেবে খোদা খোদে বিরাজে ॥

আদম শরীর আমার
ভাষায় বলেছেন অধর
সাঁই নিজে।
নইলে কি আদমকে সিজ্‌দা
ফেরেস্তায় সাজে ॥

শুনি আজাজিল খাস তন
খাকে আদম তন গঠন গঠেছে।
সেই আজাজিল শয়তান হল
আদম না ভজে ॥

আব খাক আতশ বাদে ঘর
গঠলেন জান মালেক মোক্তার
সাঁই নিজে।
লালন বলে এ ভেদ জানলে
সব জানে সে যে ॥[১]

১. "আব খাক আতস বাদে ঘর গঠন
জান মালেক কোন্ চিজে।
লালন বলে, এ ভেদ জানলে
সব জানে সে যে ॥"
(লা-গী, গান ২৮৭, পৃঃ ১৯৫)

২৩

আপন সুরাতে আদম গঠলেন দয়াময়।
নইলে কি ফেরেস্তারে সিজ্‌দা দিতে কয়।।

দুষে সে আদম সফী
আজাজীল হল পাপী
মন তোমার লাফালাফি
তেমনি দেখা যায়।।

আদমে আল্লা না হলে
পাপ হতো সিজ্‌দা দিলে
শেরেক গোনা[১] যারে বলে
এ দীন দুনিয়ায়।।[২]

আদমী সে চেনে আদম
পশু কি তার পায় মরম
লালন কয়, আত্ম ধরম[৩]
আদম চিনলে হয়।।[৪]

১. পাপ
২. আল্লা আদম না হ'লে
পাপ হ'তো সেজদা দিলে
সেরেফ পাপ যারে বলে
এ দীন দুনিয়ায়।।
৩. ধরণ (লা-গী, পৃঃ ১৯৩, গান—২৮৫)
৪. "আদমী সে আদম চিনে,
ঠিক নামায দেল কোরাণে
লালন কয় সিরাজ সাঁইয়ের গুণে
আদম চিনলে হয়।।"
(ভা-স, গান ১৬৩, পৃঃ ১৫৫)

২৪

তিল পরিমাণ জায়গাতে কি কুদরতিময় ।
জগত জোড়া একজন নাড়া,
সেইখানেতে বারাম দেয় ।।

আমি বোল্‌ব কি সেই নাড়ার গুণ-বিচার
চার যুগে তার রূপ নব কৈশোর[1] ;
অমাবস্যা নাই সে দেশে
দীপ্তাকারে সদাই রয় ।।

ভাবের নাড়া ভাব দিয়ে বেড়ায়,
যে যা ভাবে তাই হয়ে দাঁড়ায় ।
রসিক যারা বসে তারা,
পেঁড়োর খবর পিঁড়েয় পায় ।।

শতদল কি সহস্রদলের দল,
নাড়া বেটা[2] বসে নাড়ায় কল ।
লালন বলে, জানি কবে
কল ফেলিয়ে নাড়া যায় ।।

১. 'নর কেশব' (লা-গী, পৃঃ ৯১)
২. নাড়া ঠাকুর—
"নাড়া ঠাকুর নাড়ছে সদাই ফল,
লালন বলে, জানি কবে
ফল ফেলিয়ে নাড়া যায় ।"
(লা-গী, পৃঃ ৯১)

ছেঁউড়ের লালন-ভক্ত জনাব মুস্‌লিম উদ্দীন-কথিত গানটির ভণিতায় কিছু নতুনত্ব আছে ; যথা—
"শতদল কি সহস্রদলে দল
ওই নাড়া বেটা ব'সে ঘুরায় কল,
লালন বলে, তিনটি তারে
অনন্ত রূপ কল খাটায় ।।"

২৫

আছে আল্লা আলে রসুল কলে
তলের 'উল' হলো না।
অজান এক মানুষের করণ
তলে আনাগোনা ।।

আল্লা হ্লাদিনী[১] রূপে
নৃত্য করেন কৌতুকে রে
দুই রূপ মাঝার রূপ মনোহর
সে রূপ কেও বলে না ।।

নারী-পুরুষ ন-পুংসক নয়
তাহার তুলনা তাহারি হয় রে
সে রূপ অন্বেষণ জানে যেই জন
শক্তি উপাসনা ।।

শক্তিহারা ভাবুক যে
কপট ভাবের উদাসিনী সে রে
লালন বলে, তার জ্ঞান চক্ষু আঁধার
রাগের পথ চেনে না ।।[২]

১. আহ্লাদিনী (আদর্শ খাতা)
২. পাঠান্তর—
"আছে আল্লা আছে রছুল আমার এত জ্ঞান হল না।
অজানা এক মানুষের করণ তলে করছে আনাগোনা ।।
আল্লা আল্লা যিনি দুই রূপ মিলে
নিত্য করেন কৌতুকে বে
দুই রূপ মজার রূপ মনোহর সে রূপ
কেউ বলে না ।।
নারী-পুরুষ ন-পুংসক রে
তাহার তুলনা তাইরি হয় রে" ইত্যাদি
(লা-গী, পৃঃ ১৬৪)

২৬

মনে না দেখলে নেহাজ ক'রে মুখে পড়লে কি হয়।
মনের ঘোরে কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় ॥

আহ্‌মদ নামে দেখি
মিম হরফটি নফী যে কয়।
মিম গেলে সে কি হয়
দেখ পড়ুয়া সবায়

আহাদ আর আহ্‌মদে
এক লায়েক সে মর্ম কে পায়।
(ও সে) আকার ছেড়ে নিরাকারে
সিজ্‌দা কি দেয় ॥[১]

জানাইতে ভজন কথা
তাইতে খোদা ওলী রূপ হয়
লালন গেল ঘোলায় পড়ে
দাহ্‌রিয়ার[২] ন্যায় ॥

১. পাঠান্তর—"আহাদ আহামদে একলা এক সে, মর্ম যে পায়।
ও সে আকার ছেড়ে নিরাকারে সেজদা দেয়।"
(লা-গী, পৃঃ ১৪৫)

২. দাহিরের ন্যায় (আদর্শ খাতা)

টীকা—'জানাইতে ভজন কথা...'
'ওয়ালিউম মুর্‌শিদা'র ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (শব্দসূচী)।

২৭

এই মানুষে সেই মানুষ আছে ।
কত মুনি-ঋষি চার যুগ ধরে
তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে ।।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
(ও সে) আলেক মানুষ তেমনি সদায়,[১]
আছে আলেকে বসে ।।

অচিন দলে[২] বসতি ঘর,
দ্বিদল পদ্মে বারাম যে তার ।
দল নিরূপণ হবে যাহার,
সে রূপ দেখবে অনায়াসে ।।

আমার হল কি ভ্রান্তি মন
আমি বাহিরে খুঁজি ঘরেরই ধন ।
সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি **লালন**,
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ।।

২৮

ডুবে দেখ দেখি মন কি রূপ লীলাময় ।
যারে আকাশ-পাতাল খুঁজি এ দেহে সে রয় ।।

---

১. তেমনি সে থাকে সদায় (লা-গী, পৃঃ ৩)

২. 'দেশে' (লা-গী) ; 'দলে' (ম-লা-ফ, পৃঃ ২১)

শুনতে পাই চার কারের আগে
সাঁই আশ্রয় করে ছিল রাগে
এ বেশে অটল রূপ ঢাকে
মানুষ রূপ লীলা জগতে দেখায় ।।

লামে আলিফ লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা নইলে কি সব নূরী তন
আদম তনে সিজ্‌দা সালাম সে করায় ।।[১]

আহাদে আহ্‌মদ হলো
আদমে এসে জন্ম নিল
লালন মহা ঘোরে প'ল
সিরাজ সাঁই কয় লীলের অন্ত নাহি পায় ।।

১· পাঠান্তর—(ক) "না নইলে কি সব নূরী তন
আদমকে সেজদা জানায় ।।'
(ভা-স, পৃঃ ১৪৭)

(খ) নামে আলেক লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা নইলে কি সব নুরীস্তোন
আদম তোলে ছেজদা সালাম করায় ।"
(লা-গী,, পৃঃ ৩৭৪)

শেষোক্ত পাঠটি অশুদ্ধ। আরবী 'লামে আলিফ' ভুলক্রমে 'নামে আলেক' হ'য়েছে মনে হয়।

২৯

কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়।
এবার নিজ আত্মা যে রূপ আছে
দেখ সেই রূপ দীন দয়াময় ।।

কারে বলি জীবের আত্মা ;
কারে বলি স্বয়ং কর্তা,
আছ দেখি ছাটা চোখে
ভিক্কি লেগে মানুষ হারায় ।।

বলব কি তার আজব খেলা,
আপনি গুরু, আপনি চেলা ;
পড়ে ভূত ভুবনের পণ্ডিত যে জন
আত্ম-তত্ত্বের প্রবক্তা নয় ।।[১]

পরম আত্মা রূপ ধরে,
জীব-আত্মাকে হরণ করে,
লোকে বলে যায় রে নিদ্রা[২]
সে না অভেদ ব্রহ্মা ভেবে লালন কয় ।।

১. 'আপ্ত তত্ত্ব বক্তে লয়' (আদর্শ খাতা)
২. 'নিদ্রা' শব্দটির তাৎপর্য কিছু বোঝা যায় না। মনে হয়, এখানে অন্য কোনো শব্দ ছিলো। লোকমুখে বিকৃত হ'য়েছে।

৩০

মধুর দিল দরিয়ায় ডুবিয়া কর রে ফকীরী।
ছাড়ো ফকীরী হল এ দিন আখেরী ॥

খোদার তত্ত্ব বান্দার দিল যথা
বলছে রে কোরাণে আপে খোদ্ খোদা
আজাজীলের হইল খাতা
না বুঝে তার ভেদ গভীরে ॥

শুনেছি দেহের চৌদ্দ ঘর
আঠার চারিতে করিয়া বিচার
'লা মোকাম' আছে তাহার উপর
মওলার নিজ আসন সেহি পুরি ॥

দিল দরিয়ায় ডোবে যে জন
আল্ খানার ভেদ পায় রে সে জন
আলে আজব কল, দ্বি-দলে বারাম
লালন হাত বাড়ায় বাহিরে ॥

৩১

মধুর দিল-দরিয়ায় যে-জন ডুবেছে।
সে যে[১] সব খবরের জবর হয়েছে ॥

অগ্নি যেমন[২] ভস্মে ঢাকা
অমৃত গরলে মাখা,
সেইরূপে আছে রসিক-সুজন
ডুবাইয়া মন,
তার অন্বেষণ পেয়েছে

১. 'সে না' (লা-গী ও বা-বা-বা-গা) ; ২. 'যৈছে' (লা-গী ও বা-বা-বা-গা)

যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়,
জোঁকে মুখ লাগালে সেথা রক্ত পায়।
(ও সে) অধমে উত্তম,
উত্তমে অধম
যে যেমন সে দেখ্‌তেছে ।।

দুগ্ধ জলে মিশালে যেমন,
হংসরাজে করে ভক্ষণ
সেই দুগ্ধ বেছে ।।[৩]
সিরাজ সাঁই ফকীরে বলে, সব ফিকীর
লালন ঘুরে বেড়ায়,
না বুঝে ।।[৪]

---

৩. সেই দুগ্ধেরে (আদর্শ খাতা) ; ৪ 'সব ফিকির না বুঝে' ।। (লা-গী, পৃঃ ৮১)

বাংলার বাউল গানে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ দেওয়া হ'য়েছে—দুই লাইনের পর থেকে—

''পর্বতের চূড়ায় গঙ্গা, মাকড়সার আসে হস্তী বাঁধা,
জলের ভিতরে ডাঙা, লোহার তারে চেঁউটি ছেঁদা
ডুবে দেখনা, একবার ডুবে দেখনা ; কখন যায় ছিঁড়ে।
ডুবলে ডাঙা পাই, এ কি অসম্ভব
উঠলে ভেসে যাই, কাজ কর্ম সব
বিষম তরঙ্গ সদাই বহিছেরে ; যে জন ডুবেছে সে জেনেছে ॥

এর পর বাকী অংশ ঠিকই আছে। বসন্ত কুমার পাল মশায় ও অনুরূপ পাঠ তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ ক'রেছেন। (ম-লা-ফ, পৃঃ ৫৭)

৩২

এই সুখে কি দিন যাবে।
এক দিন হুজুরে হিসাব দিতে যে হ'বে ।।

হুজুরে মন তোর আছে কবুলতি,
তা কি মনে পড়ে না সিতি—
বাকির দায় কখন আনিয়ে শমন
পলকে তরংগ তুফান ঘটাবে ।।

আইন মাফিক নিরিখ দিতে ওরে মন,
কেনো এতো আঁড়ি গুড়ি তোর এখন,
পত্তন যে সময় হইলে জমায়
নিরিখ ভারি-পাতোল তাকি দেখ নাই ভেবে ।।

ছাড় ছাড় ও মন ছাড় রে বিকার,
সরল হয়ে যোগাও রাজ-কর,
এবার প'লে বাকি
উপায় কই আর দেখি
লালন বলে, দায়মাল হবি মন তবে ।।

৩৩

মন আইন মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি।
কাল সমন এলে হবে কি ।।

ভাবিতে দিন আখের হলো,
ষোল আনা বাকি প'লো,
কি আলিসে ঘিরে নিলো,
দেখ্‌লি নে খুলে আঁখি ।।

নিষ্কামী নির্বিকার[১] হলে,
জ্যান্তে মরে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় ওয়াশীল পাবে—
নইলে[২] উপায় কই দেখি ।।

শুদ্ধ মনে সকলি হয়,
তাও ত এবার জোটে না তোমায়,
লালন বলে, করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণ-পাখী ।।

৩৪

দেখ দেখ নূর পিয়ালা আগে কবুল কর।
আপন জান, পরিচয় করে, দেখ না খোদা কারে কয়।

নূর মানে নিজ নবী আত্মা,
আপন কালেবে আছে তা
হায়াতে সে আছে নবী,
এই চার যুগের পর ।।

চিন্‌তে যদি পার সেই নবী,
এলেম হাছেল সেই হবি
তোমার ঐ দীনের খুবি,
প্রকাশ হবে দীপ্ত কার ।।

১. নির্বিচার; ২. জেনে (লা-গী. পৃঃ ২৬৩)

ডুব না জেনে ডুবতে চাও রে মন
সমুদ্রে ভেসে বেড়াও কলার গাছ যেমন
ফকীর সিরাজ সাঁই কয় ওরে লালন
গুরুর চরণ কর সার ।।

৩৫

ফেরেব ছেড়ে কর ফকীরী ।
দিন তোর হেলায় হেলায় হল আখেরী ।।

ফেরেবী ফকীরী দাড়া,
দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া,
গলে বেঁধে হুড়া মুড়া[১]
শুধু শিরণী খাওয়ার ফিকীরী ।।

আসল ফকীরী মতে
বাহ্য আলাপ নাই গো তাতে,
চলে শুদ্ধ সহজ পথে,
অবোধ গো-বধের চটক ভারী ।।

নাম গোয়ালা গাভী (?)[২] ভক্ষণ
তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ,
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
সাধুর কাজে কর জুয়াচুরি ।।

১ হুড়া মড়া (লা-গী, পৃঃ ৩০৬) ; ২. কাঁজি (আদর্শ খাতা)

৩৬

কোন কোন হরফে ফকীরী।
কিসে আমার হয় হরফ
জানতে হয় তার ফিকীরী ॥

কয়টি হরফ লেখে 'বরজোখ্'
কি কি নাম বলি তারি;
না জেনে তার নিরিখ নেহার,
পড়ে শুনে কি করি ॥

এক হরফে নিজ নাম আছে,
শুনি তাই বরাবরি।
কোন হরফ সে করনা,
দিন হল মন আখেরী

ত্রিশ হরফের কয় হরফে
কালুল্লা গণ্য করি,
লালন কয় আর কয় হরফ তার
কালুন্নবি[১] করে জারী

৩৭

মওলার দিদার কি মিলে।
প্রেমভক্তি না হলে ॥

১. 'কালে নবী করে বারি' (আদর্শ খাতা); কালুল্লা=কুরআন শরীফ (আল্লার বাণী); কালুন্নবী=হাদিস শরীফ বা সুন্নাহ্ (রসুলের বাণী)।

ইব্‌রাহিম খলীলুল্লাহ ছিলো
তিনার মহাভক্তি বলো।
ইসমাইলকে কোরবানী দিল
মওলার মন পাবার আশে ॥

ইসমাইল মেহমানী[১] হলো
মওলা তথায় গিয়াছিল।
পীর পয়গম্বর নাহি হলো
গেল ফকীরের ছলে ॥

মওলার নামে ছাড়ে জিকীর।
মওলা তারে বলে ফকীর
ও তার হৃদয় মাঝে সদাই হাযির
লালন ফকীর তাই বলে ॥

৩৮

দেখবি যদি রূপ চেহারা।
তবে মন-মানুষ পড়িবে ধরা ॥

তোমার মরার আগে মরতে হবে
তবে মন-মানুষের সন্ধান পাবে।
যোগে জাগে অনুরাগে
আয়নাতে মিশাওগা পারা ॥

১. 'কুরবাণী' না 'মেজবাণী'

তারেতে তার মিশাইলে
দেখবি সাধের মানুষ-লীলে।[১]
একজন ছেলে বসে আছে
শূন্যের উপর আসন করা।।

লালন বলে দেখবি ভাল
চার রংয়ের করেছে আলো।
আর এক রং গোপনে রইল
ও তার চতুর্দিকে লাল জহরা।।

৩৯

প্রেমের রাজ্যে কত সুখ যে তাহা বলা যায় না।
যে এসেছে সেই মজেছে, অন্য রাজ্যে যেতে চায় না।।

অন্য রাজ্য বিনের তরে,
কেঁদে মরে হায় হায় করে,
আমার দেনা কেউ চাহে না,
নিজে গো শোধেন দেনা।।

মহামারী এলে দেশে,
লোকে মরে মহাত্রাসে।
আমি কিন্তু হেসে হেসে,
করি কেবল নাম সাধনা।।

---

১. নিলে

কি খাবো কি পরবো বলে,
মহা ব্যস্ত আর সকলে,
আমি এই প্রেম-রাজ্যে এসে,
তেমন ভাবনা আর ভাবি না ॥

সমন বাড়ীর খেয়া নায়ে,
চড়তে লোকে মরে ভয়ে,
সিরাজ কিন্তু স্বয়ং এসে,
লালনের করে ঠিকানা ॥

৪০

খোদার বান্দা নবীর উম্মত হয় যাতে
নবীর তরীক নেয় উম্মত, জাহেরায়-পুশিদাতে ॥

ফর্মা বরদার বান্দা জাহেরায়,
খোদার হুকুম ফরজ আদায়,
দেখ পঞ্চ বেনাতে,
ঐ যে তলবের দুনিয়া
তলবিয়াগ রয়, দুই তলব তাইতে ॥

বান্দার মর্ম পুশিদাতে রয়
'বান্দার দিল খোদার আরশ হয়'
দেখ 'কালামুল্লাহ্'তে।
ঐ যে আরশ ছেড়ে খোদা তিলার্ধ নয়
'তালেল মওলা' কয় তাইতে ॥

আকার বান্দা সাকার রূপ খোদা
আকারেতে সাকার মিশে রয়
সাকার গেলে আকার নয়
অনন্ত রূপ আকার,
এক রূপ সাকার
সে রয় সর্ব ঘটেতে ।।

বান্দা রূপ খোদা হয়
আল্লা-আদম বান্দাতে রয়,
দেখ পাঞ্জাতন সাথে
সে ভেদ জানে বান্দা,
বান্দা দেয় সিজ্‌দা
লালন খোদার রূপেতে

৪১

মওলা বলে ডাক রসনা।
গেল দিন ছাড় বিষয়-বাসনা ।।

যেদিন সাঁই হিসাব নেবে,
আগুন-পানির তুফান হবে,
এ-বিষয় তোর কোথায় রবে
এক বার ভেবে দেখ না ।।

সোনার কুঠরী কোঠা রে মন,
সোনার খাট-পালং যেমন
শেষে হবে সব অকারণ
সার এই মাটির বিছানা ।।

ইমান ধন আখেরের পুঁজি,
সে ঘরে দিলে না কুঁজি,
লালন বলে, হারলে বাজি
শেষে কাঁদলে সারবে না। ।।

৪২

যে পথে সাঁই চলে ফেরে
তার খবর কে করে।

সে পথে আছে সদায়,
বিষম কাল নাগিনীর ভয়,
যদি কেউ আন্দাজে যায়
ওমনি উঠে ছোঁ মারে ;
পলক ভরে বিষ ধেয়ে তার
উঠে ব্রহ্ম রন্ধ্রে রে ।।

যে জানে উল্টো মন্তর,
খাটিয়ে সেহি তন্তর
গুরু রূপ করে নযর
বিষ ধরে সাধন করে।
তার করণ রীতি সাঁই দরদী
দরশন দিবেন তারে

সেহি যে অধর ধরা
যদি কেউ চাহে তারা
চৈতন্য গুণীন যারা
গুণ শেখে তাদের দ্বারে।

সামান্যে কি পারবি যেতে
সেই কোহ্‌কাফের[১] ভিতরে ॥

ভয় পেয়ে জন্মাবধি
সে পথে না যাই যদি,
হবে না সাধন সিদ্ধি তাই শুনে
নয়ন ঝরে।
লালন বলে, যা করেন সাঁই
থাকতে হয় সেই পথ ধরে ॥

৪৩

করিয়া বিবির নিহার,
রসুল আমার
কই ভুলেছে রব্বানা।
জাত ছিফাতে মিশে আছে
দোস্তি করেছে
কেউ কারো ভুলতে পারে না ॥

খুদি মর্ম কথা, পাবি কোথা
চৌদ্দ নিকা কই করেছে
চৌদ্দ ভুবনের পতি
চৌদ্দ নিকা তার নমুনা ॥

১. কুপরাগের ভিতরে

ছিফাতে এসে নবী
সুসন্তানের মা হয়েছে।
আলেফ লাফ মিম
দেখনা ও দীন কানা
তবে নবী ছৈয়েদেনা ।।

আদার ব্যাপারী হয়ে
জাহাজ লয়ে
সমুদ্রের খবর নেওয়া
পেয়ে তার আদি অন্ত
হয়ে শান্ত
বসে আছে কত জনা ।।

লালন কয় বুঝবার ভুল
করে কবুল
দেখ না নবী ছফিউল্লা
আগমে নিগমে যিনি
গুণমনি
তার সঙ্গে কর তুলনা ।।

৪৪

অজান খবর না জানিলে কিসের ফকীরী।
যে নূরে নূর নবী আমার তাহে আরশ বারি ।।

বলব কি সেই নূরের ধারা
নূরেতে নূর আছে ঘেরা
ধরতে গেলে না যায় ধরা
জৈছেরে বিজুরী ।।

মূলাধারের মূল সেহি নূর
নূরের ভেদ অকুল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অংকুর
ঝলক দিচ্ছে তারি ॥

সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
আপন দেহের করগা বলন[১]
নূরে নূর করে মিলন
থেকো রে নেহারি ॥

৪৫

লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে সদায়।
দেখ না রে দেখতে যার বাসনা হৃদয় ॥
বাতির গিরে ফস্কা মারা
শুধুই কথার ব্যবসা করা
তারা কি হয় সে রূপ নেহারা
মিছে গোল বাধায় ॥

যে দিন বাতি নিবে যাবে
ভাবের শহর আন্ধার হবে
সুখ পাখী সে পালাইবে
ছেড়ে সুখোদয় ॥

সিরাজ সাঁই বলে রে লালন
স্বরূপ রূপে দিলে নয়ন
হবে রূপের রূপ দরশন
পড়িস্ নে ধান্দায় ॥

১. 'করগে আপন দেহের বলন' (লা-গী, পৃঃ ১৬২)

৪৬

আজব আয়না মহল মণি গভীরে।
সেথা সতত বিরাজে সাঁইজি মেরে ॥
পূর্ব দিকে রত্ন-বেদী
তাহার উপর খেলছে জ্যোতি
তারে যে দেখেছে ভাগ্য গতি
এবার সে জনা সচেতন সব খবরে ॥
জলের ভেতর শূকনা জমি
আঠার মোকাম তায় কায়েমি
নিঃশব্দে শব্দের উৎগামী
সে মোকামীর খবর জানগা যা রে ॥
মণিপুরের ঘাটে মনোহারি কল
তেহাটা ত্রিপিনে[১] তায় বাঁকা নল
মাকড়ার আঁশে বন্দী সে জল
লালন বলে, সন্ধি বুঝবে ফেরে ॥

৪৭

মনের মানুষ খেলিছে দ্বিদলে।
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥
ও সে রূপ নিরূপণ[২] হবে যখন
মানুষ ধরা যাবে তখন;
জনম সফল হবে, রূপ দেখিলে ॥
আগে না জেনে দিল-উপাসনা

১ তেহাটা ত্রিবেণী (লা-গী, পৃঃ ৩৭)
২. দল নিরূপণ (লা-গী, পৃঃ ৫৫)

মূলাধারের মূল সেহি নূর
নূরের ভেদ অকুল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অংকুর
ঝলক দিচ্ছে তারি ॥

সিরাজ সাঁই বলে রে **লালন**
আপন দেহের করগা বলন[১]
নূরে নূর করে মিলন
থেকো রে নেহারি ॥

৪৫

লণ্ঠনে রূপের বাতি জ্বলছে সদায় ।
দেখ না রে দেখতে যার বাসনা হৃদয় ॥
বাতির গিরে ফস্কা মারা
শুধুই কথার ব্যবসা করা
তারা কি হয় সে রূপ নেহারা
মিছে গোল বাধায় ॥

যে দিন বাতি নিবে যাবে
ভাবের শহর আন্ধার হবে
সুখ পাখী সে পালাইবে
ছেড়ে সুখোদয় ॥

সিরাজ সাঁই বলে রে **লালন**
স্বরূপ রূপে দিলে নয়ন
হবে রূপের রূপ দরশন
পড়িস্ নে ধান্দায় ॥

১. 'করগে আপন দেহের বলন' (লা-গী, পৃঃ ১৬২)

৪৬

আজব আয়না মহল মণি গভীরে।
সেথা সতত বিরাজে সাঁইজি মেরে ॥
পূর্ব দিকে রত্ন-বেদী
তাহার উপর খেলছে জ্যোতি
তারে যে দেখেছে ভাগ্য গতি
এবার সে জনা সচেতন সব খবরে ॥
জলের ভেতর শুকনা জমি
আঠার মোকাম তায় কায়েমি
নিঃশব্দে শব্দের উৎগামী
সে মোকামীর খবর জানগা যা রে ॥
মণিপুরের ঘাটে মনোহারি কল
তেহাটা ত্রিপিনে[১] তায় বাঁকা নল
মাকড়ার আঁশে বন্দী সে জল
লালন বলে, সন্ধি বুঝবে ফেরে ॥

৪৭

মনের মানুষ খেলিছে দ্বিদলে।
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥
ও সে রূপ নিরূপণ[২] হবে যখন
মানুষ ধরা যাবে তখন;
জনম সফল হবে, রূপ দেখিলে ॥
আগে না জেনে দিল-উপাসনা

১. তেহাটা ত্রিবেণী (লা-গী, পৃঃ ৩৭)
২. দল নিরূপণ (লা-গী, পৃঃ ৫৫)

আন্দাজী কি হয় সাধনা ;
মিছে ঘুরে মরা, গোলে মালে ।।

ও সে মানুষ চিন্‌লো যারা,
পরম মহৎ তারা ।
অধীন লালন কয়,
দেখি নয়ন খুলে ।।

৪৮

শুদ্ধ প্রেম-রসের রসিক যে রে সাঁই ।
গুণিলে পড়িলে কি রে তারে পাই ।।

রোজা পূজা করলে সবে
আপ্ত সুখের কার্য হবে
সাঁইয়ের খাতায়[১] কি সই পড়িবে
মনে ভাবো তাই ।।[২]

---

১. 'করন'
বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার পাঠের সংগে আমাদের গৃহীত পাঠ অভিন্ন । শুধু মাত্র 'করন' স্থানে 'খাতায়' শব্দটি একজন অভিজ্ঞ বাউলের মুখ থেকে গ্রহণ করা হ'য়েছে । অর্থের সংগেও শব্দটি সুসংগত ।

রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার পাঠ নিম্নরূপ—
"রোজা পূজা করিলে সবে
আপ্ত সুখের কার্য হবে
সাঁইর করণ কি সই পড়িবে
ভাবো তাই ।।"
(লা-গী, পৃঃ ২৭)

২. "রোজা পূজা করিলে আপনি
সুখের কার্য কি হবে তেমনি
মনে ভাবি তাই ।।"
(লা-গী, পৃঃ ২৭)

ধ্যানী জ্ঞানী মুনি জনা,
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না,
প্রেম-পীরিতের উপাসনা,
কোন বেদে নাই ॥

প্রেম পাপ কি পূণ্য হয় রে,
চিত্র-গুপ্ত লিখতে নারে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
তাই জানাই ॥

৪৯

যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার।
মুখে বলুক কিবা না বলুক সে
থাকলে ঐ নিহার[১] ॥

নয়নে রূপ না দেখতে পায়,
নাম মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার ॥

নিহারায় গোলমাল হলে,
পড়বি মন কু-জনার ভোলে,
আখের গুরু বলে ধরবি কারে
তরংগ-মাঝার ॥

১. "সে রাখবে ওই নেহার" (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫০

স্বরূপে রূপের[১] ভেলা
ত্রি জগতে করছে খেলা,
অধীন লালন বলে, মন রে ভোলা
কোলে ঘোর তোমার ।।

৫০

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায় ।
অমাবস্যা নাই সে চাঁদে, দ্বিদলে তার কিরণ উদয় ।।

বিন্দু মাঝে সিন্ধু বারি,
মাঝখানে তার স্বর্ণ গিরি ।[২]
অধর চাঁদের স্বর্ণপুরি[৩]
সেই তো তিল পরিমাণ জায়গায় ।।[৪]

যেথা রে সে চন্দ্র ভুবন,
দিবা রাতের নাই আলাপন,
কোটী চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজরী সঞ্চারে সদায় ।।

১. 'স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা' (লা-গী, পৃঃ ১৪)
'স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা' (বা বা-বা-গা, পৃঃ ৫০)
২. শুন্য গিরি (লা-গী, পৃঃ ৭৫)
"বিন্দু নালে সিন্ধু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণ গিরি ।" (বা-বা-বা গা, পৃঃ ৪৮)
৩. শুন্য পুরী (লা-গী) স্বর্ণপুরী (বা-বা-বা-গা)
৪. সেই তো তিল-প্রমাণ জাগায় (লা-গী)
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায় (বা-বা-বা-গা)

দরশনে দুঃখ হরে,
পরশনে সোনা[1] করে।
এমনি সে চাঁদের মহিমা
লালন ডুবে ডোবে না তায়।[2]

৫১

দীনের ভাব যেদিন[3] হবে।
সেই দিন মন তোর ঘোর অন্ধকার ঘুচে যাবে॥

মণি হারা ফণী যেমন
তেমনি ভাব রাগের করন
অরুণ বসন ধারণ
বিভূতি ভূষণ[4] লবে॥

ভাব শূন্য হৃদয় মাঝার
মুখে পড়ো কালাম আল্লার;
তাইতে কি মন হবি তারণ,
ভেবেছো এবার।
অথগে ধারণ কর বেহাল,
হৃদয় জ্বাল প্রেমের মশাল,
দুই নয়নে[5] হইবে উজ্জ্বল।
মুরশীদ বস্তু দেখতে পাবে॥

১. পরশ (আদর্শ খাতা)
২. "এমন মহিমা সে চাঁদের—
লালন ডুবে ডোবে না তায়॥"
(বা-বা-বা-গা)
৩ 'উদয় হবে'; ৪ বিভূষণ; ৫ দুই গুণ (গা গী, পৃঃ ২৬৫—৬৬)

হাদিসে লিখেছে প্রমাণ,
আপনার আপনি সে জান,
কিরূপে সে কোথায় থেকে
কহিছে জবান।
না করলে মন সে সব দিশে,
তরীকের মঞ্জিলে ব'সে,
তিলে তিলে আছে মিশে
ভাবুক জনে জান্‌তে পাবে।।

একের জুতে তিনটি লক্ষণ,
তিনের ঘরে আছে রে ধন,
তিনের মর্ম সাধিলে হয়,
সেরূপ দর্শন।
সাঁই সিরাজের হকের চরণ
ভেবে কহে ফকীর লালন,
কথায় কি তার হয় আচরণ
খাঁটী হও মন দীনের ভাবে॥

৫২

বারি যোগে বারিতালা
খেলছে খেলা মন-কমলে।।
মনের খবর মন জানে না
এ বড় আজব কারখানা;
মস্ত মদে জ্ঞান থাকে না
হাত বাড়ায় চাঁদ ধরবো বলে॥

সর্ব-শাস্ত্রে আছে ঠেকা
মন নিয়ে সব লেখা-জোখা
কোথায় মনের ঘর-দরজা ।
কোথায় সে মনের রাজা,
বয়ে বেড়াই পুঁথির বোঝা[১],
আপনার আপনি ভুলে ॥

মন-কমলে বাড়ে শশী[২]
জোয়ার-ভাঁটা দিবা-নিশি
অমাবস্যা-পৌর্ণমাসী ।
মনের পরে সব কারসাজি ;
সুধা বরষে রাশি রাশি
মন জানে না সে রূপ লীলে ॥

বারি ভিয়ান[৩] যে ক'রেছে
গুরু-কৃপা তার হয়েছে
বহিছে কারণ্য-বারি ।
তাহে রে[৪] অটল বিহারি ;
লালন বলে, মরি মরি,
মনেরে বুঝাই কোন ছলে ॥

১. 'বয়ে বেড়ায় পৃথিবীর বোঝা' (আদর্শ খাতা) ; ২. 'কাশী' (লা-গী, পৃঃ ১২৭) ; ৩. চারি ভিয়ান (লা-গী) ; ৪. তা হেয়ে অটল বিহারী (লা-গী)

৫৩

কি শোভা দ্বিদল পরে।
রসমণি মাণিকের রূপ ঝলক্ মারে ।।

আবিম্ব স্তম্ভেতে অনিত্য গোলোক[১],
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্রহ্মলোক ;
হলে দ্বিদল নির্ণয়, সব জানা যায়,
অসাধ্য থাকে না সাধন দ্বারে ।।[২]

শতদল কিংবা সহস্রদল,
রস রতি রূপে করে চলাচল
(ও সে) দ্বিদলে স্থিতি, বিদ্যুত আকৃতি,
ষোলদলে বারাম যোগান্তরে ।।[৩]

ষড়োদলে সে তো ষড়তত্ত্ব হয়,
দশম দলের মৃণাল গতি গংগাময়[৪]
অগতির ধারা তার, ত্রিগুণ বিচার[৫]
লালন বলে, গুরু অনুসারে ।।

১. অবিম্ব সম্মতে সানিত্য গোলোক (ম-লা-ফ, বসন্তবাবু, পৃঃ ৩৭) ;
২. 'প্রসন্ধি থাকে না সাধন দ্বারে' (ম-লা-ফ) ; 'প্রসঙ্গ থাকে না সাধন দ্বারে' (লা-গী পৃঃ ১৫৬) ; ৩. 'ষড়দলে বারাম যোগাল তারে' (লা-গী) ; ৪. 'গঙ্গা বয়' (লা-গী ও ম-লা-ফ)
৫ 'ও গো তীর ধারা তার, শ্রীগুণ বিচার
লালন বলে গুরু অনুসারে ।।' (ম-লা-ফ, পৃঃ ৩৭)
"ও গো তিরোধারা তার, ত্রিগুণ বিচার" (লা-গী, পৃঃ ১৫৬)

৫৪

কি শোভা দ্বিদলময়।
মন-মোহিনীর রূপ ঝলক দেয় ॥

কিবা রে রূপের বাখানী
লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি ;
ফণী মণি সৌদামিনী,
সে রূপের তুলনা নাই ॥

সহজ সুরসের গোড়া[1]
রস কুপে আছে ঘেরা ;
কিরণ চমকে পারা
দ্বিদলে ব্যাপিত হয় ॥

সে রূপ জাগে যার নয়নে
কি কাজ তার বেদ-সাধনে।
দীনের অধীন লালন ভণে,
রসিক হলে জানা যায় ॥

৫৫

কিবা রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে।
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে ॥
ফণী মণি সৌদামিনী, জিনি এ রূপ উজ্জ্বলে ॥

১. গোরা (লা-গী, পৃঃ ৮৩)

অস্থি-চর্ম শূন্য রূপ
তাহে মহা রসের কূপ,
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু
হয় রে এই ভূমণ্ডলে ॥

দেহের দল পদ্ম যার,
উপাসনা নাই গো তার
(দেহের সাধন সর্বসার),[১]
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব মিলে ॥[২]

রসিক যারা সচেতন,
রস রতি টেনে উজান,
রূপ উদয় পলে।[৩]
লালন গোঁড়া নেংটি-এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥

৫৬

জগত শক্তিতে ভুলালেন সাঁই।
ভক্তি দেও রে যাতে চরণ পাই ॥

---

১. 'কথায় কি মিলে' (আদর্শ পুথি); ২. লীলে (আদর্শ খাতা);
৩. ''রসবতি টেনে সে জন
রূপে উদয় খেলে ;'' (বা-বা-বা গা, পৃঃ ১০৩)
বাংলার বাউল গানে 'দেহের দল পদ্ম যার' এই অংশটুকু নেই।

রাঙা চরণ দেখবো বলে
বাঞ্ছা সদায় হৃদ-কমলে,
তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে,
রূপ কেমন তাই দেখ্‌তে চাই ।।

ভক্তি পদো বিক্রিত[১] করে
মুক্তি পদো দিচ্ছে তারে
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে
কাণ্ড তোমার দেখি তাই

চরণের যোগ্য মন নয়,
তথাপি মন ঐ চরণ চায় ;
অধীন লালন বলে, হে দয়াময়—
দয়া করো আজ আমায় ।।

৫৭

সবায় কি তার মর্ম জান্‌তে পায়।
যে সাধন ভজন করে সাধকে অটল হয় ।।

অমৃত মেঘেরই বরিষণ
চাতক ভাবে থেকো সচেতন[২]
ও তার এক বিন্দু পরশিলে
শমন জ্বালা দূরে যায় ।।[৩]

---

১. বঞ্চিত (লা-গী, পৃঃ ২৮৩-৮৪) ২. জান রে আমার মন (আদর্শ খাতা); ৩. শমন জ্বালা ঘুচে যায় (লা-গী, পৃঃ ১৮);

যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগ করে,
মহামন্ত্রী যোগ সেই জান্তে পারে ;
তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
একদিন তা সেধে নেয় ।।[1]

বিনা জলে হয় চরণামৃত,
যা ছুঁইলে যায় জরা-মৃত,
অধীন লালন বলে, চেতন-গুরুর
সঙ্গ নিলে দেখিয়ে দেয় ।।

৫৮

তারে দিব্য জ্ঞানে দেখ না, মন-রায় ।
ঝরার খালে বাঁধ বাঁধিলে
রূপের মানুষ ঝলক দেয় ।।

পূর্ব দিকে রত্ন বেদী
ডালিমের পুষ্প-আদি
তাতে সদায় রূপ আকৃতি
মেঘে বিজলী চমকের ন্যায়[2] ।।

অথাই ক্ষীরোদ মাঝে
অখণ্ড শিকড়[3] ভাসে
রত্ন বেদী ঊর্ধ্ব পাশে
সেথা কিশোর-কিশোরী রয় ।।

১. একদিনেতে সোধ নেয় (লা-গী) ২. প্রায় (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১১১); ৩. শিখর (বা-বা-বা-গা)।

রূপের আশ্রিত যারা

সব খবরের জবর তারা

লালন কয়, দফা সারা

সে মানুষ ফাঁদ পেতে ত্রিবেণী রয়।

৫৯

যেও না আন্দাজী পথে মন-রসনা।

কু-প্যাঁচে কু-পাকে প'লে, প্রাণ বাঁচবে না।

পথের পরিচয় ক'রে

যাও না মনের সন্দ মেরে।

লাভ-লোকসান বুঝির[১] দ্বারে

যায় গো জানা ॥

উজান ভেটেন পথ দুটি

দেখ নয়ন করে খাঁটি,

দেও যদি মন গড়া-ভাটি

কূল পাবা না ॥

অনুরাগ তরণী কর,

ধার চিনে পাড়ি[২] ধর,

লালন কয়, সে করতে পার

মূল ঠিকানা ॥

১. বুদ্ধির ২. উজানে (লা-গী, পৃঃ ২৭)

৬০

সুম্‌ঝে কর ফকীরি মন রে।
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি ঘোরতরে[১] ।।

অগ্নি জ্বেছে ভস্মে ঢাকা,
সুধা তেমনি গরল মাখা[২]
মৈথুন দস্তে যাবে দেখা
বিভিন্ন করে ।।

বিষামৃতে আছে মিলন
জান্‌তে হয় তার কিরূপ সাধন,
দেখো, যেনো গরল ভক্ষণ
কোরো না হারে ।।

কবার করলে আসা-যাওয়া
নিরূপণ কই রাখ্‌লে তাহা[৩]
লালন বলে, কে দেয় খেওয়া
চিন্‌লে না তারে ।।

---

১. তারে ; ২. অমৃত গরলে মাখা (লা-গী, পৃঃ ৫৩) ;
ফুটনোটে দেখা যায়, মূল পুথিতে 'সুধা তেমনি গরল মাখা'ই ছিল।
'সুধা তৈছে গরল মাখা' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১১৫)
৩. "নিরূপণ কি রাখলে তাহা" (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১১৫)
"নিরূপণ কি রাখলে তাহা" (লা-গী)।

৬১

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
দীনের অধীন না হইলে খুঁজে কি
পাবি তার দিশে ॥

বেদি ভাই বেদ পড়ে যারা
আসলে গোল বাধায় তারা
রসিক ভায়ে ডুবে হৃদয়
ভাসে রতন রসে ॥[১]

তালারি উপরে তালা
দেখা যায় সে দিনের বেলা
শুধু রসেতে ভাসে ॥

লা মোকামে আছে নুরী
সে কথা অকৈতব ভারী
লালন কয়, সে দ্বারে দ্বারী
আগু মাতা সে ॥

১· "বিধি তাই বেদ পড়ে সদায়
আসলে গোলমাল বাধায়,
রসিক ভেয়ে ডুবে
হৃদয়-রতন পায় রসে ॥

লাকুমে আছে নুরী
সে কা অকৈতব ভারি
লালন কয় তার দ্বারের দ্বারী
আগু মাতা সে ॥

* *

(লা·গী, পৃঃ ১৪৯)

৬২

ভজরে জেনে শুনে।
নবী কলমা-কলেন্দা আলী হাল দাতা
ফাতিমা দাতা কি ধন দানে॥

নিলে ফাতেমায় শরণ
ফতে হয় করন
লিখেছে ফরমান সাঁই জবানে॥

তুমি মা সৃষ্টিকর্তা
সৃষ্টি করলেন সবারি
যুগে যুগে মাতা হও মা যোগেশ্বরী,
তোমার সুযোগ না বুঝিয়ে
কুযোগ মজিয়ে
মারা গেল এ জীব
ঘোর তুফানে॥

তুমি হও মাতা অবিম্বধারী
বেদ-বিধির উপর গম্ভ তোমারি,
তোমার গম্ভ বোঝা ভার
জীবের চেনা হল ভার
ভুলে রইলে ভবের ভাব ভূষণে

সাড়ে সাত পন্থী পথের দাঁড়া
আর আধা পান্থি হল আষ্ঠ মূল গোড়া
সিরাজ সাঁইয়ের চরণ ভুল রে লালন,
অঘাটেতে মারা যাচ্ছ কেনে [১]

১. এই গান লালন-গীতিকায় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিবেশন করা হ'য়েছে। তাই এখানে সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করাগেল।

"ভজরে জেনে শুনে নবী রসুল নিজপ্রাণে।
নিজ স্বরূপ পাবিরে তুই কি ধন দানে।।
নিলে ফাতেমায় স্মরণ
করতে হয় রে করণ
আছে ফরমান সাঁইর জবানে।।

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন সার
সবারি তারে চেনা হল ভার
ভুলে রলি ওরে মন আমার
ভবের ভাবভুষণে।।

শুনেছি মা আমার আবেশধারী
যুগে যুগে মাতা হও যোগেশ্বরী
ও তার সুযোগ না বুঝে কুযেঘে মজে
মারা গেল এ জীব ঘোর তুফানে।।

সাড়ে সাত পান্তি পথের ছাড়া
আছ পান্তি তার আষ্ঠমূল গোড়া
দরবেশ সিরাজ বলে রে, লালন
ও ঘাটেতে মারা যাচ্ছ কেনে।।
(লালন-গীতিকা, পৃঃ ১৬৫)

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৬৩

সাঁই আমর কখন খেলে কোন খেলা।
জীবের কি সাধ্য আছে গুণে[১] পড়ে তাই বলা।।

কখনও ধরে আকার
কখনও হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার সাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা।।

অবতার অবতরি
এতো সম্ভব তারি[২]
দেখো রে জগত ভরি
এক চাঁদে হয় উজ্জ্বলা।।

আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই গানটির শুরুতে আছে—
"ভজরে জেনে শুনে।
নবী কলমা কলেন্দা আলী হালদাতা
ফাতেমা দাতা কি ধন দানে।।
নিলে ফাতেমায় শরণ ফতে হয় করণ
লিখেছে ফরমান সাঁইর জবানে।।"
'ভাবসঙ্গীতে'র পাঠ ও শোষাক্তটির অনুরূপ।

১ শুনে পড়ে (লা-গী, পৃঃ ১৮৬)।
২. 'সেও সম্ভবে তারি' (লা-গী, পৃঃ ১৮৬)।

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মাঝে,
সাঁই বিনে কি খেলা আছে,
লালন কয়, নাম ধরে সে
কৃষ্ণ-করীম-কালা ।[১]

৬৪

সাঁই-এর লীলা বুঝবি ক্ষেপা কেমন করে ।
লীলার যার নাই রে সীমা
কোন ছলে কি রূপ ধরে ।।

গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়
গর্তে গেলে কূপজল কয়,
ভেদ বিচারে ।
সাঁই আমার তেমনি ধারা
জানায় পাত্র অনুসারে ।।

১. 'কৃষ্ণ-করীম-কালা' এখানে একার্থক। আল্লাহ্ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে বিভিন্ন নাম পেয়েছেন ।

তুলনীয় — "মগে বলে 'ফারাতারা'
'গড' বলে ফিরিঙ্গী যারা
আল্লা বলে ডাকে তোমায়
মোগল, পাঠান. সৈয়দ, কাজী ।।"
—গ্রাম্য ছড়া ।

আপনি ঘরা আপনি ঘরি,
আপনি করেন রসের চুরি,
ঘরে ঘরে।
আপনি করেন 'ম্যাজেষ্টারী'
আপন পায় বেড়ি পরে ।।

এক রূপ অনন্ত রূপ হয়,
তুমি আমি নাম 'বেওরা'[১]
ঘরে ঘরে।
লালন বলে, আমি কি রে
জানলে বাঁধা যেত দূরে ।।

৬৫

কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা-খেলা।
ও সে আপনি গুরু আপনি চেলা ।।

অঙ্গের অবয়বে সৃষ্টি,
করলেন পরম ইষ্টি
তবে কেন আকার[২] নাস্তি
বলি না জেনে সে ভেদ নিরালা ।।

---

১ 'বেওরা' : বিভিন্ন
সপ্ত তালার উপরে সে,
নি-রূপে রয় অচিন দেশে ;
প্রকাশ্য রূপ লীলা-রসে
চিনা যায় না লেগে বেদের ঘোলা ।।

২. 'আমার' (আদর্শ পথির পাঠ) ;

যদি কার হয় চক্ষুদান,
সেই দেখে সে রূপ[১] বর্তমান,
লালন বলে, তার জ্ঞান-ধ্যান
হবে দেখিয়ে সব পুঁথি পালা ॥

৬৬

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখি সে আপনি বাজায়
আপনি মজে[২] সেই রবে ॥

নামটি রে লা-শরীকালা,
সবের শরীক সেই একেলা
আপনি তরংগ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥

ত্রি জগতে যে 'রায় রাঙ্গা'
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা,
হায় কি মজার আজব রঙ্গা
দেখায় ধনি এই ভবে[৪] ॥

১. 'লালন-গীতিকা'র ফুট নোটে বর্তমান গৃহীত পাঠাংশটি (যথা; 'তবে সেই দেখে সে রূপ বর্তমান') ছিল। কিন্তু সম্পাদক পাঠ বদলে—'তবে সে রূপ দেখে বর্তমান' ক'রেছেন। আমার অবলম্বিত পুথিতে 'সেই দেখে রূপ বর্তমান' ছিল।

২. বাজে, ৩. 'রায় রাঙ্গা' পার্শী শব্দ > রায় রাঁরা, ৪. 'দেখায় ধনি কোন ভাবে' (লা-গী, পৃঃ ২৯২—৯৩)

আপনি চোর সে আপন বাড়ী,
আপনি সে লয় আপন বেড়ী,
লালন বলে, এ লাচাড়ি
কই না, থাকি চুপে চাপে[১] ।।

৬৭

কে বুঝিতে পারে কুদ্‌রতি ।
সে যে আপনি জাগে আপনি ঘুমায়
আপনি চোর[২] অশেষ প্রতি ।।

গগনের চাঁদ গগনেতে রয়,
ঘটে-পটে তার জ্যোতির্ময়
তেমনি যেন খোদ খোদা হয়
অনন্ত রূপ আকৃতি ।।

নিরাকার সে বটে খোদা
অনেকেতে তাই কয় সদা
আহ্‌মদের কাঁধে কেবা
সৃষ্টি হল উৎপত্তি ।।[৩]

---

১. (ক) কই না, থাকি চুপে চাপে (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৩৪)
(খ) কেন থাকি চুপে চাপে (আদর্শ খাতা ও লা-গী)

২. মোরে ।

৩. নিরূপ বটে সেহি খোদা
অনেকেতে তাই কয় সদা,
আহ্‌মদের কবে কেবা
নামের সৃষ্টি হল উৎপত্তি ।।
আদমের এ দেহের মাঝে
হায়াত রূপে কে বিরাজে
লালন বলে তাই না বুঝে
আজাজীলের দুর্গতি ।।
(লা-গী, পৃঃ ১৬৮)

আদমের কালেবের মাঝে
হায়াত রূপে কে বিরাজে
লালন বলে, তাই না বুঝে
আজাজীলের দুর্গতি ।।

লমাদাতা কল আরফি
৬৮

মেরে সাঁই-এর আজব কুদরতি [১]
কে বুঝিতে পারে ।
আপনি রাজা আপনি প্রজা
ভব পরে ।।

আহাদ রূপ লুকায় হাদী
আহ্মদি রূপ ধরে
এ মর্ম না জেনে বান্দা
পড়বি ফেরে ।।

বাজীকর পুতুল নাচায়
কথা কওয়ায় আপনি তারে
জীব-দেহ সাঁই চলায়-ফেরায়
সেই প্রকারে

[১] "মেরে সাঁইর কুদরতী তা কেউ বুঝতে পারে ।
আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১৪৬)

আপনারে চিনবে যে-জন
পশ[illegible] জন ভেদের ঘরে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন কি আর
বেড়াও ঘুরে ।।

৬৯

এ কি অনন্ত [illegible]
দেখালে এবার ।
ক্ষণেক পুরুষ ক্ষণেক নারী
ক্ষণেক ক্ষণেক হও নিরাকার ।।

আছিল সাঁই নিরাকার
ছিল কুদরতেরি জোরে
সংসার স্বজন কালে
ধরিল প্রকৃতি আকার ।।

তুমি সাঁই কর্মকর্তার
চার অংশে তিন করে আকার
কারে ভজে কারে পাব
ভেবে দিশে পাই নে তার ।।

ভেবে পাই নে ভাব-অন্বেষণ
কিবা মনে ভাবি এখন
বিনয় করে বলছে লালন
ঘুচাও আমার মনের ঘোর অন্ধকার ।।[১]

১. মনে হয়, গানটি লালনের নয়। প্রকাশিত কোনো গ্রন্থেও এটি উদ্ধৃত হয় নি। তা ছাড়া ছন্দ ও ভাষার দিক দিয়েও এটিকে লালনের মনে ক'রতে বাধে।—সম্পাদক

৭০

আছে দীন-দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা।
কাজের বেলায় পরশ মণি
অসময়ে তারে চেন না ॥

আলি-নবী এই দুইজনে
কালমাদাতা কুল আরফিনে
বে-কলেমা অচিন চেনে
পীরের পীর হয় চেন না ॥[১]

একদিন সাঁই নরেকারে
ভেসেছিলেন একেশ্বরে
বে-মুরিদ অচিন তারে
দোসর হলো তৎক্ষণা ॥

যে তারে জেনেছে দঢ়
শুনি খোদার ছোট নবীর বড়
লালন বলে, নড়চড়
সে নইলে কুল পাব না

১. পাঠান্তর—

"নবী আলী এই দুজনে
কলমা দাতা দল আরাফনে
কে কলমায় যে অচিন জনে
পীরের পীর হয় চেন না ॥"

(লা-গী, পৃঃ ৬২)

৭১

কারে শুধাব রে মর্ম কথা
কে বলবে আমায় ।।
যার কাছে যাই সেই রাগ করে
কথার মর্ম না পাওয়া ।।[১]

একদিন সাঁই নিরাকারে
ভেসে ছিলেন ডিম্ব ভরে
কিরূপ ছিল তার মাঝারে
শেষে কিরূপ হয় ।।

সিতারা রূপ ছিলেন যখন
গহনা রূপ তার পাক পাঞ্জাতন
আকার কি নিরাকার তখন
সেই দয়াময় ।।

১· পাঠান্তর—
"যারে সুধাই সেই বলেনা মর্ম কোথায় পাই ।।"
* * *
সে তার রূপ ছিলো যখন
বাহন রূপ তার পায় পাঞ্জাতন
আবার কি নিরাকার তখন
সেহি দয়াময় ।।
জগৎপতি সোব্‌হানে
বরকতকে মা বললেন কেনে
তার পতি কি নয় সে জনে
লালন ভাবে তাই ।।
(লা-গী, পৃঃ .১৫০)

জগতপতি ছোবহানে
বরকতকে মা বললে কেনে
তার কি মাতা নাই নির্জনে
ফকীর লালন ভাবে তাই ।।[১]

৭২

যেদিন ডিম্ব ভরে ভেসেছিলেন সাঁই ।
সেদিন কে ছিল তার সংগে কাহারে শুধাই ।।
পয়ার রূপ ধরিয়ে সে
দেখা দিল ঢেউতে ভেসে
কি নাম তার পাই নে দিশে
আগম ইশারায় বলা-কওয়া তাই ।

সৃষ্টি না করিল যখন
কই ছিল তার আগে তখন
শুনতে অসম্ভব সেই বচন
একের কুদরতে দু'জনা তরাই ।।

আমি তারে না চিনিতে পারি
অধর কেমনে ধরি
লালন বলে, সেই যে নূরী
খোদার ছোট নবীর বড় কেহ কয় ।।

"তার পতি কি নাই যে জনে,
লালন ভাবে তাই ।।"
(ভা-স-পৃঃ ১৭২)

৭৩

কে পারে মক্কর উল্লার মক্কর বুঝিতে।
আহাদে আহ্‌মদ নাম হয় জগতে ॥
আহ্‌মদ নামে খোদায়
মিম হরফটি নফী কেন কয়
মিম উঠায়ে দেখ সবায়
কি নাম হয় তাতে ॥

আকারে[১] হয়ে জুদা
খোদে[২] সেই বলে খোদা
দিব্য জ্ঞানী নইলে কি তা
কে পায় জানতে ॥

'কুল হো আল্লা' সুরাতে তার
ইশারায় আছে বিচার।
লালন বলে, দেখ না এবার
দিন থাকিতে ॥

৭৪

সাঁই কে বোঝে তোমার অপার লীলে।
তুমি আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে ॥
নরেকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারী
তুমি নিগুমের ফুল আগমে রসুল
এসে আদমের ধড়ে জান হইলে ॥

১. সাকারেতে ২. খোদা।

নিরাকার নিগন্ত ধনি
সেও তো সত্য সবায় জানি
তিনি সাকারে স্বজন করলেন ত্রিভুবন
আবার আকারে চমৎকার ভাব দেখালে।

আত্ম-তত্ত্বে ফাজেল যারা
সাঁই-এর নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
তুমি নীরে নিরঞ্জন অকৈতবের ধন
লালন খোঁজে তাই বন-জংগলে ।।

৭৫

কুতি কর্মার খেল কে বুঝতে পারে।
(নিরঞ্জন সেই নূর-নবী নামটি ধরে ।।
গঠিতে সয়াল[১] সংসার
এক দেহ দুই দেহ হয় তার
আহাদ আর আহ্মদের বিচার
দেখ নযরে।

শিরিতে নাম আহ্মদ হয়
এক হরফ তার নফী কেন কয়,
সে কথাটি জানব কোথায়
নিশ্চয় করে ।।

১. দয়াল।

এ মর্ম যাহারে শুধাই
কাজিয়া[১] ঝগড়া বাধায় সে ভাই
লালন বলে, স্থূল ভুলে যাই
তার তোড়ে রে ।।

৭৬

এমন দিন কি হবে রে আর ।
খোদা সেই করে গেল রসুল রূপে অবতার ।।
আদমের রূহু সেই
কিতাবে শুনি,াম তাই
নিষ্ঠা যার হল রে ভাই
মানুষ মুরশিদ করলে সার ।।

খোদ সুরাতে পয়দা আদম
এ-ও জানা যায় অতি মরম
আকার নাই তার সুরাত কেমন
লোকে বলবে তাও আবার ।।

আহ্‌মদের নাম লিখিতে
মিম হরফ হয় নফী করতে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ত..ত
কিঞ্চিৎ নজীর দেখ এবার ।।[২]

১. ফাজিল ২. এই সঙ্গে লালনের—'আপন সুরাতে গড়লেন আদম দয়াময়' শীর্ষক গানটি পঠিতব্য ।

৭৭

আজ করছে রে সাঁই ব্রহ্মাণ্ডের উপর
সে রূপ লীলে।
নরাকারে ভেসেছিল যেরূপ হালে ॥
নরাকারের গম্ভ ভারী
আমি কি তাই বুঝতে পারি
কিঞ্চিৎ প্রমাণ তারি
শনি শুক্‌কুলে ॥[১]

আবিম্ব উজায়ে নীরে
পড়েছে সে নবেকারে
ডিম্বরূপে হয় গো তারে
সৃষ্টির স্থলে ॥

আপন তত্ত্বে আপনি কানা
মিছে করি পড়াশোনা
লালন বলে, যাবে জানা
আপনারে চিনিলে ॥

পাঠান্তর—

"আবিম্ব উজালিয়ে নীরে।
পড়িছে সে নরেকারে।
ডিম্বরূপে হয় গো তারে।
সৃষ্টির ছলে ॥

নিরাকারের গম্ভ ভারি
আমি কি তাই জানতে পারি
কিঞ্চিৎ প্রমাণ তারি
শুনি স্থ কুফলে ॥
(লা-গী, পৃঃ ৪০)

৭৮

কথা শুনতে অসম্ভব, আনিয়ে সম্ভব
নেও না তাহার বিচার করে।
হায়াত কানা হবে তাতে,
বাতুন ও জাহিরা করে।।

তার নিজ নাম কুন্ জান না,
জানলে পরে জীব মরে না
শত পাপ করে কানা,
সেই কুন্ ও চিনিলে পরে ॥

ছাদ্‌রাতল মোন্তাহা বল,
আদম নবী জিবরাইল ছিল
আপন চিন্‌লে জান্‌তে পারি
খুঁজ না আর দেশান্তরে।।

আব হায়াত দরিয়ার মাঝে।
একজন নূরী গোসল করছে।
জেনে নিও গুরুর কাছে
আজরাইল নাম কোন জন ধরে।।

সিরাজ সাঁই কয় শোন্ রে লালন
সেই নূরীকে চিনবি যখন
করবে কানা সেই নূরীতন
দরিয়া শুখালে।।

৭৯

আছে মায়ের ওতে জগত পিতা ভেবে দেখ না।
হেলা কর না বেলা মের না ।।

কোরানে সাঁই ইশারা দেয়
'আলেফ' যেমন 'লামে' লুকায়
আকারে সাকার ছাফা রয়
সে ভেদ মুরশিদ ধরলে যায় জানা ।।

নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে
দাঁড়াও মায়ের শরণ লয়ে
বর্তমানে দেখ চেয়ে
আছে স্বরূপে রূপ নিশানা ।।

কেমন পিতা কেমন মা সে
চিরদিন সাগরে ভাসে
লালন বলে, কর দিশে
আছে ঘরের মধ্যে ঘরখানা ।। [১]

১. একাডেমী সংগ্রহে প্রথম দুই চরণের পরে নিম্নলিখিত দু'টি চরণ ছিল যথা—'শরিয়তের বেনা জাতে জানে না তা শরিয়তে
জানা যাবে মারেফতে
যদি মনের বিকার যায় ।।'' অন্য কোনো গ্রন্থে এটুকু উদ্ধৃত না হওয়ায় এবং বর্তমান গানের অঙ্গও অবান্তর বিধায় এটুকু বাদ দেওয়া হ'ল। 'লালন-গীতিকা'য় 'আলেফ যেমন নামে লুকায়' পাঠটি ভুল।

৮০

মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা।
নিগুম বিচারে সত্য গেল তাই জানা ॥
পুরুষ পরওয়ারদেগার[১]
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার
প্রকৃতি প্রকৃতি সংসার
সৃষ্টি সব জনা ॥

নিগুম খবর নাহি জেনে
কেবা সে মায়েরে চেনে
যাহারে ভার দীন-দুনিয়ার
দিলেন রব্বানা ॥

ডিম্ব মধ্যে কেবা ছিল
বের হয়ে কারে দেখিল
লালন কয়, সেই ভেদ যে পেল
তার ঘুচলো দিন কানা ॥

৮১

নবী ছিলেন কি হালে
এগার কারের আগে ॥
আসমান-জমীন পবন-পানি ছিল যাতে ॥

১. পাঠান্তর—'পুরুষ পরবাদিকার' (লা-গী, পৃঃ ৭৮)

অন্ধকারের ভিতরে সে সাঁই,
তখন নবীজীকে সংগে দেখা যায়
আছে কথা দেখ নজরে
কোরানেতে লেখে ।।

যে জল সেই পানি,
যে নেংটি সেই কপ্‌নি
নূরের চাদর কাফন তহবন
ছিল তার সংগে

সিরাজ সাঁইয়ের চরণ ধরে
অধীন লালন বিনয় করে,
ডালে বসে ফুলের কিরণ
খাইল চুষে কে ।।

৮২

জানা উচিত বটে দুটো নূরের ভেদ বিচার।
নবীজী আর নিরূপ খোদা নূর সে কি প্রকার

নবীর যেন আকার ছিল
তাহাতে নূর চোঁয়ায় বল
নিরাকারে কি প্রকারে
নূর চোঁয়ায় খোদার ।।

আকার বলিতে খোদা
শরাতে নিষেধ সদা
আকার বিনে নূর চোঁয়ালে
প্রমাণ কি গো তার ।।[১]

জাত এলাহি ছিল জাতে
কিরূপে এল সিফাতে
লালন বলে, নূর চিনিলে
ঘোচে অন্ধকার ।।

৮৩

নরেকারে দুইটি নূরী ভাসছে সদায়
ঝরার ঘাটে যোগ অন্তরে হচ্ছে উদয় ।।

একজন পুরুষ একজন নারী
ভাসছে সদাই বরাবরি
উপরওয়ালা সদর বাড়ী
যোগ তাতে দেয় ।।

১. পাঠান্তর—
"আকার বলিতে খোদা
স্থরতে সদা আকার
বিনে নূর চুয়ালে
প্রমাণ কি গো তার ।।
জাত এলাহি ছিল জুতে
কিরূপে এলো সেফাতে
লালন বলে নূর চিনিলে
ঘোচে ঘোর আঁধার ।।
(লা-গী, পৃঃ ১৬১)

মাস অন্তরে সে দুই জনা
আবেশে[১] হয় দেখা-শুনা
জেনেছে সেই উপাসনা
কেও ভাগ্যোদয়ে ॥

যে জানে সেই দুই নূরীকে
সাধলে হবে যোগে যোগে
লালন ভেড়ে প'ল ফাঁকে
মনের দ্বিধায় ॥

৮৪

জানগা নূরের খবর যাতে নিরঞ্জন ঘেরা ।
নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে যাবে রে ধরা ॥
নূরে নবীর জন্ম হয়
গঠলেন অটলময়
কান্দরা ।
সেই নূরে মোকাম মঞ্জিল
উজ্জ্বলা করা ॥

আছে নূরের শ্রেষ্ঠ নূর
জানে সদায় সুচতুর
জীব যারা ।
সেই নূরের হিরনলে বদ্ধ
নূর-জহরা ॥

১. আপোষে

নিবলে নূরের বাতি
এসে ঘিরবে কাল-দ্যূতি
চৌমহড়া।
লালন বলে, পড়ে রবে
খাকের [১] পিঞ্জরা।

৮৫

যে জন সাধকের মূল গোড়া।
বে-মুরীদ বে-তালিব সেজে
ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া।।

গুপ্ত নূরে হয় তার স্বজন,
গুপ্ত ভাবে করছে রে ভ্রমণ,
যে নূরে নুর-নবী পয়দা,
সেই কথাটি দেশ-জোড়া।।

পীরের পীর দস্তগীর হয়,
মুরশিদের মুরশিদ বলা যায়,
চিনতে পারে যদি তারে
পায় সে পথের দাঁড়া।।

কেউ বলে সে মূলাধারের মূল,
মুরশিদ বিনে জানবে কে তার 'উল্‌'
লালন বলে, ভেদ না জেনে
ঝকমারী হয় বেদ পড়া।।

১· সাধের

৮৬

প'ড়ে ভূত আর হোসেনে মনুরায় ।।
কোন হরফে কি ভেদ আছে
লেহাজ করে জানতে হয় ।।

আলিফ হে আর মিম দালেতে
আহ্মদ নাম লেখা যায় ।
মিম হরফ তার নফি ক'রে
দেখ না খোদা কারে কয় ।।

আলিফ, হে, মিম, দালেও
আহ্মদ নাম লেখা যায়
আহাদে আহ্মদ নামের
ফরমাইলেন তার পরিচয় ।।[১]

জাতে ছিফাত ছিফাতে জাত
দরবেশে তাই জানতে পায়
লালন বলে, কাঠমোল্লাজী
ভেদ না জেনে গোল বাধায় ।।

১. পাঠান্তর—

"আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজলিরে আঁধেলার প্রায় ।
আহাদে আহম্মদ হলো,
করলিনে তার পরিচয় ।।"
(ভা-স, পৃঃ ১৭৯)

অথবা "আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজলিরে অদেখার প্রায় ।
আহাদে আহম্মদ হ'লো
করলিনে তার পরিচয় ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১৪৫)

৮৭

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ-নিধি,
তার কি আছে কভু গোষ্ঠলীলা।
ব্রহ্ম-রূপে সে অটলে বসে,
লীলাকারী হয় তার অংশ কলা।।

পূর্ণ চন্দ্র কৃষ্ণ রসিক-শিখরে
শক্তির উদয় যাহার শরীরে
শক্তিতে স্বজন মহা আকর্ষণ [১]
বেদাগমে যারে বিষ্ণু বলা।।

সত্য শরণ বেদাগমে গায়—
চিদানন্দ রূপ সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হয়,
জন্ম-মৃত্যু যার নাহি ভবের পর,
তবু তো নয় স্বয়ং [২] নন্দলালা।।

দরবীশের দিল-দরিয়া অথাই,
অজান খবর সেই জানে ভাই,
ভজ দরবীশ পাবে উপদেশ,
লালন কয়, উজালা হৃদ-কমলা।।

---

১. মহাসংকর্ষণ; ২. সোহং (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১০৬) ('স্বয়ং নন্দলালা' লা-গী, পৃঃ ৬০)

৮৮

বল রে বলাই, তোদের ধরন কেমন হা রে।
তোরা বলিস সব রাখাল, ঈশ্বর এই রাখাল
মানিস কই রে ॥

আমারে বুঝাও রে বলাই,
তোদের তো সে ভাব কিছু নাই
তোরা ঈশ্বর বলিস যার, কান্ধে উঠিস তার
কোন বিচারে ॥

বনে যেয়ে বন-ফল পাও
এঁটো করে গোপালকে দেও,
তোদের সে কেমন ধর্ম বল তার মর্ম
আজ আমারে ॥

গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে বলে আমায়,
লালন বলে, তার ভাবুক বোঝা ভার
এ সংসারে ॥

৮৯

ওমা যশোদে গো তাই আর বললে কি হবে।
গোপালকে যে এঁটো দিই মা, মনে যে ভাবে ভেবে
মিঠার লোভে এঁটো দিই মা
পাপ-পুণ্যির জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে হই সান্ত্বনা,
পাপ আর পুণ্যি কে দেখে ॥

কান্ধে চড়ায়, কান্ধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সে ভাব ধরি,
এমন বাসনা তারি
বুঝি ছিল গো পূর্বে ।।

গোপালের সংগে যে ভাব
বলিতে আকুল হই মা তা সব,
লালন বলে, পাপ-পুণ্যির লাভ
ভুল হয় গোপালকে সবে ।।

৯০

আর আমারে মারিস নে মা ।
বলি তোর[১] চরণ ধরে,
ননী চুরি আর করবো না ।।

ননীর জন্য আজ আমারে
মারিস গো মা বেঁধে ধরে
দয়া নাই মা তোর[২] অন্তরে
অল্পেতে সব গেল জানা ।

পরে মারে পরের ছেলে,
কেঁদে যেয়ে মাকে বলে,
মা জননী নিঠুর হলে,
কে বুঝে শিশুর বেদনা ।।

১. তোমার (আদর্শ পুঁথি), ২. তোমার (আদর্শ পুঁথি)

ছেড়ে দে মা হাতের বাঁধন
যাই আমার যেদিকে যায় মন,
পরের মাকে ডাকব এখন
(লালন বলে,) তোর গৃহে আর থাকবো না ॥

৯১

গোপালকে আজ মারলি গো মা কোন পরাণে ।
সে কি সামান্য ছেলে, তাই ভাবলি মনে ॥
দেবের দুর্লভ গোপাল,
চেনে না যার ফেরের কপাল,
যে চরণ আশায় শ্মশানবাসী হয়
দেবের দেব শিব পঞ্চাননে ॥

একদিন যার গো-ধেনু হ'রে
নিলেন ব্রহ্মা পাতাল পুরে,
তাইতে ব্রহ্মা দোষী হয়, সবায় জানতে পায়
তুমি জান না এই বৃন্দাবনে ॥

যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি
যোগ-শেষে না পায় সে নিধি,
সেই কৃষ্ণধন তোমারি গোপাল,
লালন বলে, এ কি ঘোর এখানে ॥

১. "সে কৃষ্ণধন তোমারই পালন,
লালন বলে, এ কি ঘোর এখানে ॥"
(ভাব-সঙ্গীত, পৃঃ ১৬০)

৯২

গোপাল আর গোষ্ঠে যাবে না।
যা রে যা বলাই তোরাই সবে যা ।।
কু-স্বপন দেখেছি সে যে
গোপাল যেন হারিয়েছে
বনে বনে ফিরছি কেঁদে
খুঁজে পেলাম না ।।

অভাগিনীর আর কেহ নাই
সবে মাত্র একা কানাই,
সে ধন হারা হই রে বলাই,
কিসের ঘর কন্না ।।

বনে আছে অসুরের ভয়,
কখন যেন কি দশা হয়,
দিবা-রেতে তাইতে সদায়
সন্দ ঘোচে না ।।

দেবের চরিত্র বচন
শুনে খেদে ঝোরে লালন,
কি ছলে তার গমনাগমন
দিশে হল না ।।

৯৩

মা তোর গোপাল নেমেছে কালিদয় ।
সে যে বাঁচে এমন রূপ নয় ।।
কালিদয়ে কমল তুলতে,
দিলি কেন গোপালকে যেতে,
মরে সে সাপের হাতে
বিষ লেগে গোপালের গায় ।।

কালকুটি কালরাগ তারা
কালিদয় রেখেছে পোরা
বিষে করলে জারা জারা
বিষ লেগে গোপালের গায় ।।

কংসের কমলের কারণ
কালিদয় ম'লো নীল রতন,
লালন বলে, পুত্রের[১] কারণ
বাঁচবে না যশোদা মায় ।।

৯৪

কি ছার রাজত্ব করি ।
গোপাল হেন পুত্র আমার
অক্রূর এসে করলো চুরি ।।

১. আদর্শ পুঁথিতে 'শুক্রের কারণ' ছিলো

মিছে রাজার নামটি আছে,
লক্ষ্মী সে তো গা তুলেছে
যে হতে গোপাল গিয়েছে
সে হতে অন্ধকার পুরী ॥

শোকানল এ চিত্ত মাঝার
এক পুত্র গোপাল আমার,
যা হবার তা হলো আমার
করে গেল শূন্য পুরী ॥[১]

নন্দ-যশোদার ছিল
অক্রূর মুনি বিষম কাল,
প্রাপ্ত কৃষ্ণ হরে নিল,
লালন কয়, সে দুঃখ ভারী

৯৫

আজ কি দেখিতে এলি গো তোরা, বল না তাই।
ও আর সে কানাই নাই নন্দের ঘরে, সে ভাব নাই ॥
কানাই হেন ধন হারিয়ে
আছি সদায় হত হয়ে
বল রে কোন দেশে গেলে
আমি সে[২] নীল রতন পাই ॥

১. লালন-গীতিকায় তৃতীয় স্তবকটি নেই ; যথা—
"শোকানলে .... শূন্য পুরী।" (পৃঃ ২৪৬)

২. যে

ধন ধরা গজ বাজী
তাতে মন হয় না রাজি,
ওরে আমার কানাই লালের জন্যে
প্রাণ আকুল সদায় ।।

কি হবে অন্তিম কালে
সে কথাটি রইলাম ভুলে,
লালন কয়, এ মায়া-জাল
কাটার কি উপায় ।।

৯৬

যাব রে এ স্বরূপ কোন্ পথে ।
স্বরূপ আয় রে আয়, আমায় ব্রজের পথ বলে দে ।।
যার জন্য ঝোরে নয়ন
তারে কোথায় পাব এখন
যাব আমি শ্রীবৃন্দাবন,
পথের উদ্দিশ করিতে ।।

দেখবো সেই নন্দের[১] কুমার
মনে সাধো হয় রে আমার,
মিনতি করি হে তোমার,
পথ না পারি তার চিনিতে[২] ।।

১. সুন্দর, ২. সেই পথের উদ্দিশ জানিতে ।।
(লা-গী, পৃঃ ২২৮)

একবার সেই গোকুলের চাঁদ
দেখলে জুড়ায় মোর নয়ন-চাঁদ
লালন বলে, গৌরাঙ্গ চাঁদ
সে চাঁদ দেখলে সফল হয় চিতে ।।

৯৭

কার ভাবে এ ভাব হাঁ রে জীবন কানাই ।
করে বাঁশী নাই, মাথে চুড়া নাই ।।
ক্ষীর সর ননী খেতে
বাঁশীটি সদাই বাজাতে
কি অসুখ পেয়ে তাতে
ফকীর হলি রে ভাই ।।

অগরু চন্দন আদি
মাখিতে নিরবধি
সেই অঙ্গ ধূলায় অদ্ভুতি
এখন দেখতে পাই ।।

বৃন্দাবন যথার্থ বন
তোর বিনে হল এখন,
মানুষ লীলা করে কোন্ জন
লালন বলে তাই ।।

৯৮

কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই।
রাজ রাজ্য ছেড়ে বেহাল[১] দেখতে পাই ॥
ভেবে তোর ভাব বুঝতে নারি
আজ কিসের কাঙ্গাল আমার অটল বিহারী,
ছিল অগরু চন্দন, যে অঙ্গের ভূষণ,
সে অঙ্গ আজ কেন লুণ্ঠিত ধূলায় ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যারে ভাবিয়ে,
আজ সে ভাবুক কার ভাব লয়ে,
একি অসম্ভব ভাবনা, সম্ভব কোন্ জনা
মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥

অনুভাবে ভেবে কতই করি সার,
শ্যাম-চাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর
করে চাঁদে চাঁদ হরণ সেই বা কেমন,
ভক্তি বিহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥

১. 'বেহাগ' (লা-গী; পৃঃ ২০৯)
দ্বিতীয় স্তবকটি লালন-গীতিকায় এ-ভাবে দেওয়া হ'য়েছে—
"ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যার ভাবিয়ে সে ভাবুক আজ,
কাহার ভাব লয়ে একি অসম ভাব
ভাবনা সম ভাবে কোন্ জনা
মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥" (লা-গী, পৃঃ ২১০)
একটি কথা এখানে বলা দরকার, রবীন্দ্র-সদনে সংরক্ষিত সাঁইজীর 'সেই আসল খাতার' নকলখানি মুসলমানী কায়দা মুতাবিক ডান দিক দিয়ে লেখা শুরু হ'য়েছে এবং একটানাভাবে লেখা। তাই সাজাতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে মনে হয়।

৯৯

কানাই কার ভাবে তোর এ ভাব দেখি রে।
ব্রজের সে ভাব তো দেখি না রে ॥
পরনে ছিল পীত ধড়া
মাথায় ছিল মোহন চূড়া,
করে বাঁশী রে।
আজ দেখি তোমার করওয়া কৌপীন সার
ব্রজের সে ভাব
কোথায় রাখলি রে ॥

দাস-দাসী ত্যজিয়ে কানাই
একা একা ফিরছ রে ভাই
কাঙাল বেশ ধরে।
ভিখারী হলি কেঁথা সার করলি,
কিসের অভাবে রে ॥

ব্রজবাসীর হয়ে নিদয়
আসিয়ে ভাই এই নদীয়ায়
কি সুখ পাইলি রে।
লালন বলে আর
কার বা রাজ্য কার,
আমি সব দেখি মিছে রে ॥

১০০

কোথায় গেলি রে কানাই, প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই ॥

কি দোষে ভাই গেলি তুই রে—
আমাদের সব অনাথ করে
দয়া-মায়া তোর শরীরে
কিছুই নাই ॥

শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ,
আর সব নিরানন্দ
ধেনু-গাই ॥

পশু-পক্ষী নর আদি
নিরানন্দ নিরবধি
লালন শুনে ছিদাম উক্তি,
বলে তাই ॥

১০১

চেন না যশোদে রাণী।
গোপাল কি সামান্য ছেলে
ধ্যানে যারে পায় না মুণি ॥

একদিন চরণ থেমেছিল
তাইতে মন্দাকিনী হ'ল
পাপহরা সু-শীতল
সে মধুর চরণ দু'খানি ॥

বিরিঞ্চি-বঞ্চিত সে ধন
মানুষ রূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক সুজন
সে কালার গুণ বাখানি ।।

দেবের দুর্লভ গোপাল
ব্রহ্মা তার হরিল গোপাল
লালন বলে, আবার গোপাল
কীর্তি গোপাল করলে শুনি ।।

১০২

দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই।
এতদিন তোরে খুঁজে পাই নি রে কানাই
ষড়ৈশ্বর্য[১] ত্যজ্য করে
এলি রে ভাই নদে পুরে
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে,
আমায় সত্য বল রে ভাই।

তোর শোকে যশোদা রাণী
হয়ে আছে কাঙালিনী,
ও সে হায় নীলমণি হায় নীলমণি
বলে সদাই ছাড়ছে হাই ।।

১. 'শরশয্যা ত্যজ্য করে
এলি রে ভাই নদে পুরে'—আমার আদর্শ খাতার পাঠ ছিল। লালন-গীতিকা অবলম্বনে এটি সংশোধন করা হ'লো। বলা বাহুল্য, এটিও রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার পাঠ (পৃঃ ২৪২)।

দৃষ্ট করে দেখ তুমি
তোমার ছিদাম নফর আমি
লালন কেঁদে বলে, আমি
ভাবের বলিহারি যাই ॥

১০৩

কানাই, ব্রজের দশা দেখে যা রে।
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে ॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ,
আরও গোপিনীগণ সব হয়ে ধন্দ
রয়েছে রে ॥

বাল-বৃদ্ধ-যুবা আদি
নিরানন্দ নিরবধি
তারা না দেখে চরণ-নিধি
তোরে রে ॥[১]

পশু-পাখী উচাটন
না শুনে তোর বাঁশীর গান
লালন বলে, ছিদাম করে হেন
বিনয় রে।

---

১. তোর ওরে (লা-গী, পৃঃ ২৪২)

১০৪

ওগো রাই-সাগরে নামলো শ্যামরায়।
তোরা ধর গো হরির নাগর ভেসে যায়।।
রাই-প্রেমের তরঙ্গ ভারী,
তাতে ঠাঁই দিতে কি পারবে গো হরি,
ছেড়ে রাজস্ব প্রেমের ঔদাস্য,[১]
কৃষ্ণের চিন্তায় খেঁতা উড়ে গায়।।

ওগো চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা,
তবু শ্রীরাধার দাস হতে পারলে না,
যদি হত দাস যেত অভিলাষ
তবে কেন আসবে নদীয়ায়।।

তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ করে
হরি জন্ম নিল শচীর উদরে[২]
সিরাজ সাঁইয়ের বচন, ভেবে কয় লালন,
সে ভাব জানলে প্রেমের রসিক হয়।।[৩]

১০৫

কৃষ্ণ বিনে তৃষ্ণা ত্যাগি।
ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ অনুরাগী।।

১. উদ্দিশ্য, ২. ঘরে (আদর্শ খাতা)
৩. সিরাজ-চরণ ভেবে কয় লালন
সে ভাব জানায়।। (লা-গী, পৃঃ ২৩০)

মেঘের জল বই চাতক যেমন
অন্য জল করে না ভক্ষণ[১]
তেমনি কৃষ্ণ-ভক্ত জন
একান্ত কৈট মনে কৃষ্ণের লাগি

স্বর্গের সুখ নাহি চায় সে
মিশিতে না চায় শাযুর্জে [২]
তার ভাবে বুঝায় স্পষ্ট কেবল সেই কৃষ্ণ
সুখের সুখী ।।

কৃষ্ণ-প্রেম যার মনে
তার বিক্রম সেই তো জানে
অধীন লালন বলে, আমার
সুখ সর্বস্ব কারবার
মন বিবাগী ।।

১০৬

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কেবা না
মজেছে সখি ।
কারো কথা কেউ বলে না
আমি একা হই কলংকী ।।

অনেকেতে প্রেম করে
এমন দশা ঘটে কারে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে-পরে
শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি ।।

১. গ্রহণ ; ২. শাবুর্জে (লা-গী, পৃঃ ৩১২)

তলে তলে তল গোজা খায়
লোকের কাছে সতী কলায়,[১]
এমন মত অনেক পাওয়া যায়
সদর যে হয় সেই পাতকী ।।

অনুরাগী রসিক হলে,
সেকি ডরায় কুল-শীলে,
লালন বেড়ায় ফুকচি খেলে,
ঘোমটা দিয়ে চায় আড় আঁখি ।।

১০৭

বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের প্যারী ।
যার জন্য হয়েছি রে দণ্ডধারী ।।
কোথায় সে নিকুঞ্জ বন
কোথায় যমুনা এখন,
কোথা সে গোপিনীগণ
আহা মরি ।।

রামানন্দ দরশনে
পূর্বভাব[২] উদয় মনে,
যাই আমি কাহার সনে,
সেহি পুরী ।।

১. মূল পাঠে 'সতী বলায়' আছে। লালন-গীতি ও অন্যান্য সংগ্রহেও তাই আছে। তবে শব্দটি যশোর-খুলনার উপভাষায় 'কলায়' > কব্‌লায় > কবুল (পারসী)।

২. পৃষ্টভাব (লা-গী, পৃঃ ২৩১) 'ভাব-সঙ্গীতে' 'পূর্বভাব' আছে

আর কি সেই সংগ পাব,
মনের সাধ পুরাব,
পরম আহ্লাদে রব
ঐ রূপ হেরি ।।

গৌর চাঁদ[১] ঐ দিন ব'লে
আকুল হয় তিলে তিলে
লালন কয়, সেই লীলে,
সু-মাধুরী ।।

১০৮

প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার।
মান-তরঙ্গে কর পার ।।
তুমি রাধে কল্পতরু
ভাব প্রেম রসের গুরু
তোমা সমান অন্য কারু
না জানি জগতে আর

পূর্বরাগ অবধি যারে
আশ্রয় দিলে নৈরাকারে,
স্বল্প দোষে সেই দাসেরে
ত্যাগিলে কি পৌরুষ তোমার ।।

১. লালন-গীতিকায় 'গৌরচাঁদ' আছে ; আদর্শ খাতায় শুধু 'গৌর' আছে। 'ভাব-সঙ্গীতে' 'গৌরাঙ্গ' আছে (পৃঃ ১৪৩)।

ভাল-মন্দ যতই করি
তথায় প্রেম-দাস তোমারি
লালন বলে, মরি মরি
হরির একি ঋণ স্বীকার ।।[১]

১০৯

রাধার গুণ কত নন্দলাল জানে না।
কিঞ্চিৎ জানলে তো
লম্পট ভাব থাকত না

করে সে পীরিত
নাই তার সু-রীত
কু-রীতি ছলনা।
বলে যায় সত্য
দেখি অন্য ভাবনা।।

১. তুলনীয় ঈশ্বর গুপ্তের একটি ব্যঙ্গ কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু—
"তুমি মা কল্পতরু
আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস।।"
এখানে 'মা'=মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও 'আমরা'=নিরীহ ভারতবাসী। লালনের ছন্দের সংগে এর মিল লক্ষ্যযোগ্য।

যদি মন দিলে রাধারে,
তবে শ্যাম কুব্জারে
স্পর্শ করতো না,
এক মন কয় জায়গায় বেচে,
তাও তো জানলাম না ॥

চন্দ্রাবলী মত্ত রস-রঙ্গে
ভেবে দেখ না,
তেমনি অনন্ত ভ্রান্ত
শ্যামের যায় জানা ॥

জানলে প্রেম গোকুলে
লইত না খেঁতা গলে,
নদীয়ায় আসত না,
অধীন লালন কয়,
কর এ বিবেচনা ॥

১১০

আর কি আসবে সেই কেলে শশী
এই গোকুলে।
তারে চেনেনা গোকুলবাসী
কি ভোলে ॥

ননী চোরা বলে অমনি
মারলে তারে নন্দ রাণী
আরও নানা রূপ অপমানী
হইলে ॥

অন-আদির আদ্য সে গোবিন্দে
তারে রাখাল বানায় নন্দে
আরও রাখালগণ তার কান্ধে
চড়িলে ॥

হারালে চায় পেলে নেয় না
ভব-জীবের ভ্রান্তি যায় না
তাইতে **লালন** কয়, দৃষ্ট হয় না
নর-লীলে ॥

১১১

রাধার তুলনা পিরিত
সামান্য কেউ যদি করে।
মরে বা না মরে পাপী
অবশ্য যায় ছারে খারে ॥

কোন প্রেমে সে ব্রজপুরী
বিভোর কিশোর-কিশোরী
কে পাইবে গন্ধ[1] তারি
কিঞ্চিৎ ব্যক্ত গোপীর দ্বারে ॥

১. 'গন্ত' (ভা-স, পৃঃ ১৪৬)

গোপী-অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা,
কামের ঘরে শড়কী[১] মারা,
মরায় মরে ধরায় ধরে

পুরুষ ও প্রকৃতি স্মরণ
থাকতে কি হয় প্রেমের কারণ
সিংহের দায় দিয়ে লালন,
শৃগালের কাজ করে ফেরে

১১২

পীরিত অমূল্য নিধি।
বিশ্বাস মত কার হয় যদি।।
এক পীরিত শক্তিপদে
মজে ছিল চণ্ডী-চাঁদে
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে
ঘুচে যেত পথের বিবাদি

১. "গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
কামের ঘরে শড়কী মারা
জেন্দা মরে অধর ধরে।।"
(ভা-স, পৃঃ ১৪৬)

এক পীরিত ভবানীর সনে
করেছিল পঞ্চাননে,
নাম রহিল ত্রিভুবনে
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সিদ্ধি ।।

এক পিরীত রাধার অংগ,
পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ,
কর লালন এমনি সংগ
কহে সিরাজ সাঁই নিরবধি ।।

১১৩

আর তো কালার সে ভাব নাইকো সই ।
সে না ত্যজিয়ে মদন প্রেম-পাথারে
খেলছে সদাই প্রেম ঝাঁপই ।।

অগুরু চন্দন ভূষিত যে সদায়
সেই কালাচাঁদ ধূলায় লুটায়
ও না থেকে থেকে বলছে সদায়
সাঁই দরদী কই গো কই ।।

সংস্থখ[১] বিরিঞ্চি আদি যার
তারি আঁচলা ঝোলা করওয়া কৌপীন সার
প্রভু শেষ লীলা করলেন জারী
আন্‌কা আইন দেখ না ঐ ।।

---

১. 'মশূক বিরিঞ্চি আদি যার' (লা-গী, পৃঃ ৩১২)

বেদ-বিধি ত্যজিয়ে দয়াময়,
কি নতুন ভাব আনলে নদীয়ায়,
অধীন লালন বলে, আমি সে তো
ভাব জানিবার যোগ্য নই।

১১৪

ও কালার কথা কেন বল আজ আমায়।
যে নাম শুনলে আগুন লাগে গায়॥
তুমি বন্দে নামটি ধর,
জলে অনল দিতে পার,
রাধারে ভুলাতে তোর
এবার বুঝি কঠিন হয়॥

যে কৃষ্ণ রাধার অলি
তারে ভুলায় চন্দ্রাবলী
সে কথা আর কারে বলি
ঘৃণায় জীবন যায়॥

শতেক হাঁড়ি চাখা, [১]
রাই বলে ধিক তারে দেখা,
লালন বলে, এবার বাঁকা
সোজা হবে মানের দায়

১. 'শতেক হাঁড়ির ব্যঞ্জন চাখা'
(লা-গী, পৃঃ ২৫৩)

১১৫

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না।
থাক থাক ওগো প্যারী
দু'দিন বই যাবে জানা।।

কৃষ্ণেরে কাঁদালে যত,
তুমি সে কাঁদিবে তত,
ধারাণ-সুজান [১] চিরদিন তো
প্রচলিত আছে কি না।।

যখন বোলবে কোথা হরি
এনে দে গো সহচরী,
এখন যে সাধিলাম প্যারী
তা কি মনে জান না।

বাড়াবাড়ি হলে ক্রমে,
কু-ঘটিতে আটক নাই কর্মে
লালন বলে, পাষাণ ঘামে
শুনে রন্দের বন্দনা।।

---

১. 'ধারিলে শুধিতে চিরদিন ত
প্রচলিত আছে কিনা।'
(লা-গী, পৃঃ ২৫৩)

১১৬

নারীর এত মান ভালো
নয় গো কিশোরী।
যত সাধের শ্যামের মান
বাড়াও ভারী ।।[১]

ধন্য তোর বুকের জোর
কাঁদাও জগত-ঈশ্বর,
ক'রে মান জারী।
ইহার প্রতিশোধ না নিবেন কি
সেই হরি ।।

ভাবে বুঝিলাম দড়,
শ্যাম হতে মান বড়
হোল তোমারি।
থাক থাক রাই, দেখিব সব
ভারি ভুরী ।।

দেখেছে কে কোথায়,
পুরুষকে নারীর পায় ধরায়,
কোন নারী।
রাগে কয় বৃন্দে,—
লালন কি জানে তারি ।।

১. 'বত সাধে শ্যাম আরও মান বাড়াও ভারী' ।।
(লা-গী, পৃঃ ২৫২)

১১৭

যাও হে শ্যাম[1] রাই-কুঞ্জে আর এস না।
এলে ভাল হবে না॥
গাছ কেটে জল ঢালছ পাতায়,
এ চাতুরী শিখলে কোথায়,
উচিত ফল পাইবে হেথায়,
তা নৈলে টের পাবা না॥

করতে চাও শ্যাম নাগরালি,
যাও যথা চন্দ্রাবলী,
এ পথে পড়েছে কালি
এ কালি আর যাবে না॥

কেলে বঁধু জানা গেল,
উপর কাল ভিতর কাল,
লালন বলে, উভয় ভাল
করি উভয় বন্দনা।

১১৮

যাই ব্রজপুরে যাই, কোন পথে যাই,
ওরে বল রে তাই।
আমার সাথের সাথী আর কেহ নাই॥

১. 'শ্যাম' নামের উল্লেখ লালন-গীতিকায় নেই। (পৃঃ ২৫৪)

কোথা রাধে, কোথা কৃষ্ণ ধন,
কোথা রে তোর সব সখিগণ,
আর কতদিন চলিলে
সে চরণ পাই ।।

যার জন্য মুড়িয়েছি মাথা,
তারে পেলে যায় মনের ব্যথা,
কি সাধনে সে চরণে পাব ঠাঁই ।।

তোর যত স্বরূপ গানেতে
বর দে গো কৃষ্ণের চরণ পাই যাতে ;
অধীন লালন বলে,
কৃষ্ণ-লীলার অন্ত নাই ।।

১১৯

ওগো ব্রজ-লীলে এ কি লীলে ।
কৃষ্ণ গোপীকারে জানালে ।।
যারে নিজ শক্তিতে গঠলেন নারায়ণ,
আবার গুরু বলে ভজলে তার চরণ
এ কি ব্যবহার, শুনে চমৎকার
জীবের বোঝা ভার ভূমণ্ডলে ।।

লীলা দেখিয়ে কম্পিত[১] ব্রজধাম,
নারীর মান ঘুচাতে যোগী হলেন শ্যাম,
দুর্জয় মানের দায়, বাঁকা শ্যামরায়
নারীর পাদপদ্ম মাথায় নিলে ।।

১ কল্পিত ; (লা-গী, পৃঃ ২৫৫)

ত্রি-জগতের চিন্তা শ্রীহরি,
আজ নারীর চিন্তা হলেন গো হরি,
অসম্ভব[১] বচন ভেবে কয় লালন,
রাধার দাসখতে শ্যাম বিকালে ।।

১২০

কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে।
শুনি তিলার্ধ নাই ব্রজ ছাড়া,
কে তবে মথুরায় রাজা হলে ।।

শুনি রাধা ছাড়া তিলার্ধ নয়,
ভারত-পুরাণে তাই কয়,
তবে কেন ধনি দুর্জয়
বিচ্ছেদে জগত জানাইলে ।।

সবে বলে অটল হরি,
সে কেন হয় দণ্ডধারী,
কিসের অভাব তারি,
এই ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে

নিগূঢ়[২] খবর জানা গেল,
পুরুষ হইতে নারী হল
তবে কেন এমন হল
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে ।।

১. অসম্ভাব (লা-গী, পৃঃ ২৫৫), ২. নিগম (লা-গী, পৃঃ ২৪৫)

কৃষ্ণ-লীলের লীলে অথাই,
থাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই,
যেন কি ভাবিয়ে কি করে যাই,
লালন বলে, প'লাম বিষম ভোলে ।।

১২১

কৃষ্ণ পদ্মেরী কথা কর রে দিশে।
রাধা কান্তি পদ্মে উদয় হয় মাসে মাসে ।।
না জেনে সেই রাগ নিরূপণ
রসিক নাম ধরে সে কেমন
অসময় বীজ করলে রোপণ
কৃষি হয় কিসে ।।

সামান্যেতে বিচার কর
কি সাধনায় ফেরো
অমূল্য ধন পেতে পার
তাহে অনায়াসে ।।

শুনতে পাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জান হেথা
লালন বলে, জন্ম নুক্তা[১]
দেখ রে কিসে ।।

১· "লালন কয়, সে জন্মলতা
দেখরে কিসে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ৯৯)

১২২

মন রে সামান্যে কি তারে পায়।
শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির বশ দয়াময় ॥
কৃষ্ণের আনন্দ পুরে
কামী-লোভী যেতে নারে
শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে
সে চরণ-কমল নিকটে পায় ॥

বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি
তারে বলে হেতু ভক্তি
নিহেতু ভক্তের রীতি
সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥

ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব গোসাঁই
রূপেরে সব জানালে ভাই,
লালন বলে, মুরশিদ সাধলে
সে মত রসিক মহাশয় ॥

১২৩

ধন্য ভাব গোপীর ভাব আ-মরি মরি !
যাতে বাঁধা ব্রজের শ্রীহরি ॥
ছিল কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন,
যে ভাবে যে করে ভজন
তাইতে হয় তারি।
সে প্রতিজ্ঞা আর, না রহিল তার
করল গোপীর ভাবে মন চুরি ॥

ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার,
কৃষ্ণ-সুখে সুখ গোপীকার
হয়ে নিরন্তরী।
তাইতে দয়াময় গোপীর সদয়
মনের ভ্রমে তা জানতে নারি ।।

গোপী-ভাব সামান্য বুঝে
হরি কে না পেল ভজে[১]
শ্রীনারায়ণী।
লালন কয়, এমন আছে কত জন
বলতে হয় দিন আখেরী ।।

১২৪

ব্রজের সে ভাব সবায় কি জানে।
যে ভাবে শ্যাম বাঁধা আছে গোপীর সনে
গোপী-অনুগত যারা,
ব্রজের সে ভাব জানে তারা,
নিহেতু ভাব অধর ধরা
আছে যাহাদের সনে ।।

গোপী ভিন্ন জানে কে বা,
শুদ্ধ রস অমৃত সেবা,
পাপ-পুণ্যির জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ দরশনে ।।

১. খুঁজে (লা গী, পৃঃ ২৪৭)

টলে জীব অটলে ঈশ্বর
নইলে কি হয় রসিক-শিখর
লালন বলে, রসিক বিভোর
আছে সেই রস ভিয়ানে ॥

১২৫

যে ভাব গোপীর ভাবনা ।
সামান্য মনের কার্য নয়, সে ভাব জানা ॥
বৈরাগ্য ভাব বেদের নিধি,
যোগী ভাব অকৈতব নিধি
ডুবলে তাহে নিরবধি
রসিক জনা ॥

যোগীন্দ্র মণীন্দ্র যারে
পায় না যোগ ধিয়ান ক'রে
সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে
হয়েছে কেনা ॥

যে জন গোপী-অনুগত
জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব ।
লালন বলে, যাতে কৃষ্ণ
সদায় মগনা ॥

১২৬

আমি ঐ চরণে দাসের যোগ্য নয়।
নইলে মোর দশা কি এমন হয় ॥
ভাব জানি নে প্রেম জানি নে,
কেবল দাসী হইতে চাই চরণে,
এবার ভাব জেনে ভাব দিলে মনে
সেই সে রাঙ্গা চরণ পায় ॥

নিজ গুণে পদা বিন্দু
দেন যদি সেই দীন-বন্ধু
আমি তবে তরি ভব-সিন্ধু
আর তো না দেখি উপায় ॥

অহল্যা পাষাণী ছিল,
গুরুর চরণ ধুলে মানব হলো
লালন পথে পড়ে র'ল
এবার যা করেন সেই দয়াময়।

১২৭

যে পরশে পরশে পরশ,
সে পরশ কেউ চিনলে না।
সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে
গেল জানা ॥

পরশ মনি স্বরূপ গোঁসাই,
যে পরশের তুলনা নাই.
পরশিবে যেমন তাই
ঘুচিবে জঠর যন্ত্রণা ।।

কুমীরেতে পরকে যেমন
ধরায় সে আপন বরণ
স্বপরশে জানিবে মন
তেমনি মতন পরশে সোনা ।।

ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে গৌর হল,
লালন বলে, মন রে চল,
জানিতে সেই উপাসনা ।।

১২৮

এখনো এলো না কালা, মন কেন হল উদাসী।
বাড়িল বিরহ জ্বালা, কই এল সেই কাল শশী ।।
কালার আসার আশে
বাসর শয্যা সাজাইয়ে,
জেগে পোহাইলাম নিশি।
সে আশা নৈরাশা হল,
জাগল ব্রজের ব্রজবাসী ।।

আসবে বলে চিকন কালা
গাঁথিয়ে বন-ফুলের মালা,
সে মালা মোর হল বাসি।
কার গলে দুলাব মালা
কোন্ চরণে হব দাসী

না জেনে প্রেম করেছিলাম
দুই হাতে ভুলিয়ে নিলাম
শ্যাম-কলংকের প্রেম-ফাঁসী, ।
একবার এসে হৃদয় মাঝে
(এবার) বাঁশী বাজাও কাল শশী ।।

আমি যাই যমুনার কুলে
ঢেউ দিয়ে ঐ কালো জলে
রূপ দরশন করে আসি।
সিরাজ বলে, অবোধ লালন
গুরু-পদে প্রাণ সঁপে (আজ
হও রে দাসী) ।।[১]

১২৯

ওগোসামাস্কে কি সেই অধর চাঁদকে পাবে।
যার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে ।।

১. বন্ধনী মধ্যের অংশটুকু আদর্শ খাতায় নেই। 'প্রাণ সঁপেছি' দিয়ে চরণটি শেষ হ'য়েছে, তাতে ছন্দপাত হয়। মনে হয়, মূল গানে এরূপ ছিল না।

ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন,
বৃথা যাবে সেই ভক্তি-ভজন,
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ
ভাব দে না সে ভাবে ।।

যে ভাবে সব গোপিনী তারা,
হয়েছিল পাগল পারা,
চরণ ফেলে তেমনি ধারা
ভাব দিতে তাই হবে ।।

নিহেতু ভজন গোপীকার,
তাইতে সদায় বাঁধা নটবর
লালন বলে, মন রে তোমার
মরণ ভব-লোভে ।।

১৩০

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে ।
কেউ বলে রে শ্রীকৃষ্ণ মূল
কেউ বলে মূল ব্রহ্মা সে ।।

ব্রহ্মা ঈশ্বর হইতো,
লেখা যায় শাস্ত্র মত,
উঁচা-নীচা কি তার এত [১]
করিতে হয় সেও দিশে ।।

১. "উঁচা নিচা কি তারো তো
করিতে হয় সেও দিশে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ৩০৩)

কোথা যাই কিবা করি
বলে বেড়াই গোলে হরি
লালন কয়, এক জানতে নারি
তাইতে বেড়াই মন ভেসে ॥

১৩১

সেই অটল রূপের উপাসনা
ভবে কেউ জানে কেউ জানে না ॥
বৈকুণ্ঠ গোলকেরি উপর
আছে রে সে রূপের বিহার,
কৃষ্ণের কেউ নয়, রাধার পতি সে জনা ॥

স্বরূপ রূপের এই জেনো ধরন
দোহার ভাবে টলে দোহার মন
অটলকে টলাতে পারে
কোন জনা ॥

নৈরাকার যা হতে জন্মে,
শক্তি ধারা সে আবিম্বে
অধীন লালন বলে,
দিন থাকিতে জানিলে না ॥

১৩২

মন, জানো সেই রাগের করণ।
যাতে কৃষ্ণ বরণ হল গৌর বরণ।।
শত-কোটি গোপীর সংগে,
কৃষ্ণ-প্রেম রস রঙ্গে
সে যে টলের কার্য নয়
অটল না বলায়
সে আর কেমন।।

রাধাতে কি ভাব কৃষ্ণেরো
কি ভাবে বশ গোপী তারো
সে ভাব না জেনে
সে সংগ কেমনে
পাবে কোন জন।।

শুভ্র রসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয় না,
লালন বলে, সে যে
নিগূঢ় করণ ব্রজে
অকৈতব ধন।।

১৩৩

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে তার পায়।
ও সে না মানে আচার, না মানে বিচার,
শুদ্ধ প্রেম-রসের রসিক সেই দয়াময়

জান না মন শুকনা কাষ্ঠে
কবে তার মালঞ্চ ফোটে,
প্রেম নাই যার চিতে তেমনি কাষ্ঠ সে,
নিজ সুখ জন্য পরপুতম বলিদান দেয় ।।[১]

সে প্রেমের রসিক যারা
ফণী যেমন মণিহারা,
দেখলে তার মুখ
হৃদয়ে বাড়ে সুখ
আমার দয়াল চাঁদ তাহারে থাকে সদয় ।।

যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি,
যোগ সেধে না পায় সে নিধি,
প্রেম দিয়ে তারে বাঁধলে গোপীরে
অধীন লালন বলে, সে প্রেম কি
ঘটবে আমার ।।

১৩৪

চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি।
নয় সে আকার নয় নিরাকার —
নয় ঘর খানি-।।

১. "ওমনি প্রেম নাই যার ওমনি কষ্টে,
সে নিজ সুখ সাধনা বলিদান দেয় ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১১০)

বেদাগমে জানা গেল,
ব্রহ্মা যারে হদ্দ হল,
জীবের কি সাধ্য বল
তারে চিনি ।।

কত কত মুণী জনা,
করিয়ে রে যোগ-সাধনা
লীলার অন্ত কেউ পেল না
লীলা এমনি ।।

সবে বলে, কিঞ্চিৎ ধ্যানী
গণ্য সে হল শূলপাণি,
লালন বলে, কবে আমি
হব তেমনি ।।

১৩৫

গোসাঁইর ভাব যেহি ধারা ।
আছে সাধু শাস্ত্রে তার প্রমাণ আচার
শুনলে রে জীবন অমনি হয় সারা ।।

ও সে মরার সংগে মরে
ভাব-সাগরে ডুবতে যদি পারে
স্ব-ভাবিক তারা ।।

অগ্নি জেইছে ঢাকা ভস্মের ভিতরে
সুধা তেমনি আছে গরলে হ্‌ল করে ;
কেউ সুধার লোভে যেয়ে
মরে গরল খেয়ে ;
মন্থনের সু-তার না জানে তারা ॥

দুগ্ধেতে ননীতে মিলন সর্বদা[১]
মন্থন-দণ্ডে করে আলাদা আলাদা ।
তেমনি ভাবের ভাবে
সুধা-নিধি পাবে
মুখের কথা নয় রে সে ভাব করা ॥

যে স্তনেতে দুগ্ধ খায় রে শিশু ছেলে,
জেঁাকের মুখে সেথা রক্ত এসে মিলে ;
লালন ফকীর বলে, বিচার করিলে,
কু-রসে সু-রস মেলে সেই ধারা ॥

১৩৬

জানগা যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান-উপাসনা ।
কোন মানুষের কেমন কৃতি যাবে রে জানা ॥
পুরুষ পরশ মণি
কালাকাল তার কিসে জানি
জল দিয়ে সব চাতকিনী
র সান্ত্বনা ॥

১. ‘দুগ্ধেতে ননীতে মিশালে সর্বদা’ (লা-গী, পৃঃ ৪৫)

যার আশায় জগত বেহাল
তার কি আছে সকাল-বৈকাল
তিলেক মাত্র না দিলে জল
ব্রহ্মাণ্ডে রয় না ॥

বেদ-বিধির অগোচর সদাই,
কৃষ্ণপদ্ম নিত্য উদয়
লালন বলে, মনে দ্বিধায়
দেখে দেখ না ॥

১৩৭

সামান্যে কি সে ধন পাবে।
দীনের অধীন হয়ে চরণ সাধিতে হবে ॥
কত কত যোগী ঋষি,
তারা যুগান্ত বনবাসী
তারা পাব বলে কাল শশী
বসেছে তপে ॥[১]

সাধন-পথে কি না হলো,
বাদশারা বাদশাই ছাড়িল,
কত কুলবতীর কুল গেলো
গেল কালারই ভাবে ॥

---

১. মূল পাঠ—স্তুপে

গুরু-পদে কত জনা,
তারা বিনা মূল্যে হয় কেনা,
করে গুরুর দাস্তপানা
করে সে ধনের লোভে ॥

চরণ ধনের যার আশা,
তার অন্য ধনের নাই লালসা
লালন ভেড়ের বুদ্ধিনাশা
ম'লো দো ভাষা-ভেবে ॥

১৩৮

এনেছে এক নবীন গোরা[১]
নতুন আইন নদীয়াতে।
বেদ-পুরাণ সব দিছে দুষে,
সেই আইনের বিচার মতে ॥

সাতবার খেয়ে একবার চান
নাই পূজা নাই পাপ-পুণ্যি জ্ঞান
অসাধের সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে-পথে ॥

১. লালন গীতিকায় 'নবীন গোরা' শব্দ দুটি নেই। (পৃঃ ২২১)
২. ভজ। (লা-গী, পৃঃ ২২১)

না করে সে জাতের বিচার,
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার,
সত্য-মিথ্যা দেখ প্রচার
সাংগ পাংগ জাতে-অজাতে ॥

পেরে[২] ঈশ্বরের চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না,
লালন কয়, তার উপাসনা
কর দেখি মন কি দোষ তাতে ॥

১৩৯

তোরা আয় দেখে যা
নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে খেঁতা
কটিতে কপিন ধড়া ॥

গোরা হাসে-কাঁদে ভাবের অন্ত নাই
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ছে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছে কি ধন-হারা ॥

গোরা শাল ছেড়ে কপিনী পরেছে
আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলে কলিকালে
বেদ-বিধি চমৎকারা ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিময়[১]
তার মাঝে এক দিব্য যুগ জানায়[২]
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে
সে ভাব জানে তারা ।।

১৪০

সেই কালা চাঁদ নদেয় এসেছে।
সে না বাজিয়ে বাঁশী
ফিরতো সদায় ব্রজাঙ্গনার কুল-নাশে ।।

যদি মজবি ও কালার পীরিতি
আগে জানগা উহার কেমন রীতি,
উহার প্রেম করা নয় প্রাণে মরা
অনুমানে বুঝিয়েছে ।।

যদি রাজ্য ও-পদে কেউ দেয়,
তবে ও কালার মন পাওয়া নাহি যায়,
রাধা বলে কাঁদছে এখন
তারে কত কাঁদিয়েছে ।।[৩]

ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো
(না জানি) কি সাধনে গৌর হলো
অধীন লালন বলে, চিহ্ন কেবল
দুই নয়ন বাঁকা আছে ।।

১. কলি হয়; ২. দেখায় (লা-গী, পৃঃ ২০৮)
৩. রাধা বলে বাজে বাঁশী
এখন তারে কত কাঁদিয়েছে ।। (লা-গী, পৃঃ ২১৩)

১৪১

ব্রজের সে প্রেমের মর্ম, সবায় কি জানে।
শ্যাম-অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে।।
সামান্য বিশ্বাস রতি
যুগল চলে মৃণাল গতি[১]
বিশ্বাস সাধিতে বারি
হয় গো সামান্যে।

প্রেমময়ী কমলিনী রাই
কমলাকান্তের কাম-রূপ সদায়
কামী-প্রেমী সে দুইজন হয়
প্রণয় কেমনে।।

সহজে দেয় রাই রতি দান
শ্যাম রতি কে হয় সে প্রমাণ,
লালন বলে, তার কি সন্ধান
পায় গুরু বিনে।।

১৪২

যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে।
তোরা আয় না মনে হয়ে খাঁটি
ধাক্কায় যেন যাস না চটে-ফেটে।।

১. "মৃণাল চলে যুগল গতি" (লা-গী, পৃঃ ২৩৩)

ও সে প্রেম-সাগরের তুফান ভারী
ধাক্কা লাগে ব্রহ্ম পুরী,
কর্ম-যোগে ধর্ম-তরী
কার কার তাতে বেঁচে ওঠে ॥

চতুরালী থাকলে বল,
প্রেম যাচ্‌নায় বাধবে কল,[১]
হারিয়ে শেষে দু'টি কুল
কাঁদাকাটি লাগবে পথে-ঘাটে।

আগে দুঃখ পাছে সুখ হয়,[২]
শুয়ে-বয়ে কেউ যদি রয়,
লালন বলে, প্রেমের পরশ পায়
সামান্য মনে কি তাই ঘটে

১৪৩

গৌর কি আইন আনিল নদীয়ায়
এতো জীবের সম্ভব নয় ॥
আন্‌কা আচার আন্‌কা বিচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥

১. 'ফলো', ২. আগে পাছে সুখ হয় (লা-গী, পৃঃ ১১৪)

ধর্মাধর্ম বলিতে
কিছু মাত্র নাই সাথে[১]
প্রেমের গুণ গায়।
আবার জেতে বোল রাখে না সে তো
করলে একাকার ময় ।।

শুদ্ধ-অশুদ্ধ নাই জ্ঞান
শতবার খেয়ে একবার চান্
করেন সদায়।
আবার অশুদ্ধেরে শুদ্ধ করে[২]
জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায় ।।

যবন ছিল দবীর খাস,
তারে গোসাঁই নাম প্রকাশ
করলে গৌর রায়।
লালন বলে, যবন বংশে[৩]
জামালকে কিঞ্চিৎ নজির দেয় ।।[৪]

১. 'কিছুমাত্র নাই তাতে'—(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৬৪)
২. অসাধ্যরে সাধ্য করে (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৬৪)
৩. অধিন লালন বলে মসিল বংশে (লা-গী)
৪. জামালকে কিঞ্চিৎ লজিয় দেয় (আদর্শ খাতা)

১৪৪

ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে।
এমন তরুণ বয়সে[১] নিমাই,
ঘর ছেড়ে ফকীরী নিলে॥

ধন্য রে ভারতী যিনি
সোনার অঙ্গে দেয় কৌপিনী
শিখাইলে হরির ধ্বনি
করেতে করঙ্গ নিলে॥

ধন্য পিতা বলি তারি
ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী
যার ঘরে গৌরাঙ্গ-হরি
মানুষ রূপে জন্মাইলে॥

ধন্য রে নদীয়াবাসী,
হেরিল গৌরাঙ্গ-শশী
যে বলে সে জীব-সন্ন্যাসী
লালন কয়, সে ফেরে প'লে॥

১৪৫

বল রে নিমাই, বল আমারে।
রাধা বলে আজগুবী[২] আজ
কাঁদলি কেন ঘুমের ঘোরে॥

১. 'এমন বয়সে' (লা-গী, পৃঃ ২১৭), ২. অ-জাগরে)

সেই রাধার কি মহিমা
কেউ না দিতে পারে সীমা।
ধ্যানে যারে পায় না ব্রহ্মা
ও তুই কিরূপ জানলি সে রাধারে ।।

রাধে তোমার কে হয় নিমাই,
সত্য করে বল আমায়
এমন বালক সময়
এ বোল কে শিখালে তোরে ।।

তুমি শিশু ছেলে আমার,
মা হয়ে ভেদ পাই নে তোমার,
লালন কয়, শচীর কুমার
জগৎ ফেললে চমৎকারে ।।[১]

১৪৬

কে আজ কৌপীন পরালে তোরে।
তার কি দয়া-মায়া নাই অন্তরে ।।
এক পুত্র তুই রে নিমাই,
অভাগিনীর আর কেহ নাই ;
কি দোষে আমায় ছেড়ে রে নিমাই
ফকীর হলি এমন বয়সে রে ।।

---

১. করলে চমৎকার—আদর্শ পুঁথির পাঠ ছিল, তবে ছন্দের অনুরোধে 'লালন-গীতিকা'র পাঠটিই গ্রহণীয় মনে হল ; যথা,— 'ফেললে চমৎকারে'।

মনে ইহাই ছিল তোরি
হবি রে নাছের ভিখারী[১]
তবে কেন বিয়ে করলি পরের মেয়ে
কেমনে আজ আমি রাখব তারে ।।

ত্যজ্য করে পিতা-মাতা
কি ধর্ম আজ জান্‌বি কোথা
মায়ের কথায় চল, কৌপীন খুলে ফেল,
লালন কয়, যেরূপ তোর মায়ে কয় রে

১৪৭

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে।
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা,
তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে ।।

কল্পতরু হও রে যদি
তবু মা-বাপ গুরু নিধি,
এ গুরু ছাড়িয়ে বিধি
কে তোরে দিয়েছে হাঁ রে ।।

আগে যদি জানলে ইহা
তবে কেন করলে বিয়া,
এক্ষণে সে বিষ্ণু-প্রিয়া
কেমনে রাখিব ঘরে ।।

১. পথের ভিখারী (লা-গী, পৃঃ ২২০)
২. "লালন কয় যেরূপ যার মায়ে কয়রে" (লা-গী, পৃঃ ২২০)

নদীয়ার ভাবের কথা
অধীন লালন কি জানে তা,
হা হুতাশে শচী মাতা
বলে নিমাই, দেখা দে রে ।।

১১৮

সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে।
ভুলেছে ভারতীর কথায়,
এমন কথা কেন বল সবে ।।

যখন ব্রজবাসী ছিল,
ব্রজে সব ভুলাইল
সেই নাগরা নদেয় এল
দেখ নদের কারে না ভুলাবে ।।

(ও সে) আপনি হয়ে কপট ভোলা
ত্রি-জগতের মন ছলা
কে বোঝে তার লীলা-খেলা,
বুঝতে গেলে সেই যে ভুলে যাবে ।।

তারে ছেলে বলে যে লোক সকল
সে পাগল তার বংশ পাগল
লালন কয়, আমি এক পাগল
গুরুতে বেড়াই গৌর ভেবে ।।[১]

১· 'গুরু ছেড়ে বেড়াই গৌর ভেবে' (লা-গী, পৃঃ ২২১)

১৪৯

ঘরে কি হয় না ফকীরী।
কেন হলি রে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥

ভ্রমি বার [১] বসে তের,
আরও তো হতে পারে কার,
বনে গেলে হয়, সেও তো কথা নয়
মন না হলে নির্বিকারী ॥

মন না মুড়ায়ে কেশ মুড়ালে
তাইতে কি রতন মেলে,
মন দিয়ে মন বেঁধেছ যে জন
তারি কাছে সদায় বাঁধা হরি ॥

ফিরে ঘরে চল রে নিমাই
ঘরে সাধলে হবে কামাই
বলে এই কথা কাঁদে শচী মাতা
লালন বলে, লীলের বালিহারী ॥

১৫০

এ ধন-যৌবন চির দিনের নয়।
অতি বিনয় করে নিমাই মায়েরে কয়

১. ভিমরে বার (নিজস্ব সংগৃহীত গানের পাঠ)

কোন দিন পবন ছেড়ে যাবে
এ দেহ শ্মশানে যাবে
কোঠা-বালা ঘর কোথায় রবে কার,
লোভ-লালসে কেবল দুকুল হারায় ।।

কেউ রাজা কেউ বাদশা গিরি,
ছাড়িয়ে কেউ হয় ফকীরী,
আমি এ নিমাই কি ছার নিমাই
কি ধন ছেড়ে বেহাল লয়েছি গায় ।।

রও শচী মা গৃহে যেয়ে
আমারে বিসর্জন দিয়ে
এই বলে নিমাই ধরে মায়ের পায়
লালন বলে, ধন্য ধন্য নিমাই ।।

১৫১

কি কঠিন ভারতী না জানি ।
পরাইল কোন প্রাণে কপিনী ।।

হেন ছেলে ফকীর হয় যার
শত শত ধন্য সে মার,
কেমন রয়েছে সে ঘর
ছেড়ে সোনার গৌরমণি ।।

পরের ছেলে দেখিয়ে এ হাল
শোকানলে আমরা বেহাল,
না জানি এ শোকের কি হাল
জ্বলছে উহার মা-জননী ।।

তারে যে দিয়েছে এ কপিনী ডোর,
তারে বিধি দেখাইত মোর,
ঘুচ'ইত মনের ঘোর
লালন বলে, কিছু বাণী ॥

১৫২

আজ আমার অন্তরে কি হল গো সই।
আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদ গৌর হেরে
আমি যেন আমি নাই ॥

আজ আমার গৌরপদে মন হরিল,
আর কিছু লাগে না ভাল,
আমার সদাই মনের চিন্তা ঐ ॥

আমার সর্বস্ব ধন
চাঁদ গৌরাঙ্গ ধন
সে ধন কিসে পাই গো তাই শুধাই ॥

যদি মরি গৌর-বিচ্ছেদ বাণে
গৌর নাম শুনাইও আমার কানে,
সর্বাঙ্গে লেখো নামেই বই ॥

ঐ বর দে গো সবে
আমি জন্মে জন্মে যেন
ঐ গৌর-পদে দাসী হই ॥

বন পোড়ে তা সবাই দেখে
মনের আগুন কে বা দেখে,
আমার রসরাজ চৈতন্য বই ।।

গোপীর এমনি পড়ে দশা
ও কি মরণ [১] দশা
অবোধ লালন রে তোর সে ভাব কই ।।

১৫৩

সামান্য জ্ঞানে কি তার মর্ম জানা যায় ।
যে ভাবে অটল হরি এলে নদীয়ায় ।।
জীব তরাণে অংশ হতে
বাঞ্ছা তার নিজে আসিতে
আরও বাঞ্ছা হয় তাতে
অঙ্গদের বাঞ্ছায় ।।

শুনে অঙ্গদের হুহুংকারী
এল কৃষ্ণ নদে পুরী
বেদের অগোচর তারি
সেই লীলে হয় ।।

ধন্য রে গৌর অবতার
কলিকালে হল প্রচার
কলির জীব পাইল নিস্তার
লালন গোল বাধায় ।।

১. মনন

১৫৪

দাঁড়া কানাই একবার দেখি।
কে তোরে করিল বেহাল
হলি রে কোন দুঃখের-দুঃখী ॥

পরনে ছিল পীত ধড়া
মাথায় ছিল মোহন চূড়া
সে বেশ হইল ছাড়া
বেহাল বেশ নিলি কোন সুখী ॥

ধেনু রাখতে মোদের সাথে
আবা আবা[১] ধ্বনি দিতে
এখন এলে নদীয়াতে
হরির ধ্বনি দাও এ ভাবে কি ॥

ভুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর
আমি সেই ছিদাম নফর
লালন কয়, ভাব শুনে বিভোর
দেখিলে সফল হত আঁখি ॥

১৫৫

কে তোমায় এ ভূষণে সাজাইল বল শুনি।
জেন্দা দেহে মরার বেশ
খিরকা তাজ আর ডোর কপিনী

১. 'আবাই আবাই ধ্বনি দিতে' (লা-গী, পৃঃ ২৪)

জ্যান্তে মরার পোশাক পরা
আপনি ছরাদ্দ আপনি সারা,
ভব-লোকে ভয়ংকরা
দেখে অসম্ভব করণি ।।

মরণের আগে মরে
শমনে ছোঁবে না তারে,
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনি ।।

সেজেছ সাজ ভালই তো রে
মরে যদি ডুবতে পারো
লালন কয়, যদি ফের
দুকুল হবে অপমানী ।।[১]

১· 'লালন-গীতিকা'র পাঠটি বড়ো মজার। তার প্রথম অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি···

"কে তোমায় এ বেশ ভূষণে সাজাইল বল শুনি।
জেন্দা দেহে মরন্দারো বেশ বোরকা তাজ
আর ডোর কোপিনী ।।
জেন্দা মরার পোষাক পরা
আপন ছরছাদ আপনি সারা
ভবো ডঙ্কাবা দেখে অসম্ভাব করনি ।।"
(পৃঃ ২৪৮)

১৫৬

মনের কথা বলব কারে।
মন জানে আর জানে, মরমে মজেছি মন—
দিয়ে যারে।।

মনের তিনটি বাসনা
নদীয়ায় করব সাধনা,
নইলে মনের বিয়োগ যায় না
তাইতে ছিদাম এ হাল মোরে।।

কটিতে কৌপীন পরিব
করেতে করঙ্গ লব
মনের মানুষ মনে রাখব
কর জোগাব মনের শিবে।।

যে দায়ের দায় আমার এমন
রসিক বিনে বুঝবে কোন্ জন
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন
লালন কয় সে বিনয় করে।।

১৫৭

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো।
ও তার ব্রজের ভাবে কি অ-স্নুসার ছিল।

গোলকেরি ভাব ত্যজিয়ে সে ভাব
প্রভু ব্রজ পুরে লয়েছিল যেহি ভাব
এবে নাহি তো সে ভাব দেখি নতুন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হল।।

সত্য যুগে সংগী কে সখী ছিল
ত্রেতায় সংগী সীতালক্ষ্মী হল
এবার দ্বাপরের সংগিনী রাধা-রঙ্গিনী
কলির ভাবে তারা কোথায় বল ।।

কলি যুগের ভাব একি বিষম ভাব
নাহি ব্রত-পূজা নাহি অন্য লাভ
ছিল দণ্ডী বেশ কেবল দণ্ড কমণ্ডলু
নিতাই আবার তাহা ভেঙ্গে দিল।।

উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হল দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়,
করল তিনটি লীলা একা নদীয়ায়
লালন ভেবে দিশে নাহি পেল ।।

১৫৮

শুনি অজান এক মানুষের কথা
প্রভু গৌর চাঁদ মুড়ালে মাথা ।।

হায় মানুষ কোথায় সে মানুষ,
বলে প্রভু হলেন বেহুশ
দেখে সব নদীয়ার মানুষ
বলে না তা ।।

কোন মানুষের দায়ে গৌর পাগল
পাগল করলে নদের সকাল
রাখলে না কারো জাতের বোল
প্রেমে একাকার করলে সেথা ।।

যার চিন্তে জগত চিন্তে
তার চিন্তে কার চিন্তে
লালন বলে, হলে চিন্তে
কে গো আছে সেই অচিন তা ॥

১৫৯

বল গো সজনী আমায় কেমন গো সে গৌরমণি।
জগত জনার মন নামে করে পাগলিনী ॥
এবার যদি দেখতাম তারে
রাখতাম সে রূপ হৃদয় পুরে
রোগ-শোক সব যেত দূরে
শীতল হতো মহাপ্রাণী ॥

মন-মোহিনীর মন-হরা
দেখবি কোথা সেই যে গোরা
আমায় লয়ে চল গো তোরা
দেখে শীতল হই গো ধনি ॥

নদেবাসীর ভাগ্যে ছিল
গৌর হেরে মুক্তি পেল
অবোধ লালন ফেরে প'ল,
না পেয়ে সে চরণ খানি।

১৬০

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামাল্যে
কি পারবি তোরা।
কুল-শীল ইস্তফা দিয়ে
হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥

থেকে থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয় গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জানবি কেমন কঠিন ধারা ।।

পুরুষ-নারীর ভাব থাকিতে
পারবি নে সে ভাব রাখিতে,
আপনার আপনি হয় ভুলিতে
যে জন গোর রূপ নিহারা ।।

গৃহে ছিলি ভালই ছিলি,
গৌর হাটায় মরতে এলি
লালন বলে, কি আর বলি,
দু'কুল যেন হোস নে হারা ।।

১৬১

যদি গৌর চাঁদকে পাই ।
গেল গেল এ ছার কুল
তাতে ক্ষতি নাই ।।

জন্মিলে মরিতে হবে
কুল কি কারো সংগে যাবে,
মিছে কেবল দু'দিন ভবে
করি কুলের বড়াই ।।

কি ছার কুলের গৌরব করি
অকুলের কুল গৌর হরি,
ভব তরঙ্গের তরী গৌর গোঁসাই ॥

ছিলাম কুলের কুলবালা,
কন্ধে নিলাম আঁচলা-ঝোলা,
লালন বলে, গৌর-বালা
আর কারে ডরাই ॥

১৬২

কাজ কি আমার এ ছার কুলে।
আমার গৌর চাঁদকে যদি মেলে ॥

মন চোরা পসরা গৌর রায়
অকুলের কুল জগতময়
রে লোকাকুল আশায়
সে কুল দোষায়
বিপদ ঘটিবে তার কপালে ॥

কুলে কালি দিয়ে ভজিব সাঁই
অন্তিম কালে বাঁধব তাই,
ভব বন্ধুজনে কি করে তখন,
দীনবন্ধুর দয়া হইলে ॥

কুল গৌরবী লোক যারা,
গুরু গৌরব কি জানে তারা
যে ভাবের লাভ জানা যাবে সব
লালন বলে, আখের হিসাব কালে ।।

১৬৩

কি বলিস গো তোরা আজ আমারে ।
চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ ফণী
দংশিলে যার হৃদয়-মাঝারে ।।

গৌরাঙ্গ রূপের কালে যারে দংশায়
সে ধাইত কি বুঝে উজায়
বিষ ক্ষণেক জল খানিক সাজায়
ধন্বন্তরী ঔষধ যায় গো ফিরে ।।

ভুলব না ভুলব না বলি,
কটাক্ষেতে অমনি ভুলি,
জ্ঞান পবন যায় সকলি
ব্রহ্ম মন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ।।

যদি মেলে রসিক সুজন
রসিক জনার জুড়ায় জীবন
বিনয় করে বলছে লালন,
অরসিকের দুঃখ ধরে ।।

১৬৪

আমার এ কি কবার কথা
আপন বেগে আপনি মরি।
গৌর এসে হৃদয় বসে
করে আমার মন চুরি॥

কি বা গৌর রূপ লম্পটে
ধৈর্য ছুরি দেয় গো কেটে,
লজ্জা-ভয় সব পালায় ছুটে
যখন ঐ রূপ মনে করি॥

গৌর দেখা দিয়ে ঘুমের ঘোরে
চেতন হয়ে পাই নে তারে
পলাইল কোন শহরে
নব দলের রাসবিহারী॥[১]

মেঘে যেমন চাতকেরে
দেখা দিয়ে ফাঁকি করে
লালন বলে, তাই আমারে
করলেন গুরু বরাবরি॥

১৬৫

তা কি পারবি তোরা সেই প্রেম সাধনে।
যে প্রেমেতে কিশোরী-কিশোর মজেছে দু'জনে॥

১. রস-বিহারি

সে যে শুশায় শাশায় না ছাড়ে শ্বাস,
উজান তরী চালায় বার মাস ;
সন্ধি জানা বড় সেনা
কঠিন জীবের মনে ॥

লাগিলে সে অরুণের কিরণ
কমলিনীর প্রফুল্ল যেমন
সাধলে রতি তেমনি গতি
আকর্ষণে টানে ॥

কামে থেকে নিষ্কামী যে হয়
কাম-রতিতে শক্তির আশ্রয়
লালন ফকীর ফাঁকে দাঁড়ায়
সে ভাব কঠিন দেখে-শুনে ॥

১৬৬

ও সে প্রেম করা কি কথার কথা।
প্রেমে মজে হরির হল গলায় খেঁতা ॥

এক দিন রাধে মান করিয়ে,
ছিলেন ধনি শ্যাম ত্যজিয়ে,
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে
মুড়ালে মাথা ॥

আর এক প্রেমে মজে ভোলা
শ্মশানে মশানে খেলা,
গলে শক্তি হাড়ের মালা
পাগল অবস্থা ॥

রূপ সনাতন উজির ছিল
প্রেমে মজে ফকীর হল,
লালন বলে, এমনি জেনো
প্রেমের ক্ষমতা ॥

১৬৭

তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে ।
দিয়েছি মন যে চরণে ॥

আমি যে দিকে ফিরি
সেই দিকে হরি
ঐ রূপের মাধুরী
দুই নয়নে ॥

তোরা বলিস কালো কালো,
কালো নয় সে চাঁদের আলো,
সেই যে কালা চাঁদ নাই আর এমন চাঁদ
সে চাঁদের তুল্য তাহারি সনে ॥

দেবের দেব শিব-ভোলা,
তার গুরু ঐ চিকন কালা,
তোরা বলিস চিরকাল তারি গো রাখাল
কেমন রাখাল জানগা বেদ-পুরাণে ।।

সাধে কি মজেছে রাধে,
সে কালার প্রেম-ফাঁদে
সে তোরা কি জানবি,
লালন বলে, বল্লে কি মানবি
শ্যামের গুণ রাই জানে ।।

১৬৮

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা।
আছে রাধা-রূপে রসান করা ।।

তামাতে সোনা হল করিলে
চিনে নেওয়া কি কঠিন বলে ;
এমনি রাধার অঙ্গ অঙ্গ পরশিলে
তাইতে কাল রূপে গৌর রূপের পারা ।।

আহা মরি মরি, এ কি রে ভাব অঙ্গ,
অন্তরে কাল রূপ বাহিরে গৌরাঙ্গ ;
গোরা পেয়েছিল ভাল ভাবিনীর সঙ্গ
তাইতে রূপে রূপ ব্যেপে রেখেছে ধরা ।।

গোরার ভাব বুঝিতে পারে কে এমন
ছিল পুরুষ করল নারীর বেশ ধারণ,
গুরু অনুসারে কহিছে লালন,
আছে শতদলে ভাব নিহারা ।।

১৬৯

এ গোরা কি শুধুই গোরা, ওগো নাগরী ।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ কেমন শ্রী ।।

শ্যাম-অঙ্গ গৌরাঙ্গ মাখা
নয়ন দু'টি বাঁকা বাঁকা,
মনে যেন দিচ্ছে দেখা,
ব্রজের হরি ।।

না জানি কোন ভাব লয়ে
এসেছে শ্যাম গৌর হয়ে,
কয় দিন বা রাখবে ঢাকিয়ে
নিজ মাধুরী ।।

যে হোক সে হোক না গোরা,
করবে কুলের কুলসারা,
লালন বলে, দেখবে যারা
সৌভাগ্য তারি ।।

১৭০

গোল কর না ও নাগরী, গোল কর না গো।
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি, কেমন গৌরাঙ্গ ॥

সাধু কি ও যাদুকারী
এসেছে এই নদে পুরী,
খাটবে না হেথা ভারী ভুরি
তাই কি ভেবেছ ॥

বেদ-পুরাণে কয় সমাচার,
কলিতে আর নাই[১] অবতার,
তবে যে কয় সেই গিরিধর
এসেছে দেখ ॥

বেদে যা নাই তাই যদি হয়,
পুঁথি পড়ে কেন মরতে যাই,
লালন বলে, ভজবো সবাই
তবে ঐ গৌর পদ ॥

---

১. 'লালন-গীতিকা'য় এখানে লেখা হ'য়েছে—
"বেদ পুরাণে কয় সমাচার,
কলিতে আর অবতার,
তবে সে কয় সেই গিরিধর,
এসেছে দেখো ॥"
মনে হয়, মাঝখানে 'না' শব্দটি ভুলে বাদ পড়েছে। অর্থাৎ "কলিতে আর 'নাই' অবতার।" (পৃঃ ২১৩)

১৭১

গৌর-প্রেম অথাই, আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়।
এখনও আমার প্রাণ বাঁচা ভার, করি কি উপায় ॥

ইন্দ্রবারি শাসিত করে,
উজান-ভাঁটা বইতে পারে,
সে ভাব আমার নাই অন্তরে
কৈট সাধি কথায় ॥

একে সে প্রেম নদীর জলে,
থাই মেলে না নোঙর ফেলে,
বে-হুঁশিয়ারে নাইতে গেলে
কাম-কুমীরে খায় ॥

গৌর-প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে কাটা যেতে কাটা,
না বুঝে মুড়ালাম মাথা,
অধীন লালন কয় ॥

১৭২

আগে কে জানে গো এমন হবে।
গৌর-প্রেম করে আমার কুল-মান যাবে ॥

ছিলাম কুলের কুলবালা
প্রেম-ফাঁসের ফাঁসে বাঁধলো গলা,
টানলে তো আর না যায় খোলা,
বল্লে কে বোঝে ॥

যা হবার তাই হল আমার,
সে সব কথায় কি ফল আমার,
জল খেয়ে জাতের বিচার,
করলে কি হবে ।।

এখন আমি এই বর চাই
যাতে মজলাম তাই যেন পাই
লালন বলে, কুল বালাই
গেল যাক ভবে ।।

১৭৩

যে প্রেমে শ্যাম গৌর হয়েছে ।
সামান্যে তার মর্ম জানা
সাধ্য কি আছে ।।

না জেনে সে প্রেমের অর্থ
আন্দাজী প্রেম করছে কত
মরণ ফাঁসী নিচ্ছে সে ত
পস্তাবে শেষে

মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
হাওয়া ধরে বয় তরণী
তেমনি জেনো প্রেম করণী
রসিকের কাছে

গোঁসাই অনুসংগী যারা
এবে সে প্রেম জানবে তারা
লালন ফকীর নেংটি এড়া
প'লো ইন্দ্র লালকে ॥

১৭৪

এ-কুল রাখি কি ও-কূল রাখি।
গৌর-রূপ হেরে আমার হল এ কি ॥

না দেখে রূপ ছিলাম ভাল,
কেন রূপে নয়ন গেল,
গৃহ-কুল আর গৌর-কুল
যাই কোন দিকি ॥

আসতে কাটা যেতে কাটা
গৌর হেরে,
প্রাণ আমার যাবে দো-ধারে
লালন এখন কারে
বোলবে কি ॥

১৭৫

তারে চিনবে কে এই মানুষে।
মেরে সাঁই ফেরে কি রূপ সে।

গোলকে অটল হরি,
ব্রজপুরে বংশীধারী,
হলেন নদীয়াতে অবতারি
ভক্তরূপে প্রকাশে ।।

মায়ের গুরু, পুতের শিষ্য
দেখে জীবের জ্ঞান নৈরাশ্য
এবার কি তাহরে মনের উদ্দিশ্য
ভেবে বোঝা যায় কিসে ।।

আমি বলি নয় নিরাকার
সে ফেরে স্বরূপ আকার,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
কই হলো রে সে দিশে ।।

১৭৬

হরি কাঁদে হরি ব'লে কেনে ।
বারি বহে দুই নয়নে ।।

হরি বলে হরি তোরা
নয়নে বয় জল-ধারা,
কি ছলে এসেছে গোরা
এই নদীয়া ভুবনে ।।

মোরা যত পুরুষ নারী,
দেখিতে আইলাম হরি,
হরিকে হরিল হরি
জানি সে হরি কোন খানে

গৌর হরি দেখে এবার
কত পুরুষ-নারী ছেড়ে যায় ঘর
যেন সে হরি কি করে আবার
তাই লালন ভাবে মনে ॥

১৭৭

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে।
আমাদের গৌর চাঁদ ত্রিভুবনের চাঁদ,
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে ॥

গৌর চাঁদ শ্যাম চাঁদেরি আভা,
কোটি চন্দ্র যিনি পূর্ণ শোভা,
রূপে মুনির মন করে আকর্ষণ,
ক্ষুধা শান্ত সুধা বরিষণে ॥

গোলকেরি চাঁদ গোকুলের চাঁদ
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাঁদ,
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ॥

লয়েছি এই গলে গৌর চাঁদের ফাঁদ
আর শুনি আছে পরম চাঁদ,
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন,
আমার নাই উপায় চাঁদ গৌর বিনে ॥

১৭৮

কেন সে চাঁদের জন্য চাঁদ কাঁদে রে।
দেখে-শুনে ভাবছি বসে কথা কই কারে ॥
আমরা দেখে এই গোর চাঁদ,
ধরবো বলে পেতে আছি ফাঁদ,
আবার কোন চাঁদেতে এ চাঁদেরো মন হরে ॥

জীবেরে কি ভুল দিতে সবায়
গোর চাঁদ আর চাঁদের কথা কয়,
পাই নে এবার কি ভাব উহার অন্তরে ॥

এ চাঁদ সে চাঁদ করে ভাবনা
মন আমার আজ হলো দোটানা,
বলছে লালন, পড়লাম এখন
কি ঘোরে ॥

১৭৯

বল বল কে দেখেছে গোর চাঁদেরে।
গোর গোপীনাথ মন্দিরে গেল
আর তো ফিরে এল না রে

যার লেগে কুল গেল,
সেই আমাদের ফাঁকি দিল,
কলংকী নাম প্রকাশ হল,
কি বল গো আজ আমারে।

দরশনে দুর্গতি যায়
পরশে পরশ করে নিশ্চয়,
হেন চাঁদ হইয়ে উদয়
লুকাইল কোন শহরে ॥

শুধু গোর নয় গোরাঙ্গ,
অন্তরে আছে গোরাঙ্গ,
লালন বলে, হেন সংগ
পেলাম না করমের ফেরে ॥

১৮০

তোরা কেউ যাস নে ও পাগলের কাছে।
তিন পাগলে হল মেলা নদেয় এসে ॥

একটা পাগলামো করে,
কোল দেয় জাইত অজাইতেরে
দৌড়িয়ে যেয়ে।
ও তার নাই জাইতের বোল
এমন পাগল কে দেখেছে

একটা নারকেলের মালা
তাদের জল খাওয়া ফেলা
করঙ্গ সে।
আবার হরি বলে পড়ছে ঢলে
ধূলার মাঝে ॥

দেখতে যে যাবি পাগল
সেই তো হবি পাগল
বুঝবি শেষে।
ছেড়ে তার ঘর-দুয়ার
ফিরবি নেচে[১]।।

পাগলের নামটি এমন
বলিতে অধীন লালন
হয় তরাশে।
চৈতে, নিতে, অদ্বে[২] পাগল
নাম ধরেছে।।

১৮১

মরা গৌর স্বয়ং কার শিক্ষায় বলি।
গৌর বলে হরি বলতে শুনতে পাই তা সকলি।।

শুধাই কোন জনে বলে
আমি না চাই তুল্য
সে বাক্য হলে অমান্য
কই থাকে গুরু প্রণালী।

১. 'ফিরবি নে যে' (লা-গী, পৃঃ ২১৬)
২. "জেতে, নিতে অঙ্গে পাগল
নাম ধরেছে।। (লা-গী, পৃঃ ২১৬)

বলা বাহুল্য, 'লালন-গীতিকা'-সম্পাদক সাহেবদ্বয় এর মানে ধরতে পারেন নি ; আসলে ওগুলি হবে (১) 'চৈতে=চৈতন্য, (২) নিতে= নিত্যানন্দ ও (৩) অদ্বে বা অদ্বৈতাচার্য।

গুরুবাক্য লঙ্ঘন হলে
আন্দাজী পণ্ডিত হলে
নিকাশী ফাঁস বাঁধবে গলে
জেনে-শুনে কেন ভুলি ॥

চৈতন্য চেতন সদায়,
জন্ম-মৃত্যু তার কিছুই নাই
লালন ভাবে, সে মূল কোথায়
কেন বাধাই গোলমালি ॥

১৮২

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই, কোন দিকে দেই আঁখি ॥

গুরু গৌর রহিল দুই ঠাঁই,
কি রূপে এক রূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন
সকল হবে ফাঁকি ॥

প্রবৃত্তির[১] নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি কিসে হবে সাধনা,
মিছে সদায় সাধু হাটায়
নাম পাড়ায়ে সাধ কি ॥

১ 'প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা' (লা-গী, পৃঃ ৫৯)

কএরাজ্যে হলে দুইজন রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে, তেমনি গোলে
খাতায় প'ল বাকী ॥

১৮৩

মানুষ নুকাইল কোন শহরে ।
এবার খুঁজে মানুষ পাই নে তারে ॥

ব্রজ ছেড়ে নদেয় এল
তার পূর্বাস্তর খবর ছিল,
এবার নদে ছেড়ে কোথায় গেল
যে জানো সে বল মোরে ॥

স্বরূপে সে রূপ দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মত থেকে কোথা
প্রভু খানিক বারাম দেয় রে ॥

কেউ বলে তার নিজ ভজন
লয়ে নিজ দেশে গমন,
মনে মনে ভাবে লালন,
এবার সে নিজ দেশ বলি কারে ॥

১৮৪

আর কি গৌর আসবে ফিরে।
মানুষ ভজে যে যা কর,
গৌর গিয়েছে সে-রে ।।

একবার এসে এই নদীয়ায়,
মানুষ রূপে হয়ে উদয়,
প্রেম বিলালে যথা তথায়
গেলেন প্রভু নিজ পুরে ।।

চার যুগের ভজন আদি,
বেদেতে রাখিয়ে বিধি
বেদেতে নিগূঢ় রসপন্থী
সঁপে গেলেন শ্রীরূপে রে।

আর কি আসিবে অদ্বৈত গোঁসাই,
আনিবে গৌর এই নদীয়ায়
লালন বলে, ও দয়াময়
কে জানিবে এ সংসারে ।।

১৮৫

দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না।
চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না ।।

দৃঢ় বিশ্বাস করিয়ে মন[১]
ধর নিতাই চাঁদের চরণ
এবার পার হবি, পার হবি তুফান
অ-পারে কেউ থাকবে না ।।

হরি নামের তরী লয়ে
ফিরছে নিতাই নেয়ে হয়ে
এমন দয়াল চাঁদকে পেয়ে
শরণ কেন নিলে না ।।

কলির জীবকে হয়ে সদয়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই,
অধীন লালন বলে, মন চল যাই
এমন দয়াল মিলবে না ।।

১৮৬

ধন্য রে রূপ সনাতন জগত মাঝে ।
উজিরানা ত্যজিয়ে সে না
কপিনি সার করেছে ।।

শাল-দোশালা ত্যজিয়ে সনাতন
সে কপিনী কাঁথা করিল ধারণ,
অন্ন বিনে শাক-শুখানে
ও সে জীবন রক্ষা করিয়েছে ।।

১. 'করি এখন' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ২৪)

সে ছাড়িয়ে লোকের আলাপন
একা প্রাণী কোন পথে ভ্রমণ,
বন পশুকে শুধায় ডেকে
ব্রজে যাই আজ কোন পথে ॥

সে না আহা প্রভু বলিয়ে আকুল হয়,
অমনি অঘাটে অ-পথে পড়ে রয়,
লালন বলে, এমনি হালে
গুরুর দেখা হয়েছে ॥

১৮৭

আমি যার ভাবে মুড়েছি মাথা।
সে জানে আর মনে জানে
আর জানবে কে তা ॥

মনের মানুষ রাখব মনে
বলব না তা কারও সনে
তার ঋণ শুধিব কতদিনে,
মনে সদাই সেই চিন্তা ॥

সুখের কথা বোঝে সুখী
দুঃখের কথা বোঝে দুঃখী
ও সে পাগল বিনে পাগলের কি
বোঝে মনের কথা[১] ॥

১. 'ব্যথা' রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার পাঠ (লা-গী, পৃঃ ২০৮)

যা রে ছিদাম যা তুই রে ভাই
আমার হাল আর শুনে কাজ নাই
বিনয় করে বলছে কানাই
লালন পদে রচে[১] তা ।।

১৮৮

ওরে মন আমার, গেল জানা ।
কার রবে না এ ধন জীবন যৌবন
তবে রে মন কেন এত বাসনা ।।

একবার সবুরেরি [২] দেশে
বও দেখি দম কসে
উঠিস না রে ভেসে
পেয়ে যন্ত্রণা ।।

যে করিল কালার চরণেরি আশা,
জান না রে ও মন তাহার কি দুর্দশা,
ভক্ত বলী রাজা ছিল,
রাজত্ব তার নিল
বামুন রূপে প্রভু করে ছলনা

১. রহে (লা-গী, পৃঃ ২০৮)
২. লালন-গীতিকায় 'সবুরেরই দেশে'-এর বদলে 'ডুবুরেরো' দেশে' আছে। এর কোনো মানে হয় না। 'সবুর' শব্দের মানে 'ধৈর্য'।

কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল
অতিথি রূপে তার সবংশ নাশিল,
তবু অনুরাগী না হইল যোগী
অতিথে মন করিল সান্ত্বনা ।।

প্রহ্লাদ চরিত্র দেখেছি এ ধামে,
কত কষ্ট তার হল কৃষ্ণ-নামে,
তারে অগ্নিতে ফেলিল
জলে ডুবাইল,
তবু না না ছাড়িল
শ্রীনাম-সাধনা ।।

রামের ভক্ত ছিল লক্ষ্মণ সর্বকালে,
শক্তি শেল হানিল তাহার বক্ষস্থলে,
তবু রাম চন্দ্রের প্রতি না ভুলিল ভক্তি
লালন বলে, কর এ বিবেচনা ।।

১৮৯

চরণ পাই যেন অন্তিম কালে[১]
ফেল না নরাধম বলে ।।

১. পাঠান্তর—
"চরণ পাই যেন কালাকালে
ফেলনা অতুর অধম বলে ।"
* * *
দয়াল নামটি শুনিয়াছে
এ অধীন কাঙালে ।।
(ভা-স, পৃঃ ৯৭)

সাধনে পাইব তোমায়,
সে ক্ষমতা নাই হে আমায়,
দয়াল নাম শুনিয়ে আশায়
আছি অধীন কাঙালে ॥

জগাই মাধাই পাপী ছিল
কাদা ফেলে গায় মারিল
তাহে প্রভুর দয়া হল
আমায় দয়া কর[১] সেই হালে ॥

ভারত পুরাণে শুনি,
পতিত পাবন[২] নামের ধ্বনি,
লালন বলে, সত্য জানি
আমারে চরণ দিলে ॥

১৯০

আমায় চরণ ছাড়া করো না দয়াল হরি।
আমি অধম পামর বটে[৩] দোহাই দেই তোমারি ॥

চরণের যোগ্য মন নয়,
তবু মন ঐ রাঙ্গা চরণ চায়,
দয়াল চাঁদের দয়া হলে
পারে যাবো অ-পারী[৪] ॥

১. 'কার দয়া' (আদর্শ পুঁথির পাঠ)
২. 'পতীত অধম' (আদর্শ পুঁথি)
৩. পাপ করি পামরা বটে (ভা-স, ১৫০ সংখ্যক গান)
৪. যেতো অনুসারী (ভা-স,১৫০ সংখ্যক গান)

অনিত্য সুখের সব ঠাঁই
তাই দিয়ে জীব ভুলাও গোঁসাই,
চরণ দিতে কেন তাতে
করছো চাতুরী ॥

ক্ষম অধীন দাসের অপরাধ,
শীতল চরণ দেও হে দীন নাথ
লালন বলে, ঘুরায়ো না
হে মায়া করি ॥

১৯১

সাধুর চরণ ধূলি মোর লাগবে গায়।
হয়ে আছি আশা-সিন্ধুর কুলে সদায় ॥

চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
আছে অহর্নিশি মেঘ ধিয়ানে
তৃষ্ণা নাই মৃত্যু গতি জীবনে
সেই দশা আমায় ॥

ভজন সাধন আমাতে নাই
কেবল মহৎ নামের দেই দোহাই
নামের মহিমা জানাও গো সাঁই
পাপীর হও উদয় ॥

শুনেছি সাধুর করুণা
সাধু পরশ পরশিলে হয় গো সোনা
বুঝি আমার ভাগ্যে হল না
লালন কেঁদে কয় ।।

১৯২

গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে।
আমি পড়ে আছি অকুলে ।।

কত অধম পাপী তাপী অবহেলায় তরিলে।
জগাই মাধাই দু'টি ভাই
কাদা ফেলে মারলে গায়,
তারে তো নিলে।
আমি পাপী ডাকছি সদা
দয়া হবে কোন কালে ।।

অহল্যা পাষাণী ছিল
সেও তো মানুষ হইল,
চরণ ধূলে।
আমি তোমার কেউ নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে ।।

তোমার নাম লয়ে যদি মরি
দেখবো তবু তোমারি
আর যাব কোন কুলে।
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
মূঢ় লালন কেঁদে বলে ।।

১৯১

আর কি হবে এমন জনম বসব সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায়, ঘিরে এল কালে ।।

মানব কুলেতে আশায়
কত দেব-দেবতা বঞ্চিত হয়
এমন জনম দীন-দয়াময়
দিয়েছে কোন্ কালে[১] ।।

কত কত লক্ষ যোনি
ভ্রমণ করেছ তুমি
মানব কুলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে ।।

ভুল না রে মন-রসনা
সম্‌ঝে কর বেচা-কেনা
লালন বলে, কুল পাবা না
এবার ঠকে গেলে ।।

---

১. 'দিচ্ছে কোন্ ফলে' (লা-গী, পৃঃ ২৮২—৮৩)
'বাংলার 'বাউল ও বাউল গানে' এখানে একটু পাঠ-বৈচিত্র্য আছে—
"মানব জন্মেরি আশায়
কত দেব-দেবতা বঞ্চিত হয়,
হেন জনম দিলে দয়াময়,
দিবে কেন ফেলে ।।"
(পৃঃ ১৯)

১৯৪

জানবো হে এই পাপী হইতে।
যদি এসেছ হে গৌর জীবকে তারিতে ।।

নদীয়া-নগরে যত জন
সবারে বিলালে প্রেম ধন,
আমি নরাধম, না জানি মরম
চাইলে না হে গৌর আমার পানেতে ।।

তোমারি সু-প্রেমেরি হাওয়ায়,
কাষ্ঠের পুতলী নলিন হয়,
আমি দীন হীন ভজন বিহীন
অ-পার হয়ে বসে আছি কুলেতে[১] ।।

মালওয়া[২] পর্বতেরি উপর
যত বৃক্ষ সকলি হয় সার
কেবল যার জানা, বাঁশে সার হয় না।
লালন প'ল তেমনি অপ্রসন্ন চিতে ।।[৩]

---

১. 'বসে আছি পথে', ২. 'মলয় পর্বতেরি উপর' ;

৩. লালন প'ল তেমনি প্রেম শূন্য চিতে।

(লা-গী, পৃঃ ২৮৫—৮৬)

১৯৫

পাবে সামান্যে কে[1] তার দেখা।
যার বেদে নাই রূপ-রেখা ॥
নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে,
থাকে সদাই অচিন দেশে,
দোসর নাই কো তার পাশে
(ও) সে ফেরে একা একা ॥

সবে বলে পরম ইষ্টি
কার না হইল দৃষ্টি
স্বুরাতে[2] করিল সৃষ্টি
তাই লয়ে লেখা জোখা ॥

কিঞ্চিৎ ধ্যানে[3] মহাদেবে
সে তুলনা আর কি হবে,
লালন বলে, গুরুর ভাবে
তবে যাবে সকল ধোকা ॥

১ কি (বা বা-বা-গা, পৃঃ ৬৫), ২. 'বরাতে' আদর্শ খাতার পাঠ ; বাংলার বাউল গানেও 'বরাতে' আছে।
'লালন-গীতিকা'য় শুদ্ধ করে 'ছুরাতে' করা হয়েছে। এই পাঠই ঠিক বলে মনে করি। লালন তাঁর অন্য একটি গানেও বলেছেন—
"আপন স্বুরাতে গড়লেন আদম দয়াময়"...ইত্যাদি
পবিত্র কুরআন শরীফেও এ-কথার সমর্থন আছে। 'লালন শার ধর্মমত ও জীবন দর্শন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩. নিশ্চিত ধ্যানে (লা-গী, পৃঃ ২৮)

১৯৬

কোন রসে প্রেম সেধে হরি, গৌর বরণ হল সে।
না জেনে সে রসের মর্ম প্রেম যাজন কার হয় কিসে ।।

প্রভুর যে মত সেই মত সার,
আর যত সব যায় ছারেখার,
আমি তাইতে ঘুরি কিবা করি
ব্রজের পথ না পাই দিশে ।।

অনেকে কয় অনেক মতে
ঐক্য হয় না মনের সাথে,
ব্রজ তত্ত্ব পরম অর্থ,
কি রে তাই জানার আশে ।।

কামে থেকে নিষ্কামী হয়,
আজব একটা এও শোনা যায়,
কি তার মর্ম কে মোরে কয়
লালন তাই ভাবে বসে ।।

১৯৭

সেই প্রেম গুরু জানাও আমায়।
আমার মনের কৈথব আদি
যাতে ঘুচে যায় ।।

দাসীকে আজ নির্দয় হয়ো না,
দেও হে কিঞ্চিৎ-প্রেম উপাসনা
ব্রজের জলদ কাল গৌরাঙ্গ হল,
কোন্ প্রেম সেধে রাই বাঁকা শ্যাম রায় ।।

পুরুষ কোন্ দিন সহজ ঘটে
জানিলে মনের সন্দ যায় মিটে,
তবে যে জানি প্রেমের করণি
সহজে সহজে লেনা-দেনা হয় ।।

কোন্ প্রেমে রয় গোপীর দ্বারে
কোন প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে
বল বল তাই হে গুরু গোঁসাই
দীনের অধীন লালন বিনয় করে কয় ।।

১৯৮

সে প্রেম সামান্যেতে কি রাখা যায় ।
প্রেমে মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ।।

দেখ রে প্রেমের লেগে
হরি দিলেন দাসখত লিখে,
ষড়ৈশ্বর্য[১] ত্যজিয়ে সেজে
কাঙ্গাল হয়ে এলো নদীয়ায় ।।

১· ষড় শয্যা (আদর্শ খাতার পাঠ)
'ষড়ৈশ্বর্য তেজ্য করে
কাঙ্গাল হ'য়ে ফেরে নদীয়ায় ।।"

ব্রজে ছিল জলদ কাল,
প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হল,
সে প্রেম কি সামান্য বল
যে প্রেমের রসিক দয়াময় ।।

প্রেম-পীরিতের এমনি ধারা
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্ম চায় না তারা,
লালন বলে, প্রেমের রীতি তায় ।।

১৯৯

সামান্যে কি সেই প্রেম হবে ।
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে ।।

যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন
অকৈথব সে করণ করণ
যোগ্য অনুসার মর্ম জানে তার
অযোগ্য পাত্রে কি সে ভাব সম্ভবে

বলব কি সে প্রেমের বাণী,
কামে থেকে হয়নিষ্কামী,
শুদ্ধ সহজ রস করিয়া বিশ্বাস,
দোঁহার মন ঝরে দোঁহার ভাবে ।।

অরুণ কিরণে হয় যেমন
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন,
অতি অনন্তে দোঁহার প্রেম একান্তে
লালন কয়, রসিকের তেমনি প্রেম ভবে ।।[১]

২০০

আমার মনেরে বুঝাই কিসে।
ভব-যাতনা আমার
জ্ঞান-চক্ষে আঁধার
ঘিরলো রে যেমন রাহুতে এসে ।।

যেমন বনে আগুন লাগে,
সবাই তাহা দেখে
আমার মন-আগুন কে দেখে
মন কোঠা ফেঁসে ।।

১. "কমলিনী প্রফুল্ল-বদন,
সে যে লক্ষ যোজন অন্তে দোহার প্রেম,
একান্তে লালন কয়,
রসিকের তেমনি প্রেম-ভাব ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১১০)
লালন-গীতিকায় 'অরুণ কিরণে হয় যেমন' চরণাংশটি নেই।

যে আশাতে আমার ভবে আসা হল
অসার ভাবি যে জনম ফুরালো,
পূর্বে যে সু কীর্তি ছিল পেলাম সেই ফল
না জানি কি আর হবে রে শেষে ।।

আমি শুনে দেখি দেওয়া[১]
হয়ে যায় যে কুয়া[২]
আমার হল তেমনি সকল কর্ম ভুয়া ;
কারে বলব এ সব কথা কে ঘুচাবে ব্যথা
মন-আগুনে মন দগ্ধ হতেছে ।।

এ ভুবনে বিধি বড় বল ধরে,
কর্ম-ফাঁসে বেঁধে মারিল আমারে,
কেঁদে লালন ফকীর সদায়,
দিচ্ছে গুরুর দোহাই
আর যেন আসি নে এমন দেশে ।।

২০১

ষড় রসিক বিনে, কেবা তারে চেনে
যার নাম অধরা ।
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যে মজে
বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারা ।।

১. দেওয়া মানে 'মেঘ'—যশোর-খুলনার আঞ্চলিক শব্দ ।
২. কুয়া মানে 'কুয়াসা'—যশোর-খুলনার আঞ্চলিক শব্দ ।

বলে সপ্ত পাখির মত
সপ্তরূপ ব্যাপ্টিত
রসিকের মন নয় তাতে রত,
রসিকের মন রসেতে মগন
রূপ-রস জানিয়ে খেলছে তারা ॥

হ'লে পঞ্চতত্ত্ব জ্ঞানী পঞ্চরূপ বাখানি,
রসিক হ'লে সেও তো—লীলা রূপ গুণী,
বেদ-বিধিতে যার
লীলার নাই প্রচার
নিগুম শহরে সাঁইজি মেরা ॥

যে জন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়
সেও তো কথায় কয়
না জেনে নাম ব্রহ্ম
সার করে হৃদয়।
রসিক স্বরূপ রূপ-দর্পণে
রূপ দেখে নয়নে
লালন বলে, রসিক দীপ্তকারা ॥

২০২

কি রূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়।
নিগূঢ় সন্ধানজেনে-শুনে সাধন করতে হয় ॥

পঞ্চতত্ত্ব সাধন করে
পেত যদি সে চাঁদেরে (হে)
তবে বৈরাগীরা কেনে আঁচলা গুহুড়ি টানে
কুলের বাহির হয় সে চরণ বাঞ্ছায় ॥

বৈষ্ণবের ভজন ভাল
তাই বলিয়ে ভক্তি ছিল (হে)
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী যারা
সদায় বলে তারা
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং পরিচয় ॥

শুনি ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে তাই করে তর্ক (হে)
বস্তুজ্ঞান যার নাই,
নাম ব্রহ্মায় কি পায়
লালন কয়, দরবীশ এ কি কথা কয় ॥

২০৩

আমি কি সাধনায় পাই গো তারে ;
যার নাম অধর এই সংসারে।
কত মুনি ঋষি হদ্দ হ'ল ধ্যান করে ॥

কেউ ফকীর, কেউ হয় যোগী,
কেউ মোহান্ত, কেউ বৈরাগী,
কার বা কথায় মন-সুতায়
দেই গিরে ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী খ্রীষ্টানেরা,
নাম ব্রহ্ম সার বলেন তারা,
আবার দরবীশে কয় বস্তু কোথায়
দেখ না রে ॥

গুরু তত্ত্ব বিধি শোনা যায়
তাই তো দেখি একরূপ সে নয়,
লালন বলে, যে যা বোঝে
তাই করে ॥

২০৪

কি সাধনে পাই গো তারে।
আমার মন অহর্নিশি চায় যাহারে ॥

দান ব্রত স্তব যজ্ঞ যত,
তাহাতে সাঁই হয় না রত,
সাধু শাস্ত্রে কয় সদান্ত
মনে কোনটা জানি তাই সত্য করে ॥

পঞ্চ প্রকার মুক্তি বিধি
অষ্টাদশ প্রকারে সিদ্ধি,
এ সকল কয় হেতু ভক্তি,
ইহার বশ নাই আলেক সাঁইজি মেরে ॥

ঠিক পড়ে না প্রবৃত্তির ঘর
সাধন সিদ্ধি হয় কি প্রকার,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
নজর হয় না কিছুই কোলের ঘোরে ।।

২০৫

ভাবের উদয় যেদিন হবে ।
সেদিন হৃদ-কমলে রূপ ঝলক দিবে ।।

ভাব শূন্য হইলে হৃদয়,
বেদ পড়িলে কি ফল হয়,
ভাবের ভাবিক থাকলে সদায়
গুপ্ত ব্যক্ত খবর সব জানা যাবে ।।

শতদল সহস্র দলো
একরূপে সাঁই করে আলো
সেই রূপে সে নয়ন দিলো
মহা সমনে তার কি করিবে ।।

অদৃশ্য ভজন করা
যেমন আঁধার ঘরে সর্প ধরা,
লালন কয়, সে ভাবুক যারা
ভাবের বাতি জেলে সে চরণ পাবে ।।

২০৬

কোন্ সাধনে তারে পাই।
আমার জীবনেরি জীবন সাঁই ॥

শাক্ত শৈব বৈরাগ্য ভাব,
তাতে যদি হয় চরণ লাভ,
তবে দয়াময় কেন সর্বদায়
বিধি-ভক্তি বলে দূষিলেন তাই ॥

সাধিলে সিদ্ধির ঘরে,
শুনিলাম সে পায় না তারে
সাযুজ্যের মুক্তি পেল সে ব্যক্তি,
ঠকে যাবো অমনি শুনি রে ভাই ॥

কার গেল না রে মনের ভ্রান্ত,
পেলাম না সে ভাবের অন্ত
বলে মূঢ় লালন, ভবে এসে মন
কি করিতে না জানি কি করে যাই !

২০৭

ভবে, মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।
সর্ব-সাধন সিদ্ধি হয় তার ॥

নদী কিংবা বিল বাওড় খাল
সর্বস্থলে একই রে জল
একা মেরে সাঁই ফেরে সর্ব ঠাঁই,
মানুষে মিশায়ে হয় বেদান্তর ॥

নিরাকার জ্যোতির্ময় যে,
অকার সাকার হইল সে
যে জন দিব্যজ্ঞানী হয়,
তবে জানা যায়
হলো কলি যুগে সে মানুষ অবতার ॥

বহু তর্কে দিন বয়ে যায়,
বিশ্বাসে ধন নিকটে পায়
সিরাজ সাঁই ডেকে বলে লালনকে
কু তর্কের দোকান সে করে না আর ॥

২০৮

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবে রে তার সকল অসার,
অমূল্য ধন হাতে সেহি পাবে ॥

গুরু যার হয় কাণ্ডারী,
চালায় তার অচল তরী,
ভব-তুফান বলে ভয় কি তারি,
নেচে-গেয়ে সেই তো পারে যাবে ॥[১]

১. 'নেচে গেয়ে ভব পারে যাবে' (লা-গী, পৃঃ ২০)

আগমে নিগমে তাই কয়,
গুরু রূপে দীন-দয়াময়,
অসময়ের সখা সে হয়
অধীন হয়ে তারে ভজতে হবে[১] ।।

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধোপথে গতি হয় তার,
ফকীর লালন বলে, তাই আজ আমার
ঘটলো বুঝি মনের কু স্বভাবে ।।

২০৯

আমি কি আর বসব এমন সাধ বাজারে ।
যেন কোন্ সময় কোন্ দশা হয় আমারে ।।

সাধুর বাজারে কি আনন্দময়,
অমাবস্যা পূর্ণচন্দ্র উদয়,
আছে ভক্তি-নয়ন যার,
সে চাঁদ দৃষ্ট তার
ভব-বন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে ।।

দেবের দুর্লভ পদ সে
সাধু নাম তার শাস্ত্রে ভাসে,
ও সে গঙ্গা জননী পতিত পাবনী
সাধুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে ।।

১. 'কাঙ্গাল হয়ে যে তারে ভজিবে' (লা-গী, পৃঃ ২০)

দাসের দাস তার দাস-যোগ্য নয়,
কি ভাগ্যেতে এলাম এ চাঁদ-সভায়,
লালন কয়, আমার ভক্তি শূন্যকার
আমি আবার বুঝি প'লাম কদাচারে ।।

২১০

যে আমায় পাঠাইল এই ভাব-নগরে।
মনের আঁধার হরা চাঁদ, সেই দয়াল চাঁদ
আর কত দিনে দেখব তারে ।।

কে দিবে রে উপাসনা,
করি রে আজ কি সাধনা
কাশীতে যাই কি কাননে থাকি
কোথা গেলে পাব সে চাঁদেরে

মন-ফুলে পূজিব কি,
নাম ব্রহ্মা রসনায় জপি,
কিসে দয়া তার, হবে পাপীর পর
অধীন লালন বলে, তাইতে
প'লাম ফেরে ।।

২১১

পারো নি হেতু[১] সাধন করিতে।
যাও রে ছেড়ে জরাস্থত নাই যে দেশেতে ।।

১. নির হেতু (লা-গী, পৃঃ ২৩)। আমাদের আদর্শ পুঁথিতে প্রথম চরণে 'সাধন' স্থলে 'সাধনা' ছিল।

নি হেতু সাধক যারা
তাদের সাধন খাঁটি, জবান খাড়া।[১]
উপশাখা[২] কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে ॥

মুক্তি-পথ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তি পদ রেখে হৃদয়
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয়
সাঁই রাজী যাতে ॥

সম্‌ঝে সাধন কর ভবে
এবার গেলে আর কি হবে
লালন বলে, পড়বি তবে
লক্ষ যোনিতে ॥

২১২

তিন দিনের তিন মর্ম জেনে।
রসিক সাধন ধরে তা একই দিনে ॥

অকৈতব সে ভেদের কথা
কইতে মর্মে লাগে ব্যথা,
আবার না কইলে জীবের নাহিক নিস্তার
কয় সেই জন্যে ॥

১. করণ সারা, ২. উপসখা (লা-গী, পৃঃ ২৩)

তিন শত ষাইট রসের মাঝার,[১]
তিন রস গণ্য হয় রসিকার,
সাধিলে সে করণ এড়াবে শমন
এই ভুবনে ॥

অমাবস্যা প্রতিপদে,
দ্বিতীয়ার প্রথমে সে তো
অধীন[২] লালন বলে তাই
কার অন্বেষণ সেই
যোগের সনে ॥

২১৩

যে জন পদ্মহীন সরোবরে যায়।
অটল অমূল্য নিধি সেই অনায়াসে পায় ॥

অপরূপ সেই নদীর পানি
তাতে জন্মে কত মুক্তা-মণি
বলব কি তার গুণ বাখানি
পরশে পরশ হয় ॥

১ লালন-গীতিকায় 'মাঝার' স্থানে 'মধ্যে' এবং ২. অধীন স্থানে 'দরবেশ' দেওয়া হ'য়েছে। অথচ নীচের টীকা থেকে জানা যায়, মূল পুঁথিতেও আমাদের গৃহীত শব্দ দু'টিই আছে। বলা বাহুল্য, নিজের নামের সংগে 'দরবেশ' বিশেষণ লালনের কোনো গানে পাওয়া যায় না।

বিনে হাওয়ায় মউজ[১] খেলে
ত্রিখণ্ড হয় তৃণ পেলে
তাহে ডুবে রত্ন তোলে
রসিক মহাশয় ॥

পলকের ভরে পড়ে চড়া
পলকে বয় তর কাতরা
সে ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা
সামান্য কাজ নয় ॥

গুরুজী কাণ্ডারী যারে
অথায়ে থাই দিতে পারে
লালন বলে, সাধন জোরে
শমন এড়ায় ॥

২১৪

জানি মন, প্রেমের প্রেমিক কাজে পেলে।
পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব থাকতে
তারে কি রসিক বলে ॥

মদন-জ্বালায় ছিন্ন ভিন্ন
প্রেম প্রেম বলে জগত জানান,
ঐহিক দ্বারে রসিক মান্য
থুকসি যা রে প্রেম টাকশালে।

---

১. মৌজা

সহজ সুরসিক যারা,
শুসায় শাসায় বাণ ছাড়ে না
সে প্রেমের সন্ধি জানা,
যায় না মরি না ডুবিলে ॥

তিন রসে প্রেম সাধলেন হরি,
সামান্য গৌরাঙ্গ তারি,
লালন কয়, তাই বিনয় করি
কোন্ প্রেমে কোন্ রতি খেলে ॥

২১৫

ভজনের নিগূঢ় কথা যাতে আছে।
ব্রহ্মার বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে যে ॥

চার বেদে দিক নিরূপণ,
আষ্ট বেদ বস্তুর কারণ,
রসিক হইলে জানে সেইজন,
আর ঠাঁই মিছে ॥

অপরূপ সেই বেদ দেখি,
পাঠক তার অষ্ট সখি
ষড়তত্ত্ব অনুরাগী
সে জেনেছে ॥

ভক্তি রাগ নাস্তি কর,
ভক্তি পদ শিরে ধর,
শক্তি সার অশ্রু পড়,
ঘোর যাক ঘুচে ॥

সাঁইয়ের ভজন হেতু শূন্য,
ঐ বেদ করি গন্য,
লালন কয় ধন্য ধন্য
যে তাই খোঁজে ॥

২১৬

এ কি আজগুবি এক ফুল।
ও তার কোথায় বৃক্ষ, কোথায় আছে মূল ॥

ফুটেছে ফুল মান সরোবরে[1]
স্বর্ণ গোফায় ভ্রমরা তার,
কখন মিলন হয় রে দোহার
রসিক হলে জানা যায় রে স্থূল ॥

সাম্ব, বিম্ব, নাই সে ফুলে,
মধুকর কেমনে খেলে
পড় সহজ প্রেম-স্কুলে
জ্ঞানের উদয় হবে, যাবে ভুলে ॥

১. মন-সরোবর (লা-গী, পৃঃ ৬৯)

শনি শুক্র এরা দুইজন
সেই ফুলে হইল সৃজন,
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন,
ফুলের ভ্রমর কে তার কর উল ॥

২১৭

নৈরাকারে ভাসছে রে এক ফুল।
সে যে বিধি বিষ্ণু হর আদি পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয় মাতৃফুল ॥

বলব কি সেই ফুলের গুণ-বিচার
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর
যারে বলি মূলাধার সেই তো অধর,
ফুলে আছে ধরা চোর[১] সমতুল ॥

পাত্র স্থিতি সেই ফুলে সাধকের মূল[২]
বস্তু লীলা নৃত্য এ ভব মণ্ডল,
সে যে বেদের অগোচর সেই ফুলের নাগর
সাধুজনা ভেবে করেছে রে উল ॥

১. ধরা সমতুল (লা-গী, পৃঃ ৬৫)
২. "লীলে নিত্য পাত্রস্থিত সেই ফুলে
সাধকের মূল বস্তু এ ভূমণ্ডলে
সে যে বেদের অগোচর যে ফুলের নগর
সাধুজনা ভেবে করেছেন রে উল ॥"
(লা-গী, পৃঃ ৬৫)

"ফুলের মূলবস্তু ফুলের সাধনে,
বেদের অগোচর কেহ নাহি জানে,
সেই ফুলের নগর আছে কোন স্থানে
সাধুজনা ভেবে করেছেন উল ॥
(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৭৯)

কোথায় বৃক্ষ হা রে, কোথায় তার ডাল
তরংগে পড়ে ফুল ভাসছে চিরকাল,
সে যে কখন এসে অলি মধু খায় সে ফুলি
লালন বলে, চাইতে
লেগে যায় ভুল ॥

২১৮

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
সে তো শুধু মুখের কথা নয় ॥

দেখ তার সাক্ষী চাতক রে,
ও সে কৈট সাধনে যায় মরে,
তবু অন্য বারি খায় না রে,
(থাকে) শুধু মেঘের জল-আশায় ॥

একটা বনের পশু হনুমান,
রাম বিনে তার নাই ধিয়ান,
সে না কৈট মনে মুদলে নয়ন[1]
অন্য রূপ না ফিরে চায় ॥

দেখ রামদাস মুচির ভক্তিতে
গঙ্গা এল চামড়ার কেটো[2]তে
দেখে সাধলো কত মহতে
লালন কুলে কুলে বয় ॥

১. 'মুদিলেও তার দু'নয়ন' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫৩)
২. 'গঙ্গা এলো চাম-কেঠোতে' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫৩)

২১৯

পারে কে যাবি তোরা আয় না জুটে।
আমার দয়াল চাঁদ হয়েছে নেয়ে ভবের ঘাটে ॥

হরির নামের তরী যার
রাধা নামের বাদাম তার
ভব তুফান বলে ভয় কি রে তার
সেই নায় উঠে ॥

নিতাই বড় দয়াময়,
পাড়ের কড়ি নাই হে নেয়,
এমন দয়াল মিলবে কোথায়
এই ললাটে ॥

ভাগ্যমান যে ছিল
সে তরীতে পার হল,
লালন ঘোর তুফানে প'ল
ভক্তি চ'টে[১] ॥

২২০

দিল দরিয়ায় ডুবে দেখ না।
অতি অজান খবর যায় জানা

---

১. বটে

আল্‌খানার শহর ভারী,
তাহে আজব কারিগরি,
বোবা কথা কয়, কানায় শুনতে পায়,
আন্ধেলায়[১] পরখ করে সোনা।

ত্রিপিনের পিছল ঘাটে
বিনে হাওয়ায় মৌজ[২] ছোটে
ডহরায় পানি নাই, ভিটে ডোবে ভাই,
শুনলে কি প্রত্যাবি কারখানা ।।[৩]

কহিবার যোগ্য নয় সে কথা
সাগরে ভাসে জগৎ মাতা
লালন বলে, মার উদরে পিতা
জন্মে পত্নীর দুগ্ধ পেলে সে না ।।

২২১

কারে বলে অটল প্রাপ্তি ভাবি তাই।
অংগ লয় হইলে নির্বাণ মুক্তি বলে
সাধুতে দোষায় ।।

১. আধলাতে (লা-গী, পৃঃ ১০৪), ২ সোজা (লা-গী)
৩. উস্তুরায় পানি নাই ভিটে ডোবে ভাই,
কি প্রতারি এ কারখানা ।।
(লা-গী, পৃঃ ১০৪)

দেখারে কয় অটল প্রাপ্তি,
কেবা হয় সাথের সাথী,
ভজন কি সারা সেই অবধি
কসুরের [১] কি শাস্তি নাই ॥

শিলা শালগ্রাম হওয়া,
অচল বলে দোষায় তাহা
স্বর্গে থেকে সুখ পাওয়া
সেই তো চিরস্থায়ী ॥

কেহ যেয়ে স্বর্গবাসে
পাপ হল ফের ভবে এসে
লালন কয়, উপবাসী নামে [২]
নিত্যই তার প্রমাণ পাই ॥

২২২

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপে সাঁই লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে

১. কস্তরের
২. 'লালন কয় উর্বশী নামে নিগুণ তার প্রমাণ পাই' ॥
(লা-গী, পৃঃ ৩০৩)

পঞ্চতন্ত্র বেদের বিচার,
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ তত্ত্ব সাধনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্য মনে ॥

গোলে হরি বললে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়
নীরে-ক্ষীরে যুগলে রয়,
সাঁইয়ের বারামখানা সেইখানে ।

পড়িলে কি পায় পদার্থ
আত্ম-তত্ত্ব যার ভ্রান্ত
লালন বলে, সাধু-মোহান্ত,
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে ॥

২২৩

যদি উজান বাঁকে তুলসী ধায়
খাঁটি তার পূজা বটে চরণ চাঁদ পায় ॥

তুলসী দেহ যত
ভাটিয়ে যায় তত
কোথা সে অটল পথ,
তুলসী কোথায়

তুলসী এই জলে
উজাবে কোন কালে,
মন তুলসী হলে
অবশ্য হয় ।।

প্রেমের ঘাটে বসি
ভাষাও মন-তুলসী
লালন কয়, তারে দাসী
লেখে খাতায় ।।

তিনঃ জিজ্ঞাসা

"কি করি কোন্ পথে যাই
মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোধারীতে ভাবছি বসে
সেই ঠিকানা"।
(২২৪ সংখ্যক গান)

প্রবেশক ঃ

লালন মূলতঃ তাত্ত্বিক ; তত্ত্বকথাই তাঁর গীতিকার মূল উৎস। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর গান যে কাব্য হ'য়েছে, 'জিজ্ঞাসা' পর্যায়ের গানগুলিতে তার পরিচয় সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। লালন যে নিছক বাউল বা তত্ত্বরসিক ন'ন—তিনি মুসলিম সুফী ও কবি। অর্থাৎ একাধারে তাত্ত্বিক ও জীবন-রসের রসিক, এ গানে তারও পরিচয় আছে।
প্রকৃত পক্ষে এই গুলিই তাঁর সাহিত্যিক অবদান। জীবন ও জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সাধক-জীবনের ফাঁকি, ফকীরীর ফের, জাতের নামে বজ্জাতী, দুনিয়ার ভোজবাজী ইত্যাদির রসালো কাহিনী তাঁর গানের ভাষায় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। তাই কবি লালনকে জানতে হ'লে এই অংশের গানগুলি পাঠ অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে।

২২৪

কি করি কোন্ পথে যাই, মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি সদাই এ ভাবনা ॥[১]

কেউ বলে, মক্কা যেয়ে
হজ্ব করিলে যাবে গোনা।
কেউ বলে ভাই মানুষ ভজে
মানুষ হও না ॥

কেউ বলে পড়লে কালাম
পায় সে আরাম, বেহেস্তখানা।
কেউ বলে ভাই, ও সুখের ঠাঁই
কায়েম রয় না ॥

কেউ বলে মুরশীদের ঠাঁই
খুঁজিলে[২] পাই আধ ঠিকানা।
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে
হয় দোটানা ॥

---

১. (ক) দোটানাতে ভাবছি বসে ঐ ভাবনা (লা-গী, পৃঃ ৯)
(খ) দোধারিতে ভাবছি ব'সে সেই ঠিকানা (নিজস্ব সংগৃহীত)
২. জানিলে (মৎ সংগৃহীত)

২২৫

কোন্ পথে যাবি মনা ঠিক হলো না।
করো লাফালাফি সার কাজে শূন্যকার
টাকশালে পড়িলে যাবে জানা।।

যেতে চাও মক্কা যদি পাও ধাক্কা
ফিরে দাঁড়াও তৎক্ষণা।
বল এতে কার্য নাই কাশী ধামে যাই
করে সহজ বিবেচনা।।

ক্ষণেক উদাসী ক্ষণে গৃহবাসী
ক্ষণ মন হতভাগ।
বাজাও তিলকে তিন তাল, বাজাও হামেহাল
মালের ঘরে করে তা না না না

এক নিরিখ যার যেতে ভব-পার
সে তো আর টাল খাবে না।
পাঁচপীরে চলন চলিয়ে লালন
চৌরাশী করে আনাগোনা।।

২২৬

না হলে মন সরলা কি ফল মেলে কোথায় ঢুঁড়ে
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তওবা পড়ে।।

মক্কো-মদীনায় যাবি
ধাক্কা খাবি
মন না মুড়ে[১]।
হাজী নাম বাড়ান লভ্য,[২]
তাই দেখি রে ।।

মুখে যে পড়ে কালাম
তাইরি সুনাম
হুজুর বাড়ে।
মন খাঁটী নয় বান্ধলে কি হয়
বুনে কুঁড়ে[৩] ।।

মন যার হয়েছে খাঁটী,
মুখে যদি গলদ পড়ে।
খোদা তারে নারায্ নয় রে
লালন ভেড়ে

২২৭

কোন্ দেশে যাবি মুনা চল দেখি যাই
কোথায় পীর হও তুমি রে।
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাই রে ।।

১. মন না জুড়ে (লা-গী, পৃঃ ১০)
২ হাজী নাম পড়ছে লোকে (লা-গী, পৃঃ ১০)
৩. বললে কি হয় নামাজ প'ড়ে (লা-গী, পৃঃ ১০)

(কেউ) নারী ছেড়ে জংগলেতে যায়,
স্বপ্ন-দোষ কি হয় না রে সেথায়,
আপন মনের বাঘে যারে খায়
কে ঠেকায় রে ।।[১]

একবার বলি যাই কাশীতে
আবার সাজি পেঁড়ো যেতে
মন গেল রে দোটানেতে
যাই বা কোথায়

নানা রূপ শুনে শুনে ক্রমে
শম্মি পেলাম সাধুর খাতায়
বুঝিতে বুঝিতে বোঝা
চাপলো মাথায় ।।

---

১. পাঠান্তর—
সঙ্গে আছে রিপু ষোলজন
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথা ঘটাবে রে।
পাগল (ও কেউ) ভ্রমি পথে।
পথ না খুঁজে পায় রে ।।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাই রে ।।
(লা-গী, পৃঃ ৮, গান ৯)

যা শুনিতে হয় বাসনা,
শুন্‌লে মনের আঁইট বসে না,
তার বড় শুনিয়ে মনা
দৌড়ায় সেথায়

এক ভাজ যে এক জানিল,
সেই তো পাড়ি সেরে গেল,
লালন, প'লো মহা ঘোরে
শেষ অবস্থায় ।।[১]

১. মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' (পঞ্চম খণ্ডে)-তে সম্পূর্ণ ভিন্ন পাঠ দেওয়া হ'য়েছে—

'কোন দেশে যাবি মোনা বল দেখি যাই রে ।
গয়া-কাশী মক্কা-মদিনা
যেয়ে কেহ ফক্কায় পড়ে না ।
ভাবছ কি মন তীর্থধামে
সেখানে মন পাপী নাই রে ।।
বেবাদী তার দেহে সকল
দিবানিশি বাধায় রে গোল
যেথায় যাবি সেথায় পাগল
আজ তোরে কে ঠেকায় রে ।।
কেও ভিস্তুরে বারো—বসে তেরো
তাও তো সদায় শুনে ফেরো
সিরাজ সাঁই কয় লালন ভাইয়েরও
বুদ্ধি কিরে ?
(২৭ সংখ্যক গান, পৃঃ ১৭,)

২২৮

কি করি ভেবে মরি, মন মাঝি ঠাহর দেখি নে।
ব্রহ্মা আদি খাচ্ছে খাবি, সেই নদী পার যাই কেমনে ।।

মাড়ুয়া বাদির যেমন ধারা
মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে ভারা,
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া,
সেই দশা মূল ভাবনা জেনে ।।

শক্তি পদে ভক্তি হারা,
কপট ভাবের ভাবুক তারা,
মন আমার তেমনি ধারা
ফাঁকে ফেরে রাত্রি-দিনে[১] ।।
মাকাল ফলটি রাঙ্গা চোঙ্গা
তাই দেখে মন হলি গোঙ্গা,
লালন কয়, তা'লো ডোঙ্গা
কোন ঘড়ি ডোবে তুফানে ।।[২]

১. 'ভাবের চুরি রাত্রি-দিনে' (লা-গী, পৃঃ ৪৪) ;
২. 'লালন-গীতিকা'র ভণিতাটি এই—
"লালন কয়—তাল ডোঙ্গা
ফেলে খড়ি ডোবে তুফানে ।।" (পৃঃ ৪৪)
সম্পাদকের টীকা থেকে জানা যায়,—তাঁর আদর্শ পুথিতেও 'কোন্ ঘড়ি' ছিলো। ভাব-সঙ্গীতেও 'কোন্ ঘড়ি' আছে (পৃঃ ১৩৯)। অথচ আশ্চর্য, এই পাঠ সংশোধনের কোন কারণ না দিয়ে তিনি এর পাঠ বদল তো করেছেনই, উপরন্তু বিকৃতও করেছেন। 'ঘড়ি' অর্থ এখানে সময় ; তালের 'ডোঙ্গা' অল্প বাতাসেই ডুবে যেতে পারে ; লালন তাঁর জীবনকে 'তা'লো ডোঙ্গার' সংগে তুলনা দিয়েছেন।

২২৯

ভুলব না, ভুলব না ; বলি,
কাজের বেলায় ঠিক থাকে না ।।

আমি বলি ভুলব না রে
স্বভাবে ছাড়ে না মোরে ;
কটাক্ষে মন পাগল করে,
দিব্য জ্ঞানে দিয়ে হানা ।।

সংগ গুণে রংগ ধরে ;
জানলাম কার্য-অনুসারে
কুসংগে সম্বন্ধ জুড়ে,
সুমতি মোর গেল ছেড়ে ।
খাবি খেলাম 'আপায়' পড়ে ;
এ লজ্জা ধুলেও তো যায় না ।।

যে চোরের দায়ে দেশান্তরী,
সে চোর দেখি সংগ ধরি,
মদন রাজার ডংকা ভারি ।
কাম জ্বালা দেয় অন্তঃপুরি[১]
ভুলে যায় মোর মন-কাণ্ডারী
কি করিবে গুনারী জনা[২] ।।

১. সন্তোষপুরী, ২. গুনরি জোনা, (লা-গী, পৃঃ ২৯১—৯২)

রংগে মেতে সংগ সাজিয়ে
বসে আছি মগ্ন হয়ে ;
সুসঙ্গের[১] সংগ করে জানতাম
যদি সুসংগেরে।
লালন বলে, তবে কি রে
ছেঁচোড়ে মারে মালখানা ॥

২৩০

রাত পোহালে পাখীটি বলে, দে-রে খাই।
তখন গুরুর কার্য মাথায় থুয়ে
কি করি রে 'কম্‌নি' যাই ॥

এমন পাখী কে পোষে
খেতে চায় সাগর চুষে,
আমি কেমনে জোগাই।
পাখী পেট ভরিলে হয় আনন্দ,
কি করবে গুরু-গোঁসাই

সদায় বলি, আত্মারাম,
নাও রে মুখে অল্লার নাম,
আমি যাতে মুক্তি পাই।
তবু সেতো হয় না রতো,
খাব খাব রব সদাই ॥

১. সুসাকারে (লা-গী, পৃঃ ২৯১—৯২)

আমি লালন নাল পড়া,
পাখীটি আমার সেই আড়া,
তার সবুরি কিছুই নাই।
আমি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব হারায়ে
সারা হ'লাম পেটুক ভাই ॥[১]

১: 'ভাব-সঙ্গীত' অবলম্বনে সমস্ত গানটিই সংশোধন করা হলো
(পৃঃ ১৫৯—৬০)

'লালন-গীতিকা'য়ও সামান্য পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় (পৃঃ ৩৯)
প্রথম চরণে—'দে-রে খাই' স্থানে 'দে-রে তাই' মাঝখানের একটি চরণে
'নাওরে মুখে আল্লার নাম' স্থানে—'নেওরে মুখে কৃষ্ণ নাম' আছে।
বলা বাহুল্য, শেষ চরণটি (লালন-গীতিকার মতো আমার আদর্শ খাতা-তেও) মাঝখানে এবং মাঝখানের চরণটি শেষে ছিলো এবং তার পাঠেও একটু ভিন্নতা ছিলো ; যথা,—

শেষের চরণ—"আমি করি কি উপায়
লালন বলে, পেট ভরিলে হয়,
কিসের আর গুরু-গোঁসাই ॥"

মাঝের চরণ—
"আমার বুদ্ধি শুদ্ধি গেল
গেল সার হ'ল রে
পেটকো বাই।"

২৩১

এখন আর কাঁদলে[১] কি হবে।
কৃতকর্মের লেখা-পড়া আর কি সারিবে[২] ।।

খালি তুষে পাড় যদি দেয়,
তাতে কি আর চা'ল বাহির হয়[৩],
মন হ'ল সেই তুষেরি ন্যায়,
বস্তুহীন ভবে ।।[৪]

হাওয়ায় ওড়ে কর্পূর যেমন,[৫]
গোল মরিচ মিশায় তাহার কারণ,
মন হ'তো গোল মরিচ তেমন,
(উড়ে) বস্তু কেন যাবে ।।

হাওয়ার চিঁড়ে কথার দধি,
ফলার দিচ্ছো নিরবধি
যেমন কর্ম তেমনি প্রাপ্তি
ফকীর লালন কয় ভেবে ।।

লালন-গীতিকার পাঠ—
১. ভাবলে, ২. ফিরিবে, ৩. দানাদার হয়, ৪. কর্পূর উড়ে যায় সে যেমন, ৫. "কথার চিড়ে হাওয়ার দধি
ফলার দিলে নিরবধি
লালন বলে, অমনি প্রাপ্তি
কেন না হবে ।। (লা-গী, পৃঃ ৩০৫)

'বাংলার বাউল ও বাউল গানে'ও—'ভাবলে', 'ফিরিবে', আছে। তবে দ্বিতীয় চরণে লেখা-পড়ার স্থানে 'লেখাজোখা' এবং পরে 'বস্তু কেন যাবে' এর বদলে 'বস্তু যায় কবে' দেওয়া হ'য়েছে। শেষ চরণের ভণিতায় আছে।

"হাওয়ার চিড়ে কথার দধি,—
ফলার হ'চ্ছে নিরবধি,
লালন বলে, তেমনি প্রাপ্তি
কেন না হবে ।। (পৃঃ ৮৭)

২৩২

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখ্‌না রে সব হাওয়ার খেলা—
বন্ধ হতে দেরী কবে ॥

থাক্‌তে হাওয়া হাওয়া খানা,—
মওলা বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসে শিরানায়[১]
কখন যেন কি ঘটাবে ॥

বন্ধ হ'লে এই হাওয়াটি,
মাটির দেহ হবে মাটি,
জেনে-শুনে হওগে খাঁটি,
কে তোরে কতই বুঝাবে ॥

ভবে আসার আগে তখন
বলেছিলে করবো সাধন,
লালন[২] সে কথা এখন
ভুলেছ এই ভবের লোভে ॥

১. মহাকাল বসেছে রানায় কখন জানি কু ঘটাবে ॥
(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৩৭-৩৮)

২. লালন বলে, (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৩৭-৩৮)
লালন-গীতিকার পাঠও বাংলার বাউল গানেরই মত, তবে ভণিতার চরণটিতে 'আসার আগে' স্থানে 'আসার অগ্রে' আছে। অর্থ সংকেত—"বলেছিলে করব সাধন"—দ্রষ্টব্য: বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪০ ফুটনোট ও সংযোজন অংশ।

২৩৩

তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে।
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন, কি করো রে[১] ॥

এতো পীরিত দন্ত-জিহ্বায়
ফাঁকে পেলে[২] সেও সাজা দেয়,—
স্বপ্নেতে সব জানিতে হয়—
ভাব-নগরে ॥

সময়ে সকলি সখা,
অসময় কেউ না দেয় দেখা,
যার পাপে সে ভোগে একা,
চা'র যুগে রে ॥

আপনি যখন নয় আপনার
কারে বলো আমার আমার,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
জ্ঞান নাহি রে[২] ॥

২৩৪

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি, বীজ কেনো রোপে ॥

১. 'কায়দা পেলে' (লা-গী, ও বা-বা-বা-গা, পৃঃ ২৪)
২. 'জ্ঞান নাই রে'—(লা-গী, পৃঃ ২৮৮)

গুড় বল্‌লে কি মুখ মিঠে হয়,
দীপ না জ্বাল্‌লে আঁধার কি যায়,
তেমনি মতন হরি বলায়
হরি কি পাবে ॥

রাজার পৌরুষ করে
জমির কর সে বাঁচে না রে
তেমনি সাঁইর একরারি কাজ
সে কি পৌরুষে ছাড়িবে ॥

গুরু ধরো, খোদকে চেনো,
সাঁইয়ের আইন আমলে আনো,
লালন বলে, তবে মন
সাঁই তোরে নিবে ॥

২৩৫

কারে আজ শুধাই সেই কথা।
কি সাধনে পাব তারে,
যে আমার জীবন-দাতা ॥

শুনতে পাই পাপী-ধার্মিক সবে,
ইল্লিনে সিজ্জিনে[1] যাবে
উভয় কয়েদী রবে,[2]
অটল প্রাপ্তির কই ক্ষমতা ॥

১. ইল্লিন-মঞ্জিলে যাবে (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৮০)
২. 'উভয় সব কয় আধ রবে' (লা-গী, পৃঃ ১৬০)

ইল্লিন সিজ্জিন[১] সুখ-দুঃখের ঠাঁই,
কোন খানে রেখেছে সাঁই,
তবে হেথায় কেন সুখ-দুঃখ পাই,
কোথাকার ভোগ ভুগি কোথা ॥

যথাকার ভোগ তথায় ভোগি
শিশু তবে হয় কেন রোগী
লালন বলে, বোঝ দেখি
কথন শিশুর গোনা খাতা ॥[২]

২৩৬

পাপ ধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়।
করমের লিখিত কাজ দোষ-গুণ
তার কি হয় ॥

শুনতে পাই সাধু-সংস্কার[৩]
পূর্বে থাকলে পরে হয় তার
পূর্বে নাই, হল না এবার
আর কি তার আশায় ॥

১. 'ইল্লিন ছিজ্জিন সুখ-দুখের ঠাই' (বা-ব-বা-গা)
২. "যখনকার পাপ তখন ভুগি
শাস্তি তবে হয় কেন রোগী
লালন বলে বোঝ দেখি
কেন শিয়রে লেখাকর খাতা ॥"
(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৮০)
৩. 'শোণিতে পাই স্বাদ সোমেসকার' (লালন-গীতিকা, পৃঃ ২৩৮)

বাদশার আজ্ঞায় দিলে ফাঁসী,
ফাঁসীদার তো হয় না দোষী,
জীবের পাপ করিয়ে কি
সাঁই তার ফাটক দেয় ।।

কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই,
কোন কথাতে গিয়ে দি ভাই
লালন বলে, আমার বোধ নাই
শুনলে কিবা হয় ।।

২৩৭

ভক্ত তুমি কেবা কোথায় যাবে ।
কি করতে এলে ভবে ।।

বেড়াচ্ছ হেসে-খেলে মজা করে
প্রাণ খুলে সগৌরবে ।
ভাবছ কি ভবিষ্যতে কোনমতে
আমার দিন কি কেটে যাবে ।।

দিয়াছেন ধনে মানে সর্বগুণে
জ্ঞানে প্রাণে যেই জনে,
কত কাল ভুলে তারে অন্ধকারে
ঘুরে ঘুরে প্রাণ হারাবে ।।

তোমার প্রাণ বাঁচাইতে পাপ-জগতে
কোনমতে কারে পাবে ।
যত সব দেব তারা পয়গম্বরে বা
পাপে ভরা তোমার মত তারা হিসাবে ।।

বাঁচাতে প্রাণ চাও যদি, ছাড় বদি,
ধর লালন, জীবন পাবে।
বিশ্বাসে পেতে তারে
অকাতরে ভব-নদীর পারে যাবে।।

২৩৮

আমি কি দোষ দিব কারে রে।
আপন মনের দোষে পেলাম ফেরে রে।।

সুবুদ্ধি সু-স্বভাব গেল,
কাকের স্বভাব মনে হ'ল
ত্যজিয়ে অমৃত ফলো
মাকাল ফলে মন মজিল রে।।

যে আশায় এ ভবে আশা
ভাঙ্গিল সে আমার ভবের বাসা[১]
ঘটিল রে কি দুর্দশা
ঠাকুর গড়তে বানর হলো রে।

গুরু বস্তু চিনলি না মন,
অসময় কি করবি তখন
বিনয় করে বলছে লালন,
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেল রে।।

১. 'তাতে হ'ল ভগ্নদশা' (লা-গী, পৃঃ ১৩৩)

২৩৯

খুলবে কেনো সে ধন মালের গ্রাহক বিনে।
কত মুক্ত-মণি, রেখেছে ধনী,
এ দোকানে বোঝাই করে॥

সাধু সওদাগর[১] যারা,
মালের মূল্য জানে তারা
তারা মূল্য দিয়ে ধন
কেনে অমূল্য রতন,[২]
(সে ধন) জেনে-শুনে তারাই কেনে॥

১. মহাজন
২. "মূল্য দিয়ে লন
অমূল্য রতন,
সে ধন জেনে শুনে তারাই কেনে॥
মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডালে বসে নাচে কাকে,
তেমনি আমার মন
চটকে বিমন।
(মন তুই) দিন ফুরালি দিনে দিনে॥ ইত্যাদি……
(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৪০)

মাকাল ফলের রূপ দেখে[1]
কাগা যেমন বেড়ায় নেচে
তেমনি আমার মন
চটকে বিমন।
(মন তুই) দিন ফুরালি দিনে দিনে ॥

হায় মন, তোমার গুণ গেলো জানা,
পিতল কিনে বলো সোনা,
অধীন লালন বলে, মন,
চিনলি নে সে ধন,
ও তুই কুল হারা'লি দিনে দিনে[৩] ॥

২৪০

হীরা-লাল মতির দোকানে গেলে না।
সদায় কিনে আন পিতল দানা ॥

১. মূল আদর্শ খাতার ভণিতাটি ছিল নিম্নরূপ—
"মাকাল ফলের রূপ দেখে
কাগা যেমন বেড়ায় নেচে,
ওমনি সিরাজ সাঁই এর বচন
ভেবে কয় লালন
ও তুই কুল হারালি দিনে দিনে ॥"
এই পাঠ বাংলার বাউল গান অবলম্বনে সংশোধন করা হ'য়েছে।

চটকে ভুলিয়ে রে মন,
হারালি তুই অমূল্য ধন,
হারলে বাজি কাঁদলে তখন
আর সারে না[১] ।।

পাছের[২] কথা আগে ভাবো
উচিৎ বটে তাই জানিও
এবার গত কাজের বিধি কি রে
মন রসনা ।।[৩]

ব্যাপারের লাভ করলি ভালো
সে গুণপনা জানা গেলো,
অধীন লালন বলে, মিছে হ'লো
আওনা-যাওনা ।।[৪]

১. "এবার হেরে বাজী কেন্দলে তখন
আর সারে না ।।" (লা-গী, পৃঃ ৩০১)

২. পাছের কথা। (লা-গী, পৃঃ ৩০১)

৩. "শেষের কথা আগে ভেবে
উচিত যাহা তাই করিবে
এবার গত কাজের বিধি ছাড়
মন-রসনা ।।" (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫৩)

৪. আমাদের আদর্শ খাতার ভণিতাটি ছিল নিম্নরূপ—
"দরবীশ সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
হলো আওনা-যাওনা ।।"
কিন্তু ছন্দের দিকে মিল রেখে ও 'বাংলার বাউল গান' ও 'লালন-গীতিকা'র পাঠ থেকে বর্তমান পাঠ সংশোধন করা হ'লো।

২৪১

মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে ।।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভবিষ্যত দেবা দেবী,
ভোলে না সে এ সব রূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ।।

জোরই সোরই লোলা-ঝুলা
পেঁচো পাঁচি এলো ভোলা,
তাতে নয় সে ভোল্‌নেওয়ালা,
যে জন মানুষ-রতন চেনে ।।

ফেউ ফেঁপী ফেক্‌সা যারা
ভাকা ভুকোয় ভোলে তারা
লালন তেমনি চটা মারা
ঠিক দাঁড়ায় না একখানে ।।

২৪২

মনের হ'লো মতি মন্দ।
তাইতে রইলাম আমি জন্ম-অন্ধ ।।

ভব-রঙে থাকি মজে,—
ভাব দাঁড়ায় না হৃদয়-মাঝে ;
গুরুর দয়া হবে কিসে—
দেখে ভক্তি বিহীন পশুর ছন্দ ।।

ত্যজি যে রে সুধা রতন—
গরল খেয়ে ঘটায় মরণ,
মানি নে সাধু গুরুর বচন,
তাইতে মূল হারায়ে হই রে ধন্দ ।।

বাল্য বৃদ্ধ সকলি কয়,
সাধু-চিত্ত আনন্দময়,—
লালন বলে, আমার সদায়—
যায় না মনের নিরানন্দ ।।

২৪৩

মন-রতি যার রিপুর বসে রাত্র-দিনে ।
মনের গেলো না স্বভাব
কিসে মেলে ভাব সাধুর সনে ।।

নিজ গুণে যা করেন সাঁই,
তা বিনে আর ভরসা নাই,[১]
জানা গেলো মোর মনের ভক্তি-জোর
যে রূপ মনে ।।

বলি সে শ্রীচরণ
যদি মনে হয় কখন,
তেমনি ওঠে হায় দুষ্টু সে সময়
যে দিক টানে[২] ।।

১. 'ভাবিলে আর ভরসা নাই' (আদর্শ খাতা)
২. "আমি বলি শ্রীচরণ যদি মনে হয়,
কখন ওমনি উঠে হয়
দুষ্ট সে সময়
যে দিক টানে ।।" (লা-গী, পৃঃ ১০১)

দিনে দিন ফুরায়ে গেলো
রংমহল অন্ধকার হ'লো,
লালন বলে, হায় কি করি—
উপায় তো দেখি নে ।।

২৪৪

এনে মহাজনের ধন, বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা ।
শুধু[১] বাকির দায় যাবি যমালয়
হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা ।।

কৃতিকর্মা সেহি ধনী
অমূল্য মানিক-মণি
করিল কৃপা তোরে, করিল কৃপা,
সে ধন এখন হারালি রে মন
এমন কি তোর কপাল বদওফা[২] ।।

আনন্দ বাজারে এলে
ব্যাপারে লাভ করবা বলে,
এখন শূন্য সে দফা এখন শূন্য সে দফা,
কুসঙ্গেরই সঙ্গে মজে কুরঙ্গে
হাতের তার হারায়ে হলি ক্ষ্যাপা ।।[৩]

১ সত্ত, ২ বদওকা (লা-গী, পৃঃ ২৬২)
৩. "আনন্দ বাজারে এলে
ব্যাপারের লাভ করবো ব'লে
এখন স্বর্ণ সেদকা সঙ্গেরি সঙ্গে
মজে রঙ্গে
হাতের তীর হারায়ে হলি ক্ষ্যাপা ।

দেখলি নে মূল[1] বস্তু খুঁড়ে,
কাঠের মালা নেড়ে-চেড়ে,
মিছে নাম জপা, মিছে নাম জপা।
লালন ফকির কয়,
কি হবে উপায়
বৈদিকে রইল জ্ঞানের চক্ষু ঝাঁপা ॥

২৪৫

শহরে ষোলজনা বোম্বাটে।
করিয়ে পাগল পারা,
নিল তারা
সব লুটে ॥

রাজেশ্বর রাজা যিনি,
তিনিই চোরের শিরোমণি[2]
নালিশ করিব আমি
কোন্‌খানে কার নিকটে ॥

পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর হল
কারবারে ভংগ দিল,
কখন যেন যায় উঠে ॥

১. মন (লা-গী, পৃঃ ২৬২)
২. 'চোরের শিরোমণি' (আদর্শ খাতা) 'চোরের ও সে শিরোমণি' (লা-গী, ও বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫৫)

গেল ধন মালখানায়,
খালি ঘর দেখি জমায় ।
লালন কয়, খাজনারই দায়
কখন যেন যায় লাটে ।।[১]

২৪৬

মন বিবাগী বাগ মানে না রে ।
যাতে অপমৃত্যু তাই সদায় করে ।।

কিসে হবে আমার ভজন-সাধন,
মন হ'ল না আমার মনেরই মতন,
দেখ্‌ছি মন-ফুল সদায় বেয়াকুল[২]
(মনকে) বুঝাইতে নারি জনম ভরে ।।

মনের গুণে কেহ মহাজন হয়,
ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্য পূজা খায়,
আমার এই মনে তো আমায় করলে হতো,
দু'কুল হারালাম মনের ফেরে ।।

১. "গেল ধন মান আমার,
খালি ঘর দেখি জমার,
লালন কয়, খাজনারো দায়
কখন যেন যায় লাটে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ১৪)

"গেল গেল ধন, মালও নামায়,
খালি ঘর দেখি জমায়,
লালন কয়, খাজনার দায়
তাও কবে যায় লাটে ।।"
(বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৫৫)

২. 'দেখে শিমুল ফুল, সদাই বেয়াকুল' (লা-গী, পৃঃ ১৩৩)

মন কি মুনাই তারে হাতে পেলাম না[১]
কি রূপে তার আজ করি সাধনা,
অধীন লালন বলে, আমি হ'লাম পাতালগামী
কি করিতে এসে গেলাম কি করে ॥

২৪৭

ও মন, দেখে-শুনে ঘোর গেল না।
কি করিতে কি করিলাম,
দুগ্ধেতে মিশাইলাম চোনা ॥

মদন রাজার ডঙ্কা ভারি,
হলাম তাহার আজ্ঞাকারী,
যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥

রাগের আশ্রয় নিলে তখন,
কি করিতে পারে মদন,
আমার হলো কাম-লোভী মন,
মদন রাজার গাঁঠ্‌রি টানা ॥

উপর হাকিম একই দিনে
বিচার করবেন নিজ গুণে
দীনের অধীন লালন ভণে,
গেল না তোর মনের দো'টানা ॥

১. 'মনের মত মনকে পেলাম না' (লা-গী. পৃঃ ১৩৩)

২৪৮

আমার মনের বাসনা।
আশা পূর্ণ হল না॥

দাসী হ'বো যুগল পদে
সাধ মিটাবো ওই পদ সেধে,
বিধি বৈমুখ হ'লো তাতে
দিল সংসার-যাতনা॥

বিধাতা সংসারের রাজা,
করে রাখলে আপন প্রজা,
কর না দিলে দেয় গো সাজা,
কারো দোহাই মানে না॥

পড়ে গেলাম বিধির বামে,
ভুল হ'লো মোর মূল-সাধনে,
লালন বলে, এই নিদানে—
মুর্শিদ, ফেলে যেওনা॥

২৪৯

কি বলে মন ভবে আ'লি[১]।
এসে এই মায়ার দেশে তত্ত্ব ভুলে
কার গোয়ালে ধুমো দিলি॥

ভেঙেছ সরকারী তহবিল
সাক্ষী আছে ঐ এস্রাফিল
হুযুরে হয়ে হাজির
বলতে হবে সত্য বুলি॥

১. আ'লি=আসিলি, যশোর-খুলনা গ্রাম্য উচ্চারণ

পেয়ে মদন-রসের গোলা,
ভাঙ্গলি অনুরাগের তালা
ম'লি তুই দুপুর বেলা
চিনিতে মিশালি বালি ।।

ক্ষেপা 'মদন চাঁদের'[১] আখড়া
ধর্ম নিয়ে বাধাও ঝগড়া
লালন কয়, ছেঁড়া নেক্ড়া
এক হাতে বাজে না তালি ।।

২৫০

দেখলাম এ সংসারে ভোজবাজী প্রকার
দেখতে দেখতে ওমনি কেবা কোথায় যায় ।
মিছে এ ঘর-বাড়ী মিছে ধন-কড়ি
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায় ।।

১. ক্ষেপা মদন চাঁদ : কামকে বোঝানো হয়েছে ।
অবশ্য মদন চাঁদ নামে একজন ক্ষ্যাপা বা বাউলের পরিচয় পাওয়া যায় ; লালন তার মতবাদ সম্পর্কে এখানে ইশারা করেছেন কি না বলা মুশকিল ।
শেষের ভণিতাতে এরূপ ইশারাও আছে—
"লালন কয়, ছেঁড়া নেকড়া,
এক হাতে বাজে না তালি ।।"

কৃতি কর্মার কীর্তি কে বুঝিতে পারে
সে বা কোথায় জীব কে লয় কোথায় ধরে,
সে কথা আর সুধাব কারে,
ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থ কে বলবে আমায় ॥

কে করে এই লীলা তারে দেখলাম না,
আমি আমি বলি আমি কোন্ জনা,
মরি রে কি আজব কারখানা
এবার গুণে পড়ে কিছুই ঠাহর নাহি হয় ॥

ভয় ঘোচে না আমার দিবা-রজনী
কার সাথে কোন্ দেশে যাব না জানি।
সিরাজ সাঁই কয়, বিষম কার গুনি
পাগল হয় রে লালন যে তাই জানতে চায়।।

২৫১

সহজে কি সই হবা।
মুনা ভাবের উপর মুগুর প'লে
সেই দিন তুমি টের পাবা ॥

চিরদিন ইচ্ছা মনে
আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা,
বাহার তো গেল উড়ে
পথে যাও ঠেলা পেড়ে
কোন দিন যেন পাতাল ধাবা ॥

তবু তোমায় জায় না যানা
তেড়া চলন বদ-লোভা।
সুখের আশা থাকলে মনে
দুঃখের ভাদুর নিদান কালে
অবশ্য মাথায় নিবা
সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল
শেষ কাল ভাই পস্তাবা॥

ইল্ল’তে স্বভাব হলে
পানিতে যায় রে ধুলে
খাজলাত কিসে খোয়াবা,[1]
অধীন লালন বলে, হিসাব কালে
সকল ফিকির হারাবা॥

২৫২

এ দেশেতে এই সুখ হলো, আবার কোথায় যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা, জনম গেল ছেঁচতে পানি॥

কার বা আমি কে বা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাহি তার
বৈদিক-মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি॥

---

১. যায় বল

আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চাঁদের দয়া হবে,
কতদিন এই হালে যাবে
বহিতে পাপের তরণী ।।

কার দোষ দিব এ ভুবনে
হীণ হয়েছি ভজন-গুণে
লালন বলে, কত দিনে
পাব সাঁই'এর চরণ দু'খানি ।।

২৫৩

কারে দিবো দোষ,
নাহি পরের দোষ ।
মনের দোষে আমি
প'লাম রে ফেরে ।।
আমার মন যদি বুঝিত,
লোভের দেশ ছাড়িতো,
লয়ে যেতো আমায়
বিরজার পারে ।।

মনের গুণে কেহ হ'ল মহাজন,
ব্যাপার করে পেলো অমূল্য রতন,
আমারে মজালি[১] ওরে অবোধ মন,
আমি পারের সম্বল কিছুই না গেলাম করে ।

১. ডুবালি (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ২৩-২৪)

এক দিনও ভাবলে না, মনু রায়
ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায়
অন্তিম কালের কালে কি না যেন হয়,
জানা যাবে যে দিন শমনে ধরে ।।

কামে চিত্ত হত, মন রে আমার,
সুধা ত্যজি গরল খায় সে বেশুমার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোমার
বুঝি ভগ্ন-দশা ঘটলো আখেরে ।।

২৫৪

কুলের বউ ছিলাম বাড়ী
হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে ।
কুলের আচার কুলের বিচার
আর কি ভুলি ঐ ভোলাতে ।।

ভবের নাড়ি ভবের নাড়া
কুল নাশালাম জগৎ জোড়া[১]
করণ তার উল্টো দাঁড়া
বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে ।।

১. পাঠান্তর—
"দলনা সালাম জগৎ জোড়া
করণ তার উল্টা দাড়া
বিধির কাড়া কাটবে যাতে ।।
* * *
আসতে নাড়া যেতে নাড়া
এ কেবল ঘোড়া জোড়া
লালন কয়, আগা গোড়া
জানি এ মাথা হয় ঘুরাতে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ২৭৫)

হয়েছিলাম নাড়ার নাড়ি
পরণে পরেছি ধড়ি,
দিব না আচার কড়ি
বেড়াব চৈতন্ত পথে ।।

আসতে নাড়া যেতে নাড়া
দু'দিন কেবল মোড়া জোড়া
লালন কয়, আগা গোড়া
জানিয়ে মাথা হয় মুড়াতে ।।

২৫৫

কুলের বউ হয়ে মনা আর কতদিন
থাকবি ঘরে।
ঘোমটা ফেলে চল না রে যাই
সাধ বাজারে ।।

কুলের ভয়ে কাজ হারাবি
কুল কি নিবি সঙ্গে করে
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন
ফেলবে তোরে

দিব না আচার কড়ি[১]
নাড়ার নাড়ী হও যেয়ে রে
থাকবি ভাল সর্ব কলো
যাবে দূরে ॥

কুল-মান যেজন বাড়ায়
গুরু সদয় হয় না তারে
লালন বেড়ায়, কাতরে বেড়ায়
কুল ঢেকে রে ॥

২৫৬

সে যারে বোঝায় সেই বোঝে।
মক্কর উল্লার মক্কর বোঝা সাধ্য কার আছে ॥

১. পাঠান্তর—
"দিসনে আঁটির কড়ি নাড়া নাড়ী হও যে রে
তুই থাকবি ভালো পরকাল যাবে দূরে
কুলের গৌরব যার হয় কুলমান তার বাড়ায় রে,
গুরু সদয় হয় না তারে,
লালন বেড়ায় কুল ঢেকে রে ॥"
(ভাব-সঙ্গীত, পৃঃ ১৭০)।
'দিসনে আর আড়াই কড়ি' (লা-গী, পৃঃ ১০)

যথায় কাল্লা তথায় আল্লা
এমনি সে মক্কর উল্লা।
অবোধের মাক্কা হিল্লা[১]
তাই সদাই খোঁজে।।

এরফানী কেতাবে রে ভাই
হরফ, নুক্তা তার কিছু নাই
তাই ঢুঁড়িলে খোদাকে পাই
খোদে বলছে

'এলেম লাদুন্নি' হয় যার
সর্ব ভেদ মালুম হয় তার।
লালন কয়, ছটাকে মোল্লার
দড়বড়ি মিছে।।

১. 'অবোধের মক্কা হিল্লা' এই অংশের বদলে 'ভাব-সঙ্গীতে' আছে—'মনের চক্ষু থাকতে খোলা' মক্কা পায় কিসে।।' এবং ভণিতার চরণ নিম্নরূপ—

"এলেম লাদুন্নি হয় যার
সর্বভেদ মালুম হয় তার,
সিরাজ সাঁই (কয়) লালন তোমার
বুদ্ধি অকেজে।।
(পৃঃ ১১৬, ৫৮ সংখ্যক গান)

২৫৭

মন তুই কি ভড়ুয়া[১] বাংগাল জ্ঞান ছাড়া।
সদরের সাজ করছো সদাই পাছ বাড়ী
তোর নাই বেড়া[২]।।

কোথায় বস্তু কোথা রে মন
চৌকি পাহাড়া দেও হামেশা ক্ষণ[৩]
তোমার কাজ দেখি পাগাড় সমান
কথায় যেমন কাঠ-ফাড়া[৪]।।

কোন্ কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
একদিনও তা দেখলি না রে
পৈত্রিক ধন তোর গেল চোরে
হলি রে তুই ফোঁকতাড়া[৫]।।

পাছ বাড়ী আঁটানো করো
ঘর-চোরা রে চিনে ধরো
লালন বলে, নৈলে তোরও
থাকবে না মূল[৬] এক কড়া।।

১. ভেড়ুয়া (লা-গী, পৃঃ ২৯৩)
২. 'পাছ-বাড়ীতে নেই বেড়া' (লা-গী, পৃঃ ২৯৩)
৩. হামেশ কোন্, ৪. কাঠকাড়া, ৫. কোকতারা, ৬. মন
(লা-গী, পৃঃ ২৯৩)

২৫৮

চাতক স্বভাব না হলে।
অমৃত মেঘেরই বারি কথায় কি মেলে[১] ।।

চাতক পাখীর এমনি ধারা,
তৃষ্ণাতে প্রাণ যায় গো মারা,
অন্য বারি খায় না তারা—
(থাকে) মেঘের জল ব'লে ।।

মেঘে কত দেয় গো ফাঁকি,
তবু চাতক মেঘের ভুখি,
অমনি মত হ'লে আঁখি
সে ধন মিলে[২] ।।

মন হয়েছে পবন-গতি,
উড়ে বেড়ায় দিবারাতি,
লালন বলে, গুরুর প্রতি—
মন রয় না সু-হালে ।।[৩]

১. 'শুধু মুখের কথায় নয় রে' (লা-গী, পৃঃ ১২৪)
২. "অমনি নিরীখ রাখলে আঁখি,
সাধক বলে ।।" (লা-গী, পৃঃ ১২৪)
৩. "লালন বলে, গুরু-প্রীতি
ও মন রয় না সুহালে ।" (লা-গী, পৃঃ ১২৪)
—ভাব-সঙ্গীত অনুসরণে সংশোধন করা হ'লো।

২৫৯

সকলি কপালে করে।
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে-গোব্‌রে ॥

যদি থাকে এ কপালে,
রত্ন এনে দেয় গোপালে ;
কপালে বিমতি হলে
দূর্বা বনে বাঘে মারে ॥

কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী
কপালের ফল হয় সবারি,
মনের ফেরে বুঝতে নারি
খেটে মরি অনাহারে ॥

যার যেমন মনের কামনা[১],
তেমনি ধন পেয়েছে সে-না।
লালন বলে, ভাবলে হয় না—
বিধির কলম আর কি ফেরে ॥

১. মূল পুথির পাঠ 'করুণা'।
বসন্তকুমার পাল, উপেন্দ্র নাথ ভাট্টাচার্য প্রমুখ সকলেই 'কামনা' লিখেছেন।

২৬০

আপন মনের গুণে সকলি হয় ।
'পিঁড়েয় হয় পেঁড়ো'র খবর, কেউ দূরে যায় ।।

(মুসলমানের মক্কাতে মন,
হিন্দুতে করে কাশী ভ্রমণ,
(ওরে) মনের মধ্যে অমূল্য ধন
কে দূরে যায় ।।)

জেতে সে জোলা কুবীর[১]
উড়িষ্যায় তার জাহির
বার জাইত যার
মাড়ি তোড়ানি খায় ।।

রামাজি রাম দাস বলে,
জেতে মুচির ছেলে
গঙ্গা মায় হেরে নিলে
চাম-কাটুয়ায় ।।

না জেনে ঘর ছেড়ে
বনে বাঁধে কুঁড়ে
লালন কয়, রিপু ছেড়ে
যাবি কোথায় ।।

১. ফকির (লা-গী, পৃঃ ৩৮) ।
জাতে সে জোলা কবীর (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৮১-৮২)
প্রথম বন্ধনী-মধ্যে গৃহীত অংশটুকু 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' অতিরিক্ত আছে ।

২৬১

ও মন, তিন পোড়ায় তো খাঁটি হলে না।
না জানি আর কর্মে তোমার
কি আছে তা বুঝলাম না ॥

লোহা জব্দ কামার শালে
যে পর্যন্ত থাকে জ্বালে,
স্বভাব যায় না তা মরিলে
তেমনি মন তুই একজনা ॥

অনুমানে জানা গেল,
চৌরাশি লক্ষ ফেল পড়িল,
আর কবে কি করবি বল
হয় না সে বিবেচনা ॥

দেব-দেবতার বাসনা যে
মানুষ জন্মের লাগিয়ে
লালন কয়, সে মানুষ হয়ে
মানুষের করণ করলে না ॥

২৬২

সে ধন কি পড়লে মেলে।
হরি ভক্তের অধীন কালাকালে ॥

ভক্তের বড় পণ্ডিত নয়
প্রমাণ তারে প্রহলাদে কয়,
যারে আপনি কৃষ্ণের গোঁসাই
অগ্নির কুণ্ড বাঁচাইলে ॥

বল রে একটা পশু বই নয়,
ভক্ত হনুমান তারে কয়
রাম-রূপ সে কৃষ্ণ-রূপ ধরায়
অ-ভক্তরে দেয় না দেখা ।।

কেবল শুদ্ধ ভক্তের সখা
তারে শুধু দেয় গো দেখা
লালন ভেড়ের স্বভাব বাঁকা
অধর চাঁদকে রইলে ভুলে ।।

২৬৩

বিনে পুলাদে গড়িয়ে কাঁচি করছ নাচানাচি ।
ভেবেছো কামার বেটারে ফাঁকিতে ফেলেছি ।।

জানা যাবে এবার নাচন,
কাঁচিতে কাটবে না যখন,
কারে করবি দোষা,
বোঁচা অস্ত্র টেনে ধরে
ম'রছ মিছামিছি ।।

পাগলের গোবৎ আনন্দ
মন তোমার আজ সেহি ছন্দ
দেখে ধন্দ আছি
নিজ মরণ পাগলে বোঝে
তাও নাই তোমার বুঝি ।।

একি রে তোর আজব লীলে
আপন ফাঁকে আপনি প'লে
আরো মহা খুশী
দরবীশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
জ্ঞান হ'লো নৈরাশী ।।

২৬৪

চিরকাল জল ছেঁচে জল ছাড়ে না[১] এ ভাঙ্গা নায় ।
এক মালা জল ছেঁচতে গেলে,
তিন মালা যোগায় রে তলায়[২] ।।

ছুঁতোর বেটার করসাজিতে
মানব-তরীর 'বাইন' সারা নয়[৩],
তরীর পাশে কাষ্ঠে সরল মাজেল কোঠে
গড়েছে তলায়[৪] ।।

আগা নায়ে মাঝি একজন
বসে ফুকুম বাজি খেলায়[৫]
আবার আমার দশা তলা ফাঁসা,
জল ছেঁচা সার গুদড়ি গলায় ।।

১. 'মানায় না' (একজন অভিজ্ঞ বাউল);
২. তে-তলায় (লা-গী, পৃঃ ২৯৬);
৩. 'জনম তরীর ছাইদ সারা নয়'('আ-খা');
৪. ''তরীর আশেপাশে কষ্ট সরল
মেজেল কাঠ গড়ে চেতনায় ।।" (লা-গী) ;
৫. (ক) 'আগায় মোর মন সদাক্ষণ
বসে বস চোকোম খেলায়' (আদর্শ খাতা)
(খ) 'আগায় মোর মন সর্বক্ষণ
বসে বসে চোকোম খেলায়' (লা-গী)

মহাজনের অমূল্য ধন,
মারা গেলো ডাকিনীর জেলায়[১]
ফকীর লালন বলে, মোর কপালে
কি হবে নিকাশের বেলায় ।।

২৬৫

কাল কাটালি কালের বশে ।
এ যে যৌবন কাল, কামে চিত্তকাল
মন রে, কোন কালে আর হবে দিশে ।।

যৌবন কালের কালে রঙ্গে দিলি মন,
দিনে দিনে হারালি পৈতৃক ধন
গেলো নবীন জোর[২], আঁখি হ'লো ঘোর,
কোন্ দিন ঘিরবে মহাকাল এসে ।।

যাদের সঙ্গে রঙ্গে র'লি চিরকাল,
কালাকালে তারাই হবে কাল,
মন রে, জান না তার[৩] গুণপনা
ধনীর ধন গেলো সব রিপুর দোষে[৪] ।।

১. 'ডাকনি জেলায়' (লা-গী), (লা-গী, পৃঃ ২ঃ ৬)
২. রবির জোর, ৩. কার কি গুণপনা, ৪. রিপুর বশে

বাদী ভেদী বিবাদী সদায়,
সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয়,
লাটের গুরু লালস মহাশয়
ডুবি দেও রে লালন, লোভ-লালসে[১] ।।

২৬৬

হতে চাও হুযূরের দাসী।
মনে গিল্লাত[২] পোরা রাশি রাশি

না জান সেবা-সাধনা,
না জান প্রেম-উপাসনা
সদায় দেখি ইতরপানা,
প্রিয় রাজি হবে কিসি

কেশ বেঁধে বেশ করলে কি হয়
রস-বোধ না যদি রয়,
রসবতী কে তারে কয়
মুখে কেবল কাষ্ঠ-হাসি ।।

১. "লাটের গুরু হয় নালোষ মহাশয়
ডুবি দেওরে লালন লালনা-রসে ।।"
(লা-গী, পৃঃ ২৯৬)

২. 'গরল ভারা' (ভা-স, পৃঃ ১২৫)

কৃষ্ণ পদে গোপী সুজন[১]
করেছিল দাস্য-সেবন
লালন বলে, তাই কি রে মন
পারবি ছেড়ে সুখ-বিলাসী ।।

২৬৭

মনের মনে হলো না এক দিনে।
আমি আছি কোথায় যাবো, কার সনে ।।

আমার বাড়ী আমারি ঘর
বলা কেবল ঝকমারী সার
পলকে সব হবে সংহার
হবে কোন্ দিনে ।।

পাকা দালান-কোঠা দিব
মহা সুখে বাস করিব
মনে ভাবলাম না যে কখন যাবো,
যাবো শ্মশানে ।।

কি করিতে কিবা করি,
পাপে বোঝাই হইল তরী
লালন কয়, তরঙ্গ ভারী
দেখি সামনে ।।

১ "কৃষ্ণ পদে ভক্তি সেবন, করেছিল গোপী সুজন,
শিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন,
পারবি ছেড়ে সুখ বিলাসী ।।" (ভা-স, পৃঃ ১২৫)

২৬৮

বাকির কাগজ গেলো হুযুরে।
কোন্ দিন যেন আসবে সমন,
সুখের অন্তঃপুরে[১] ।।

যখন ভিটেয় হয় বসতি[২]
দিয়েছিলে খোশ কবুলতি
হরদমে নাম রাখ্‌বো স্থিতি
এখন ভুলেছ তারে[৩] ।।

আইন মাফিক নিরিখ দে না
তাতে কেন ইতরপানা,
যাবে রে মন, যাবে জানা—
জানা যাবে আখেরে ।।

সুখ পেলে হও সুখ-ভোলা,
দুঃখ পেলে হও দুঃখ-উতলা,
লালন কয়, সাধনের খেলা—
তোমার কিসে জুত ধরে[৪] ।।

১. সাধের অন্তঃপুরে (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ৭৭)
সন্তোষপুরে (লা-গী, পৃঃ ২৭৫)
২. যখন ভিটেয় হও বসতি (লা-গী)
৩. "তুমি হরদমে নাম রাখবে স্থিতি,
এখন ভুলে গিয়েছ তারে ।।" (বা-বা-বা-গা)
"হরদমে নাম রেখো বসতি" (লা-গী)
৪. "সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা
দুঃখ পা'লে হও দুখ-উতলা
লালন কয় হও সাধনের বেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে" ।। (বা-বা-বা-গা)

২৬৯

ভালো জল ছেঁচা কল পেয়েছো মুনা।
ডুবারু যে জন পায় সে রতন,
তোর কপালে ঢন্‌ঢনা ॥

মান-সরোবর নামটি তার ;
লাল মতি আছে অপার
তায় ডুবতে পারলে না।
আমি ডুব্‌তে যেয়ে খাবি খেয়ে
শুক্‌টো বোঝে শেষ খানা ॥

ইন্দ্রদ্বারে কপাট দেয়,
সেই বটে ডুবারু হয়,
তা নইলে হবে না
আপন ছেঁদা কাদা-খচা
কি অদ্ভুত এই কারখানা ॥

জল ছেঁচে নদী শুকায়,
কার বা এমন সাধ্য হয়,
কেউ পায় পরশ খানা।
লালন বলে, ফিকির পেলে,
যায় সুমুদ্দুর লংঘনা ॥

২৭০

শিরনী খাওয়ার লোভ যার আছে।
সে কি চেনে মানুষ-রতন,
(তার) দরগা তলায় মন মজেছে ॥

সাধুর হাটে সে যদি যায়,
আঁইট বসে না কোন কথায়,
মন থাকে তার দর্‌গা তলায়,
বুদ্ধি তার পেঁচোয় পেয়েছে ।।

প্রতিমা গড়ে ভাস্করে
মূলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে,
গুরু বলে আবার তারে
এমন পাগল কে দেখেছে ।।

মাটির পুতুল গড়ে নাচায়
আপনি মারে আপনি বাঁচায়,
ধাত্র যেন স্বয়ং হতে চায়
লালন কয়, তার ও সকল মিছে ।।

২৭১

মন আমার না জেনে কেউ মজ না পীরিতে ।
জেনে-শুনে করগা পীরিত
শেষ ভাল হয় যাতে ।।

ভবের পীরিত ভূতের কীর্তন
ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন,
অবশেষে বিপাকে মরণ
তেমাথা পথে ।।

পীরিতের হয় বাসনা,
সাধুর কাছে জানগা বেনা[1]
লোহা যেমন পরশে সোনা
হবি[2] সে মতে ॥

এক পীরিতের বিভাগ চলন
কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গমন,
জেনে বলছে লালন,
এহি জগতে ॥

২৭২

বিদেশীর সংগে প্রেম কেউ কোর না।
আগে ভাব জেনে প্রেম কর,
যাতে ঘুচিবে ভব-যন্ত্রণা ॥

স্বদেশের মানুষ যদি হয়,
মনে করলে পাই সময় সময়[3]
বিদেশী আর জংলা টিয়ে
কখনও পোষ মানে না ॥

নলিনী আর সূর্যের প্রেম যেমন
সেই প্রেমের ভার নাও রসিক সুজন,
পথের মাথায় গোল বাধিলে
কারো সাথে কেউ যাবে না ॥

১. চেনা (লা-গী, পৃঃ ১২০), ২ হবা
৩. 'তার সনে করিগো প্রণয়' (লা-গী, পৃঃ ১৮)

বিদেশীর সংগে ভাব দিলে,
ভাবের ভাবে কভু না মেলে
অধীন লালন বলে, ঠকলে মাথা
শেষে কাঁদলে সারবে না ।।

২৭৩

জীব মরে জীব যায় কোন্‌খানে[1] ।
ঈশ্বরের ঘর-বাড়ি যদি হতো এ অসার ভুবনে ।।

রাম-নারায়ণ-গৌর-হরি;
ঈশ্বর যদি গণ্য করি,
তারা যদি হয় গর্ভধারী
তবে জীবের ভার আর দেয় কারে ।।

যারে-তারে ঈশ্বর বলা
বুদ্ধি নাই তার অর্ধ তোলা,
ঈশ্বরের কি যম-জ্বালা
হতো এ-ভব নগরে ।।

জগতের মূলাধার সাঁই,
জন্ম-মৃত্যু তার কভু নাই,
সিরাজ সাঁই কয় লালন এবার
বোঝ জ্ঞান-দ্বারে ।।

১. সংসারে

২৭৪

ম'লে ঈশ্বর-প্রাপ্ত হ'লো কেনো বলে।
সেই যে কথার পাই না বিচার
কারো কাছে শুধালে ॥

ম'লে হয় ঈশ্বর-প্রাপ্ত,
সাধু অ-সাধু সমস্ত,
তবে কেনো তপ-জপ এতো,
করে রে জলে-স্থলে ॥

যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়,
ম'লে তা যদি তাতে মিশায়,
ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়,
স্বর্গ-নরক কার মেলে ॥

জীবের এই শরীরে,
ঈশ্বর-অংশ বলি কারে,
লালন বলে, চিন্‌লে তারে
মরার ফল তা যায় ফলে ॥

২৭৫

লাগলো ধুম প্রেমের থানাতে
মন-চোরা পড়েছে ধরা
কালা রসিকের হাতে ॥

বৃন্দাবনে রসে রে খেলা,
তা জানে রাজুবালা,
তার সন্ধান কি পাবি তোরা
চাঁদ ধরিতে ॥

ভক্তিরাম জমাদারের হাতে,
দুই দিনকার চাঁদ জিম্মা আছে,
তিন দিনের দিন চালান করে
চলে আট কোশলেতে ॥

চোর আছে অটলের ঘরে,
কার সন্ধান কে চিনে ধরে,
লালন কয়, সাধনের জোরে,
পাবি অধর চাঁদ হাতে ॥

২৭৬

প্রেম জান না[১] প্রেমের হাটে বোলবোলা।
কথায় কারো ব্রহ্ম-আলাপ, মনে মনে মন-কলা[২] ॥
বেশ করে বৈষ্ণবগিরি,
রস নাই তার জেষ্টি[৩] ভারি,
হরি নামে ঢু ঢু তারি,
তিনগাছি জপের মালা[৪] ॥

১. 'প্রেম জাননা' (লা-গী, পৃঃ ১১৭)
'প্রেম না জেনে' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১০৪)
২. 'মনে গলদ ষোল কলা' (বা-বা-বা-গা, ও লা-গী)
৩. গুমর ভাবি (বা-বা-বা-গা ও লা-গী)
৪. 'তিলক নেয় আর জপের মালা' (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ২০৪)

খোদা বান্দা ভূত চালানি[১]
সেই যে বটে গণ্য জানি
সাধুর হাটে ঘুষ ঘুষানী,
মিছে রে আলাঝালা[২] ।।

মন মাতোয়াল মদন-রসে
সদাই থাকে সেই আবেশে
লালন বলে, সকল মিছে
লব লবানি প্রেমতলা ।।[৩]

২৭৭

সকল দেব-ধর্ম আমার বেষ্টামী।
ইষ্ট ছাড়া কষ্ট নাই মোর
ঐটে ছাড়া নষ্টামী ।।

আজ কেমন সুখ ভাত রাঁধ জল আনা
তাই কেন কেউ করে দেখ না,
দুটো মুখের কথায় মোল্লা দিয়ে
ইষ্ট গোঁসাইর কষ্টামী ।।

১. 'ধাঁদা বাঁধা ভূত চালানি (লা-গী)
২. 'প্রেম গুণে পাও জ্বালা' (লা-গী)
'মিছে সে আলাপনা' (বা-বা-বা-গা)
৩. লোক-জানানী প্রেম উতলা (বা-বা-বা-গা)
লব লবানী প্রেম উতলা (লা-গী)

বোষ্টমী মোর শীত কালের খেঁতা
তখন ইষ্ট গোঁসাই রয় কোথা
কোন্ কালে পরকাল হবে
তাইতে ভজব গোস্বামী।

বোষ্টমীর গুণ বিষ্ণু জানে ভাই,
আর জানি মুই চিতেরাম গোঁসাই,
লালন কয়, বোষ্টমী রতন
হেঁসেলেরো শালগ্রামী ॥

২৭৮

যেতে সাধ হয় রে কাশী
কর্ম-ফাঁসি বাধে গলায়।
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন
নাগর দোলায় ॥

হলো রে এ কি দশা
সর্বনাশা
মনের ঘোলায়।
ডুবলো ডিংগে নিশ্চয় বুঝি
জন্ম-নালায় ॥

বিধাতা দেয় গো বাজী
কিবা মন-পাজী
ফেরে ফেলায়।
বাও না বুঝে বাই তরণী,
তাই তরণী ক্রমে তলায়

কলুর বলদ যেমন
টেটকে নয়ন[1]
পাকে চালায়।
লালন প'লো তেমনি পাকে
হেলায় হেলায় ॥

২৭৯

রোগ বাড়ালি শুধু কুপথ্য করে।
ঔষধ খেয়ে অপযশটি করলি কবিরাজেরে

মানলে কবিরাজের বাক্য,
তবে তো রোগ হয় আরোগ্য,
মধ্যে মধ্যে নিজেই বিজ্ঞ
হয়ে গোল বাধালি রে ॥

অমৃত ঔষধি খা'লি
তাতে মুক্তি নাহি পেলি,
লোভ লালচে ভুলে র'লি,
ধিক তোর লালচে রে ॥

লোভে পাপ পাপে মরণ,
তা কি জান না রে ও মন,
লালন বলে, যা যা এখন
মরবি রে ঘোর বিকারে ॥

১. 'চটকে নয়ন' (মূল খাতার পাঠ)

২৮০

উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই
ঢেঁকি গেলার মত।
ওরে তা যায় না গেলা
তলা গলা ফেড়ে হয় সে হত ।।

মনটা যাতে রাজি হয়,
প্রাণটা তাতে আপনি যায়,
পাথর দেখে শোলার মত,
আবার বেগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা,
টাকশালে সই নয় তো ।।

মুচির চাম-কেটোতে গঙ্গা মা
কোন গুণে যায় দেখ না।
কেউ ফুল দিলে পায় না তো
মন যাতে নয় পূজলে কি হয়,
ফুল দিয়ে শত শত ।।

যার মনে যা লাগে ভাই
করুক করুক করুক তাই।
গোল কেন তার এত
লালন বলে, লাথিয়ে পাকায়,
সে ফল হয় কি মিঠো ।।

২৮১

গেড়ো গাঙ্গে রে ক্ষেপা, হাপুর হুপুর ডুব পাড়িলে।
করছ মজা, যাবে বুঝা, কার্তিকে উলানির কালে ।।

কুঁতপি যখন কফের জ্বালায়,
তাবিজ তাগা বাঁধবি গলায়,
তাতে কি হবে ভালায়
মস্তকের জল শুষ্ক পেলে ॥

বায়ু চালা দেয়[১] ঘড়ি ঘড়ি,
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি
প্রবল হয় কফের নাড়ী,
যাতে হানি জীবন-মূলে ॥

ক্ষান্ত দে রে ঝাঁপাই খেলা,
শান্ত হ-রে ও মন ভোলা,
লালন কয়, আছে বেলা
দেখলি না রে চক্ষু মেলে ॥[২]

১. বাই চালা দেয় ঘড়ি ঘড়ি,
ডুব পাড়গা তাড়াতাড়ি,
তাইতে হল কফের নাড়ী,
তাইতে হানা দেয় আমারে ॥
(ভা-স, পৃঃ ১৩১)

২. "লালন কয়, দেখ চক্ষু মেলে ॥"
(ভা-স, পৃঃ ১৩১)

২৮২

চাষার কর্ম হালে রে ভাই
লাংগল বইতে মানা।
ও জমির চাষ না দিলে
ঘাস মরে না, ফুলে কাশে বেনা॥

অনুরাগের চাষা হয়ে
প্রেমের কর চাষ,
তাতে শুকাইবে ঘাস।
মরি হায় রে, জমিতে নীর পড়িবে কৃষি হবে,
ফলে যাবে সোনা॥

সাণ্ড কাঠের লাংগল বান্দ
খ্যান্ত কাঠের ইস্,
তাতে থাকবে নাকো বিষ।
লালন বলে, ওরে চাষা
চাষার কাম ছেড়ো না॥

২৮৩

মন বুঝি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।
জানে না কান্‌ছির খবর রং মহলের নিকাশ নিচ্ছে॥

ঠিক পড়ে না কুড়ো-কাঠা
ধূলে ধরে সন্তুর গণ্ডা
অকারণ খাটিয়ে মনটা
পাগলামি প্রকাশ করছে॥

যে জমির নাই আড়া-দীঘল তা
কিরূপ কালি করে সেথা,
শোনে চৌদ্দ পেয়ার কথা
কুড়ো-কাঠা কয় আন্দাজে ।।

কৃষ্ণদাস[১] পণ্ডিত ভাল
কৃষ্ণ-লীলা সীমা দিল
আর পণ্ডিত চূর্ণ হল
টুনি এক পক্ষীর কাছে ।।

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যায়
তেমনি আমার মন মনুরায়,
লালন বলে, কবে কোথায়
এমন পাগল দেখেছে ।।

২৮৪

আমার চরকা ভাঙ্গা, টেকো আড়ানে।
আমি টিপে সোজা করব কত
আর তো প্রাণে বাঁচি নে ।।

---

১. 'কিষ্টদাস' (আদর্শ খাতায় পাঠ)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের লেখক

একটা আঁটি আর একটা খসে গো
চরকা লয়ে যাই কোন্‌ দেশে
আমি আর কতকাল জ্বলব এ জ্বালে
এ বেতো চরকার গুণে ॥[১]

মিস্ত্রী বেটার গুণ পরিপাটি[২]
ষোল কলে ঘুরায় টেকোটি
ও তার একটা কলে বিকল হলে
সারতে পারে কোন্‌ জনে ॥

সামান্য কাঠ পাটের চরকা হয়
খসলে খুঁটো খেটে আঁটা যায়
মানব দেহ চরকা সেই[৩]
লালন কি তার ভেদ জানে ॥

১. আমি আর কতকাল, বইবো এ হাল
এই বেতো চরকার গুণে ॥
(হারামণি, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃঃ ৯৯)

২. কিবা ছুতোর বেটার গুণ পরিপাটি।
(ম-লা-ফ, পৃঃ ৮০)

৩. 'মানব দেহো চরকা সেহো'
(ম-লা-ফ, পৃঃ ৮০)

২৮৫

পেঁড়োর ভূত যে জনা[1]
শোন রে মুনা মুক্তি সে কোন্ দেশে পায় ।।
ফয়তা দিলে ভূত ছেড়ে যায়
পেঁড়োর দরগায় ।।

মোরদার নামে ফয়তা দিলে
মোরদা কি পায় সেখানে গেলে
তবে কেন পিতা-পুত্র
দোজখে যায় ।।

মক্কায় শুনি শয়তান থাকে
ভূত হয় না কি পেঁড়োর মাঝে
একথা পাগলে বোঝে
এ দুনিয়ায় ।।

মরার আগে ম'লে পরে
আপনার ফয়তা আপনি করে
তবে আখের হতে পারে—
লালন তাই কয় ।।

১. 'প'ড়ো ভূত হয় যে জনা'—(সা-প, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃঃ ১৫৯)

২৮৬

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে ॥

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম[১] কিছু নাই
দেব-দেবতাগণ,
করে আরাধন
জনম নিতে মানবে ॥

কত ভাগ্যের ফলে না-জানি
মন রে, পেয়েছো এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী সু-ধারায়
যেনো ভরা না ডোবে।

এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন,
তাইতে মানব রূপ গঠলেন[২] নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর
না দেখি কেনার,
লালন কয় কাতর ভাবে ॥[৩]

১. 'তুলনা'—রবীন্দ্রনাথ, (ছন্দ, পৃঃ ৫১, ১৩৪৩ সালের সং)
'উত্তর' (লা-গী, পৃঃ ২৮৬)
২. গটলে (বা-বা-বা-গা, পৃঃ ১৪)
৩. 'অধীন লালন তাই ভাবে' (বা-বা-বা-গা ও লা-গী)
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর ভণিতায় 'অধীন' শব্দটি বাদ দিয়েছিলেন। যথা,— 'লালন কয় কাতর ভাবে'। আমরাও 'অধীন' শব্দটি বাদ দিলাম।

২৮৭

এ জনম গেলো রে অসার ভেবে।
পেয়েছ মানব-জনম,
হেন দুর্লভ জনম
আর কি হবে ॥

জননীর জঠরে যখন,
অধো মুণ্ডে ছিলে রে ও মন,
বলেছিলে করবো সাধন,
এখন কি তা মনে হয় না ভবে ॥

ও মন কারে বলো, আমার আমার,
তুমি কার আজ, কেবা তোমার,
যাইবে সকল গুমার
যে দিন শমন রায় আসিবে ॥

ও মন এ-দিনে সে-দিন ভাবলে না,
কি ভেবে কি করে মুনা,
লালন বলে, যাবে জানা
হারলে বাজি কাঁদলে কি আর হবে ॥

২৮৮

এমন মানব জনম আর হবে না ॥

দেবের দুর্লভ তোরে
মানব জনম স্বষ্টি করেছে রে
এবার ভুললে কতই ফেরে
শেষে কাঁদলে সারবে না ॥

চোর আশির মধ্যে যদি,
পড় হা রে মন-বিবাদি,
হারাবি সে স্বর্ণ-নিধি
শেষে পাবি যাতনা ॥

সেবা পূজা ভক্তির স্মরণ
মানুষেরি এরূপ করণ,
লালন বলে, পশুর ধরন
শুধু পেট সার কর না ॥

২৮৯

জাতির গৌরব কোথায় রবে।
যখন এসব ফেলে যেতে হবে ॥

বামুন কায়েত কামার কুলু
ভিন্ন ভিন্ন ভাবছ সবে।
এ সব ঘুচবে সেদিন, তোমায় যে দিন
দীন ইসলাম তলব দিবে
(রাজাধিরাজ তলব দিবে) ॥

গড়েছে এক কারিগরে
স্ত্রী আর পুরুষ ভংগি ভাবে,
তাদের চাহন-চলনে সবাই চিনে
ঢাকিলে না ঢাকা রবে ॥

যত কিছু বিষয়-আশয়
কিছু নাহি সংগে যাবে,
একবার মুদলে নয়ন করবে শয়ন
মাটির দেহ মাটি হবে ॥

জাতি-কুল সবই বিফল
জাতি লয়ে কি পার পাবে।
সিরাজ বলে ও রে লালন,
ভাব আখেরেতে কিবা হবে ॥

২৯০

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে
জাইত কেমনে রাখো বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে
তাই খায় চেয়ে ॥

ধন্য প্রভু জগন্নাথ
চায় না রে সে জাইত-অজাইত
ভক্তের অধীন সে।
আবার জাইত-বিচারী দুরাচারী
যায় তারা সব দূর হয়ে ॥

জোলা ছিল কবীর দাস
তার তোড়ানি বার মাস
উঠছে উথলিয়ে।
সেই তোড়ানি খায় সে ধনি
সেই আসে দরশন পেয়ে[১] ॥

জাইত না গেলে পাই নে হরি
কি ছার জাইতের গৌরব করি
ছুঁস নে বলিয়ে।
লালন কয়, জাইত হাতে পেলে
পোড়াতাম আগুন দিয়ে ॥

২৯১

খেয়েছি যে জাতে কচু না বুঝে।
এখন তেঁতুল কোথায় পাই খুঁজে ।।

কচু এমন মান গোঁসাই,
তারে চিনলে না রে ভাই,
আমি খেয়ে হলাম পাগল পারা
আমার 'চোবরি'[২] ঘরা চুলকোচ্ছে ।।

---

১. পাঠান্তর—
"জোলা ছিল কবীর দাস
তার তোড়ানি বার মাস
উটচে উতলিয়ে সেই তোড়ানি
খায় যে ধনি সেই আসে
দরশন পেয়ে ॥" (লা-গী, পৃঃ ৩০৭)

২. চোবরি ঘরা ঃ চবির ঘর ঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে বোঝানো হয়েছে

ভবে নিম্ব বৃক্ষ তার,
তাতে দিলে চিনির সার
কখনও সে হয় না মিঠে,
এমন কচুর বংশ যেস[১] ॥

যত সব ভেড়ুয়া বাঙ্গালে,
কচুকে মান গোঁসাই বলে,
লালন ভেড়ে দেখলে পরে
ঐ কথায় কি মন মজে ॥

২৯২

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতের কি রূপ
দেখলাম না এ নজরে ॥

খাত্‌না দিলে হয় সলমান,
নারীর তাতে কি হয় বিধান,
বামুন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনি চিনি কিসে রে ॥

কেউ মালা কেউ তস্‌বী গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কি রে ॥

জগত বেড়ে জাতের-কথা
ঝগড়া করি যথা-তথা
লালন বলে, জাতের ফাতা[১]
বিকাইছি সাধ বাজারে[২] ।।

২৯৩

সবে বলে, লালন ফকীর হিন্দু কি যবন।
লালন বলে, আমার আমি না জানি সন্ধান ।।

একই ঘাটে আসা-যাওয়া,
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া,
কেউ খায় না কার ছোঁওয়া,
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ।।

বেদ-পুরাণে করেছে জারী
যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি,
লালন বলে, তাও বুঝতে নারি
দুইরূপ স্বষ্টি করলেন কিরূপ প্রমাণ ।।

বিবিদের নাই মুসলমানী,
পৈতা নাই যার সেও বাওনী
বোঝো রে ভাই দিব্যজ্ঞানী,
লালন তেমনি খাত্‌নার জাত এক খান ।।

১. ফাতা : অস্তিত্ব, ২. পাঠান্তর : ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২৯৪

ফকীরী করবি ক্ষেপা কোন্ রাগে।
হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে ॥
আছে বেহেশ্‌তের আশায় মোমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গে মন
টল কি অটল মোকাম সেহি
নেহাজ করে জান আগে ॥

যারা ফকীরী সাধন করে
খোলাসা রয় হুযুরে
বেহেশ্‌তের সুখ ফাটক সমান
সরায় ভাল তাই দেখে[১] ॥

আখের অটল প্রাপ্ত কিসে হয়
মুরশিদের ঠাঁই জানা যায়
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ভুগিস নে ভবের ভোগে ॥

২৯৫

ফের প'ল তোর ফকীরীতে।
যে ঘাট মারা ফিকীর ফাকার
ডুবে ম'লি সেই ঘাটেতে ॥

১. 'শরায় ভাল তাই জানে' ॥ (লা-গী, পৃঃ ৪১)

ফকীর ছিল এক নাচাড়ী
অধর ধরে দিতাম বেড়ী
পাস্তানি খোলা দোয়াড়ি
তাই দেখে রেখেছি পেতে ॥

না জেনে ফিকীর আঁটা
শিরেতে পড়ালাম জটা
সার হল ভাং ধুতরো ঘোঁটা
ভজন-সাধন সব চুলোতে ॥

ফিকীরী ফকীরী[১] করা
হতে হবে জ্যান্তে মরা
লালন ফকীর নেংটি[২] এড়া
আঁইট বসে না কোন মতে ॥

২৯৬

সদা মন, থাক বা-হুঁশ
মানুষ রূপ নিহারে।
আয়না আঁটা রূপের ছটা
চিলেকোঠায় ঝলক মারে ॥

১. ফকীরী ফিকীরী, ২. নেংটী
(ম-উ ; সা-প, ১৩৬৫, বর্ষা সংখ্যা, পৃঃ ১৫৯ ও লা-গী, পৃঃ ৩১৬)

স্বরূপে যার রূপটি জানা
সেই তো বটে উপাসনা
গাঁজায় দম চড়িয়ে মনা
বোম কালী আর বলো না রে ॥

বর্তমানে দেখ ধরি
নর-দেহ অটল বিহারী
পড় কেন হরি বড়ি
কাঠের মালা টিপে হা রে

দিল ঢুঁড়ে দরবীশ যারা
রূপ নিহারে সিদ্ধ তারা
লালন কয়, এবার আমার
ডাণ্ডা-গুলি সার হল রে ॥

২৯৭

চিরদিনের দুঃখের অনলে প্রাণ জ্বলছে আমার।
আমি আর কত দিন জানি,
অবলার প্রাণী,
এ অনলে জ্বলবো ওহে প্রাণেশ্বর[১] ॥

১. দয়াময়

দাসী ম'লে ক্ষতি নাই
যাই রে মরে যাই,
দয়াল নামের দোষ রবে হে গোঁসাই।
দেও হে দুঃখ যদি
তবু তোমায় সাধি,
তোমা বিনে দোহাই আর দিবো কার ॥

ও মেঘ, হইলে উদয়,
লুকালে কোথায়,
পিপাসীর প্রাণ গেলো পিপাসায়[1]
কি দোষের ফলে, এ দশা ঘটালে
চাও হে নাথ ফিরে চাও হে একবার ॥

আমি উড়ি হাওয়ার সাথ,
ডুরি তোমার হাত,[2]
তুমি না তরালে কে তরায় হে নাথ,
ক্ষমো অপরাধ,
দাও হে শীতল পদ
লালন বলে, প্রাণে সহে কত আর ॥

১· প্রবশীর প্রাণ গেল প্রবশায়

২. "আমি উড়ি হাওয়ায়, তোমার হাত,
তুমি না তরালে কে তরায় নাথ
আমার ক্ষম অপরাধ, দেও হে শীতল পদ
লালন বলে, প্রাণে সয় না রে আর ॥"
(লা-গী, পৃঃ ২৯০)

২৯৮

মন আমার, তুই করলি এ কি ইতরপানা।
দুগ্ধেতে যেমন রে তোর মিশালো চোনা ॥

শুদ্ধ-রাগে থাকতে যদি
হাতে পেতে অটল নিধি,
বলি মন তাই নিরবধি
বাগ মানে না ॥

কি বৈদিকে[১] ঘিরলো হৃদয়
হ'ল না সু-রাগের উদয়,
নয়ন থাকিতে সদায়
হ'লি কানা ॥

বাপের ধন তোর খেলো সাপে,
জ্ঞানচক্ষু নাই দেখবি কবে,[২]
লালন বলে, হিসাব কালে
যাবে জানা ॥

২৯৯

আজগবি বৈরাগ্য-লীলা দেখতে পাই।
হাত বানান চুল দাড়ি জট
কোন ভাবুকের ভাব রে ভাই ॥

১. বৈদিগে. ২. দেখবি কারে (লা-গী, পৃঃ ৪৩)

যাত্রার দলেতে দেখি
বেশ করিয়ে হয় রে যোগী,
ঠিক যেন সে জাল বৈরাগী
বাসায় গেলে কিছুই নয় ।।

ফকীর-বৈষ্ণবের তরে
ভক্তিকে ভৎ র্সনা করে,
নইলে কেন বেহাল পরে
বোল্‌লে কিছু শুনতে পাই

না জানি এই কলির শেষে
আর কত রং উঠবে দেশে,
লালন ভেঁড়ের দিন গিয়েছে
যে বাঁচে সে দেখবে ভাই

৩০০

সদা সোহাগিনী ফকীর সাদা যে হয়।
তবে কেন কেহ কেহ বেদাত-সেদাত কয় ।।

যার নাম সাদা সেইতো গাহান
কোরানে তার বলছে লাহান
তা নইলে কি হাদিস কিতাবে
রাগ-রাগিণী দেয় ।।

সব গান যদি বেদাত হ'তো
তবে কি ফেরেশ্‌তায় গেতো
দেখ নবীকে মেহ্‌রাজ পথে
নৃত্য-গীতে নেয় ।।

আধখোট্টা পৌন বাঙ্গালী ভাই,
যত গোল বাধায়,
গানের ভাব বিশেষে ফল দিবেন সাঁই,
লালন ফকীর কয় ।।

৩০১

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই ।
হিন্দু কি যবন বলে কোন জাতের বিচার নাই ।।

শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা,
ভক্ত কবীর জেতে জোলা,
সে যে ধরেছে ব্রজের কালা
দিয়ে সর্বস্ব ধন তাই ।।

রামদাস মুচির ভবের পরে
ভক্তির বল সে সদায় করে
তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা পড়ে
শুনি সাধুর ঠাঁই ।।[১]

১. মূল পাঠ 'শুনি সাধুর শাস্ত্রে তাই'
লালন-গীতিকা অবলম্বনে এই পাঠ সংশোধিত হ'ল ।

এক চাঁদে হয় জগত আলো,
এক বীজে সব জন্মাইল
লালন বলে, মিছে কল
আমি এই ভবে শুনতে পাই।

৩০২

একবার চাঁদ-বদনে বল রে সাঁই ॥
বান্দার এক দমের ভরসা নাই ॥

কি হিন্দু কি যবনের বালা,[১]
পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা,
পিছে কাল শমন
আছে সর্বক্ষণ
কোন দিন বিপদ ঘটাবে ভাই ॥

আমার বিষয় আমার বাড়ী-ঘর,—
এই রবে দিন গেল রে আমার
বিষয় বিষ খাবা,
সে ধন হারাবা—
শেষে কাঁদলে কে আর শুনবে তাই ॥

নিকটে থাকিতে রে সে ধন,
বিষয় চঞ্চলাতে খুঁজলি নে এখন,
অধীন লালন কয়,
সে ধন কোথায় রয়,—
আখেরে খালি হাতে সবাই যাই ॥

১. 'যোবানের বালা' (লা-গী, পৃঃ ২৬৪)

৩০৩

চিরদিন কাঁচা বাঁশের খাঁচা থাকবে না।
পাখী যাবে উড়ে থাকবে পড়ে
কেউ রাখিতে পারবে না ।।

কোনদিন পাখী দিবে ফাঁকি
সদাই মনে ভাবনা
তোমার মনচিন্তা ভবচিন্তা
গুরুচিন্তা হলো না ।।

যারে বলো আপন আপন
কেউ তো সংগে যাবে না।
হঠাৎ আসবে শমন করবে দমন
কেউ রাখিতে পারবে না ।।

পিতা মাতা দারা সুত, আত্মীয় সহৃদ জনা
দিয়ে কাঁচা বাঁশে ভাংগা চাঁচে
মরা বলে ছোঁবে না।

শুন ওরে মন পাখী ছাড় মিছে ভাবনা
লালন রে তুই ধর্ চরণ, কর্ স্মরণ
মরণের ভয় রবে না ।।

চার : সংযোজন

[বাংলা একাডেমী-সংগ্রহে নেই অথচ অন্য প্রামাণ্য গ্রন্থে
প্রকাশিত হ'য়েছে এরূপ গান এবং আমার
ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও অপ্রকাশিত কয়েকটি
লালন-গীতিকা এই অংশে
সংযোজিত হ'ল]

৩০৪

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়।
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন্ খুদা পাঠায় ।।[১]

এক যুগে যা পাঠায় কালাম
আর যুগে তা হয় কেন হারাম
দেশে দেশে এমনি তামাম
ভিন্ন দেখা যায় ।।

১. গানটি একাডেমী-সংগ্রহে নেই। নিজস্ব সংগৃহীত।
(আবদুল লতীফ আফী আনহুর সৌজন্যে)

এখানে লালন আসল ধর্ম গ্রন্থ (কালাম) কোন্‌টি এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই—

আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয়। মানুষের ধর্মও তাই এক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা থেকে একই খুদার বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধার করা যায়, এর কারণ কি? লালন বলছেন, এর কারণ—এ সব মানুষেরই রচনা। মানুষের রচনা বলেই এত ভিন্নতা। কিন্তু আমরা লালনের গানে দেখেছি, আল্লাহ্‌, নবী ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। আসল কালাম বলতে তিনি যে কুর্‌আনের কালাম বোঝেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সকল ধর্মগ্রন্থই কম-বেশী ক'রে মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হ'য়েছে, শুধু কুরআন অবিকৃত রয়েছে।

যদি একই খুদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না
মানুষের সকল রচনা
তাইতে ভিন্ন হয় ॥

এক এক দেশে এক এক বাণী
পাঠান কি সাঁই গুণমনি
মানুষের রচনা জানি
লালন ফকীর কয় ॥

৩০৫

আজব রঙ ফকীরী সাধা সোহাগিনী সাঁই।
ও তার চুড়ি সাড়ী ফকীরী ভেক কে বুঝিবে তাই ॥

সর্বকেশী মুখে দাড়ি
পরনে তার চুড়ি সাড়ী
কোথা হইতে এলোশীড়ি
জেনতে উচিত চাই ॥

ফকীরী গোরোর মাঝার
দেখ হে করিয়ে বিচার
ও সে সাধা সোহাগী সবার
আধ ঘর শুনতে পাই ॥

সাধা সোহাগীর ভাবে
প্রকৃতি হইতে হবে
সাঁই লালন কয়, মন পাবি তবে
ভাব-সমুদ্রে থাই ॥

(লা-গী, ৪৪৩ সংখ্যক গান, পৃঃ ৩০৫)

৩০৬

আপনারে আপনি চিনি নে।
দীন দ'নের পর যার নাম অধর
তারে চিনব কেমনে ॥

আপনারে চিনতাম যদি
হাতে মিলত অটল নিধি
মানুষের করণ হত সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে ॥

কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারি কি হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্বে পায় সাধ্য ধন
সহজ সাধক জনে ॥

দিব্যজ্ঞানী যেজন হ'লো
নিজ তত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রইল
জন্ম-অন্ধ মনগুণে ॥

(লা-গী, ১নং গান, পৃঃ ৩)

৩০৭

আমার দেখে-শুনে জ্ঞান হ'লো না।
আমি কি করিতে কি করিলাম
আমার দুগ্ধেতে মিশিল চোনা ॥

মদন রাজার ডঙ্কা ভারি
হ'লাম তাহার আজ্ঞাকারী
আমি যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥

রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন
আমার হ'ল কামলোভী মন
মদন রায়ের গাঁঠরী-টানা ॥

উপর হাকিম একদিনে
কৃপা করতেন নিজ গুণে
দীনের অধীন লালন ভণে
যেত রে মনের দোটানা ॥

(লা-গী, ৯১ সংখ্যক গান, পৃঃ ৬৩)

৩০৮

আমার মনের মানুষেরি সনে
মিলন হবে কত দিনে ॥

চাতক-প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালো শশী,
হবো বলে চরণ-দাসী
(ও) তা হয় না কপাল গুণে ॥

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
রূপ হেরিয়ে দর্শনে ॥

যখন ঐ রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোক-লজ্জার ভয়
ফকির লালন বলে সদায়,
(ও) প্রেম যে করে সেই জানে ॥

(লা-গী, ৩৬২ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৪৮)

৩০৯

ওগো জ্যান্তে মরা সে প্রেম-সাধনে
তা কি পারবি তোরা।
সে প্রেমে কিশোরী-কিশোর মজেছে দু'জনে।

কামের কামী নিষ্কামিনী হয়
কামরূপে কামশক্তির আশ্রয়
তার সন্ধি জানা বড়ই সে নয়
জীবের মনে ॥

পাইলে রে অরুণ-কিরণ
কমলিনী প্রফুল্ল-বদন
ওমনি গতি সে দলে
আকর্ষণে চলে ॥

সমর্থা আর সাম্নু রসের মান
উভয় জানে সমানে সমান
লালন ফকীর ফাঁকে ফেরে
কঠিন দেখে-শুনে ॥

(লা-গী, ১৯০ সংখ্যক গান, পৃঃ ১২৮)

৩১০

ও সে ফুলের মর্ম জানতে হয়।
যে ফুলে অটল বিহার
বলতে লাগে বিষম ভয় ॥

ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে তার অমৃত সুধা
এমন ফুল দীন-দুনিয়ায় পয়দা
জানিলে দুর্গতি যায় ॥

চিরদিনে সেহি যে ফুল
দীন-দুনিয়ার মকবুল
যাতে পয়দা দীনের রসুল
মালেক সাঁই যার পৌরুষ গায় ॥

জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরু পূজা
সিরাজ সাঁই কয় এ ভেদ বুঝা
লালন ভেড়ের কার্য নয় ॥
(লা-গী, ৯৭ সংখ্যক গান, পৃঃ ৬৭)

৩১১

কাশী যাবি কি মক্কায় যাবি রে মন।
চল রে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যেবেলায়
উপায় নাই ॥

মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশী স্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই ॥

নৈবিদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা
সিন্নি বেলা দরগাতলা
তাও দেখে মন খল্‌বলায় ॥

চুল পেকে হ'লে বুড়োহড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই ॥

(লা-গী, ১০ সংখ্যক গান, পৃঃ ৮)

৩১২

কে বোঝে তোমার অপার লীলে।
তুমি আপনি আল্লাহ্ ডাকো আল্লাহ্ বলে ॥

নরেকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারি
তুমি সাকারে স্বজন, গঠলে ত্রিভুবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে ॥

নিরাকার নিগম ধ্বনি
সেও তো সত্য সবাই জানি,
তুমি আগমের কুল, দীনের রসুল
আবার আদমের ধড়ে জান হইলে

আত্মতত্ত্ব জানে যারা,
নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
ও সে নীরে নিরঞ্জন অকৈতবের ধন,
লালন খুঁজে বেড়ায় বন-জঙ্গলে ॥

(লা-গী, ২০২ সংখ্যক গান, পৃঃ ১৩৬)

৩১৩

কোথায় গেলি রে কানাই।
সকল বন খুঁজিয়ে তোরে
নাগাল পাই নে ভাই

বনে আজ হারিয়ে তোরে
গৃহে যাবো কেমন করে
কি বলব মা যশোদারে
ভাবনা হ'ল তাই ॥

মনের ভাব বুঝিতে নারি
কি ভাবের ভাব তোমারি
খেলতে খেলতে দেশান্তরি
ভাব তো দেখতে পাই ॥

আজ বুঝি গোচারণ-খেলা
খেললি না রে নন্দলালা,
লালন বলে, চরণ খেলা
তলা পাই নে বুঝি ঠাঁই ॥

(লা-গী, ৩৪৭ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৩৮)

৩১৪

চলো দেখি মন কোন্ দেশে যাবি।
অবিশ্বাস হ'লে কোথায় কি পাবি ।

এ দেশ ভূত পেতো বলে
সারে পেঁড়োও ফয়তা দিলে
পেঁড়োর ভূত কোন্ দেশে গেলে
মুক্তি পায় কিসে ভাবি ॥

মন বোঝ না তীর্থ করা,
মিছামিছি হেঁটে মরা,
পেঁড়োর কাজ হয় পিঁড়েই সারা
নিষ্ঠা হয় মন যগুপি ॥

বার ভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ঠিক দাও আপন নসিবী ॥

(লা-গী, ৮ সংখ্যক গান, পৃঃ ৭)

১১৫

জান রে মন সেই রাগের করণ।
যাতে কৃষ্ণ বরণ হ'ল গৌর বরণ ॥

শত কোটি গোপীর সংগে
কৃষ্ণপ্রেমে রস-রঙ্গে,
সে যে টলের কার্য নয় অটল না বলায়
সে আর কেমন ॥

রাধারে কি ভাব কৃষ্ণেরো
কিভাবে বশ গোপীকারো
সে ভাব না জেনে সে সঙ্গ কেমনে
পাবে কোন জন ॥

সাম্য রসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয় না
লালন বলে, সে যে নিগূঢ় করণ
ব্রজে অকৈতব ধন ।।

(লা-গী, ১৪৪ সংখ্যক গান, পৃঃ ৯৮)

৩১৬

তোমরা আর আমায় কালার কথা বইলো না।
ঠেকে শিখ্‌লাম গো কালো রূপ আর হেরব না।।

পরলাম কলঙ্কের হার
তবু ত ও কালার
মন তো পেলাম না ।।

যেমন রূপ কালো
তেমনি উহার মন কালো
প্রেমের কি এই শিক্ষে
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে
লজ্জা গণে না।
ঘৃণায় মরে যাই, এমন প্রেম
আর করব না ।।

যেমন চন্দ্রাবলী
তেমনি রাখাল অলি
থাক সে দুই জনা সনে।
লালন কয়, রাধার
বোল সরে না ।।

(লা-গী, ৩৬৬ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৫১)

৩১৭

তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা।
আমরা চিনেছি তারে বলি মা তোরে তুই ভাবিস না।।

কার্য দ্বারা জ্ঞান হ'য়েছে
অমন চাঁদ নেবেছে ব্রজে,
নইলে বিষম কালিদয়
বিষের জ্বালায় বাঁচিত না।।

যে ধন বাঞ্ছিত সদায়
তোর ঘরে মা সে দয়াময়
নইলে কিগো তার বাঁশী-স্বরে
ধার ফেরে গঙ্গা।।

যেমন ছেলে গোপাল তোমার
অমন ছেলে আর আছে কার
লালন বলে, যে গোপালের
অঙ্গে গোপাল হয় মা।।

(লা-গী, ৩৪১ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৩৪)

৩১৮

দেখ না রে ভাব নগরে ভাবের ঘরে ভাবের কীর্তি।
জলের ভিতরে রে জ্বলছে বাতি॥

ভাবের মানুষ ভাবের খেলা
ভাবে বসে দেখ নিরালা
নীরেতে ক্ষীরেতে ভেলা
বয়ে জতি।।

জ্যোতিতে রতির উদয়
সামান্যে কি তাই জানা যায়
তাতে কত রূপ দেখা যায়
লাল মতি ।।

যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে
লালন কয়, দেখবি তবে
কি গতি ।।

দ্রঃ (লা-গী, ১৫০ সংখ্যক গান, পৃঃ ১০২)

৩১৯

দেখ রে আমার রসুল যার কাণ্ডারী এই ভবে।
ভাব-নদীর তুফানে তার কি নৌকা ডোবে ।।

ভুলো না মন কারো ধোকায়,
চড়ে সে তরীকের নৌকায়
বিষম ঘোর তুফানের দায়
বাঁচাবি ওরে ।।

তরীকতের নৌকা খানি
এস্ক নাম তার বলায় শুনি
বিনে হাওয়ায় চলছে ওমনি
[রাত্র দিবে ।।

সে নৌকা যে না চড়ি
কেমনে দিব ভব পাড়ি
লালন বলে, এহি ঘড়ি
দেখ না মন ভেবে ।।][1]

(লা-গী, ২০৫ সংখ্যক গান, পৃ ১৩৮)

৩২০

নামে রসিক নাম ধরিয়ে
মন বেড়াও জগৎ মাতিয়ে
ভাব জান না ভাবের ডোঙা
ভাঙ্গিলে মাটি গুতিয়ে ।।

পেয়েছ জলসেঁচা এক চাকরি
জড়িয়ে ধরি মেরে গুড়ি
সেঁচলে স্থুরু আখেরি
রসিক যারা চতুর তারা
আছে হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়ে ।।

নাদায় গুড় নাই রে মনা,
খাপ্‌রি ভাঙ্গা, ঘুরে বেড়িয়ে হ'ল না,
তুই গাড়ে পড়লি, চুবনি খেলি
তবু উঠিস কুত্‌কুতিয়ে ।।

১. রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

পিশাচে স্বভাব রে তোর যায় না,
তোর কথায় দৈন্য কাজে শূন্য,
মদন-রসে মগনা
লালন বলে,স্বভাব-গুণে
হলি রে তুই বেজাতীয়ে ।।

(লা-গী, ১২৯ সংখ্যাক গান, পৃঃ ৮৮)

৩২১

প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায় ।
প্রেমে মজলে ধর্মাধর্ম ছাড়তে হয় ।।

দেখ রে সেই প্রেমের লেগে
হরি দিলো দাসখত লিখে
ষড়ৈশ্বর্য তেজ্য করে
কাঙ্গাল হ'য়ে ফেরে নদীয়ায় ।।

ব্রজে ছিল জলদ কালো
প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হ'ল
সে প্রেম কি সামান্য বলো,
যে প্রেমেরো রসিক দয়াময় ।।

প্রেম-পীরিতের এমনি ধারা
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্ম যায় না তারা
লালন বলে, প্রেমের রীতি তাই ।।

(লা-গী, ১৭০ সংখ্যাক, গান পৃঃ ১১৪)

৩২২

মুরশিদকে মানিলে খুদায় মান্য হয়।
শুভা যদি হয় কাহারো কেতাব দেখলে মিটে যায়।।

বে-মুরিদেরা যত
শয়তানের অনুগত
এবাদৎ বন্দেগি তার তো
সই দেবে না দয়াময়।।

মুরশিদ যা এশারা দেয়
বন্দেগির তরীক যে হয়
কোরানে তো সাফ লেখা যায়
আবার ওলি-দরবেশ তারাও কয়।।

মুরশিদের মেহের হ'লে
খোদার মেহের তাইরি হেন,
মুরশিদ না ভজিলে
তার কি আর আছে উপায়।।

মুরশিদ পথেরো ছাড়া
যারা কোথায় তারো দাড়া
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়,
লালন গোড়া
পথ ধরে থেকো সদায়।।

(লা-গী, ২৫১ সংখ্যক গান, পৃঃ ১৬৮)

৩২৩

মুরশিদ বল রে আমার মন-পাখী ।[১]
ভবে কেউ কারোর দুঃখের নয় রে দুখী ॥

ভুল না রে ভব-ভ্রান্ত কাজে,
আখেরে এ সব কাণ্ড মিছে,
মন রে আসতে একা
যেতে একা,
এ ভব-পীরিতের ফল আছে কি ॥

হল্লা কোলাহলে সুপদ কিছু নাই,
বাড়ির বাহির করেন সবাই,
মন তোর কেবা আপন
পর কে তখন,
দেখে-শুনে খেদে ঝুরবে আঁখি ॥

গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়,
কাঁদিয়ে সবে তখন জীবন ছাড়তে চায়,
অধীন লালন বলে, কারো গোরে কেউ তো যায় না
থাকতে হয় একাকী ॥

(বা-বা-বা-গান । ৭৩ সংখ্যাক গান, পৃঃ ৬৩)

লালন-গীতিকার সূচীতে এই চরণটি আছে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, গানটি বইখানিতে আদৌ নেই । পরে দেখা গেল, গানটি 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' আছে । তা থেকেই এখানে উদ্ধৃত করা গেল । আরও দু'টি গানের ব্যাপারে এরূপ ঘটেছে । লালন-গীতিকার সূচীতে 'দীনের ভাব যেহি ধারা' ও 'কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশিলে' শীর্ষক আরও দু'টি গানের উল্লেখ আছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে গান দু'টি বইতে নেই ।

৩২৪

মূলের ঠিক না পেলে সাধন কিসে হয়।
কেউ বলে শ্রীকৃষ্ণ মূল কেউ বলে মূল ব্রহ্ম সে।।

ব্রহ্ম ঈশ্বর দুই তো
লেখা যায় সাধ্য যত
উঁচা-নিচা কি তারো তো
করিতে হয় সেও দিশে।।

কোথা যাই কিবা করি
বলে বেড়াই গোলে হরি
লালন কয়, এক জেনতে নারি
তাইতে বেড়ায় মন ভেসে।।

(লা-গী, ৪৩৮ সংখ্যক গান, পৃঃ ৩০২)

৩২৫

মেরে সাঁইয়ের আজব লীলে-খেলা
তা কেউ বুঝতে পারে।
কালায় শোনে অন্ধ দেখে এই ভাব-নগরে।।

ল্যাংড়া সে নেচে বেড়ায়
অন্ধজনায় সব দেখে রে।
মরা করে তাজা আহার ধরে ধরে
জল নাই দেখি সন্ত
ভাসে পদ্ম সেই পুকুরে।
এ বড় রহস্য কথা বলব কারে।।

খাঁচায় কোঁতর নাই তার
উড়ছে পাখী নিরন্তরে।
সিরাজ সাঁই কয়, দেখ রে লালন,
দেখ নজরে ॥
(লা-গী, ১৪৫ সংখ্যক গান, পৃঃ ১০৫)

৩২৬

রূপের তুলনা রূপে।
ফণী মণি সৌদামি[illegible]
কি আ[illegible]ার কাছে শোভে ॥

যে দেখেছে সেই অটল রূপ
বাক নাহি তার মেরেছে চুপ
পার হ'ল সে এ ভব-কূপ
রূপের মালা হৃদয়ে জপে ॥

আমি বিদ্যে-বুদ্ধি হানি
ভজন-সাধন নাহি জানি
বলব কি তার রূপ বাখানি
মনমোহিনীর মন যাতে কঁপে ॥

বেদে নাই সে রূপের খবর,
কেবল শুদ্ধ নামের বিভোর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
নিজ রূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে ॥
(লা-গী, ১৭ সংখ্যক গান, পৃঃ ১২)

৩২৭

সামান্যে কি অধর চাঁদে পাবে।
যার লেগে হ'ল যোগী দেব-মহাদেবে ॥

ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন
বৃথা যাবে সে ভক্তি-ভজন,
বাঞ্ছা যদি হয় সে চরণ
ভাব দে না সে ভাবে ॥

যে ভাবে স[illegible]গোপিনীরা
হ'য়েছিলো পাগল পারা,
চরণ চিনে তেমনি ধারা
ভাব দিতে (তায়) হবে ॥

নি-হেতু ভজন গোপিকার
তাইতে সদায় বাঁধা নটবর
লালন বলে, মন রে তোমার
মরণ ভব-লোভে ॥

(লা-গী, ১৮৯ সংখ্যক গান, পৃঃ ১২৭)

৩২৮

সাঁইয়ের লীলা দেখে লাগে চমৎকার।
(সে না) নূরাতে করিল সৃষ্টি,
আকার কি সে নিরাকার ॥

আদমেরে পয়দা করে, খোদ সুরাতে পরওয়ার।
সুরাত বিনে পয়দা কিসে হইল সে হঠাৎকার ।।

নূরের মানে হয় কোরানে, কি বস্তু সে নূর তাহার।
নিরাকারে কি প্রকারে নূর চুয়ায়ে হয় সংসার ।।

আহামদি রূপে আহাদি দুনিয়ায় দিয়েছে বার।
লালন বলে, শুনে-দেখে সেও তো বিষম ঘোর আঁধার ।।

(লা-গী, ২৮১ সংখ্যক গান, পৃঃ ১৯১)

৩২৯

সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়।
ভাল হইল ভালই, ভাল নইলে ল্যাঠা হয় ।।

সামান্যে কি এই জগতে
পারে কি কেউ প্রেম মজিতে
প্রেমী নাম পাড়ায়ে
মিছে দুকুল হারায় ।।

এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার
প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার
ভাব জেনে ভাব না দিলে তার
প্রেমে কি ফল পায় ।।

গোপী যেমন প্রেম-আচরী
যাতে রাধা বংশীধারী,
লালন বলে, সে প্রেমেরি
ধন্য জগৎময় ।।

(লা-গী, ৩৬০ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৪৮)

৩৩০

সে ভাব সবাই কি জানে।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে ॥

গোপী বিনে জানে কেবা
শুদ্ধ রস অমৃত সেবা
গোপীর পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ দরশনে ॥

গোপী-অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
নিঃহেতু ভাব অধর ধরা
গোপীর মনে ॥

টলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন বলে, রসিক বিভোর
রস ভিয়ানে ॥

(লা-গী, ৩৬২ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৪৮)

৩৩১

সোনার মান গেল রে ভাই
বেঙ্গা এক পিতলের কাছে।
শাল শাল পেটুকের ফের
কোটার বানাত দেশ জুড়েছে ॥

বাজিল কেলির আরতি
পিছ প'ল ভাই মালীর প্রতি
ময়ূরের নৃত্য দেখে পেঁচায়
কেমনে ধরতে বসে ॥

শালগ্রামকে করিয়ে নোড়া
ভূতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া
কলির তো এমনি দাড়া
আসল কাজে সব ভুল পড়েছে ॥

সবাই কেনে পিতল দানা
জহুরির তো মূল হ'ল না
লালন কয়, গেল জানা[১]
চটকে জগত মেতেছে ॥

৩৩২

সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বিদলে।
যেমন মেঘে বিদ্যুত খেলে ॥

দল নিরূপণ হবে যদি
জানা যায় সে রূপ-নিধি
মানুষের করণ হবে সিদ্ধি
সে রূপ দেখিলে ॥

(লা-গী, ৪৩২ সংখ্যক গান, পৃঃ ২৯৯)

১. লালন কয়ে গেল, জানা (লা-গী), সংশোধন করে 'লালন কয়, গেল জানা' করা গেল।

গুরুকৃপা তনু যারা
নয়ন তাদের দীপ্তকারা
রূপ-আশ্রিত হ'য়ে তারা
যায় ভব-পারে চলে ॥

স্বরূপ রূপে রূপের কিরণ
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভুবন
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
একবার দেখ নয়ন খুলে ॥

(লা-গী, ৮১ সংখ্যক গান, পৃঃ ৫৬-৫৭)

৩৩৩

আমার ঠাহর নেইগো মন-ব্যাপারী।
এবার ত্রি-ধারায় বুঝি ডোবে আমার তরী ॥

যেমনি দাঁড়ি-পাল্লা বেয়াড়া
তেমনি মাঝি দিশেহারা,
কোন্‌দিকে যে বায় তাহারা,
আমার পাড়ি দেওয়া
কঠিন হ'ল ভারী ॥

একটি নদীর তিনটি ধারা,—
সেই নদীতে নাই কূল-কিনারা ;
সেথা বেগে তুফান বয়
দেখে লাগে ভয়,
ডিঙি বাঁচাবার উপায় কি করি

কোথা হে দয়াল হরি,
আপনি এসে হও কাণ্ডারী,
তোমায় স্মরণ করি,
ভাসাই তরী,
লালন কয়, যেন বিপাকে না পড়ি ।।

(বা-বা-বা-গা, ১১৬ সংখ্যক গান, পৃঃ ৯২)

৩৩৪

ওরে আলোকের মানুষ আলোকে রয় ।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায় ।।

রস-রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয় ।।

লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ-লীলা করলেন প্রচার
জানলে আপনার জন্মের বিচার
সব জানা যায় ।।

আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূলটি কোথা,
লালন কয়, শেষের কথা
সাঁই পরিচয় ।।
(হবে শেষে সাঁই-পরিচয়)

(বা-বা-বা-গা, ৪৯ সংখ্যক গান, পৃঃ ৪৭)

৩৩৫

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে।
আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে ॥

অযোনি, সহজ, সংস্কার—
তারে কি সন্ধানে সাধক একবার?
বড় গহীন মানুষ-লীলে
ও রে মানুষ-লীলে ॥

ভজন-সাধন নাহি জানি,
কোথা পাই সহজ, কোথা অযোনি,
বেড়াই গোলে হরিবোল ব'লে—
ওরে, গোলে হরিবোল ব'লে ॥

তিন মানুষের করণ বিচক্ষণ
তারে জানলে হবে এক নিরূপণ
অধীন লালন প'লো গোলমালে
ও মন, গোলমালে ॥

(বা-বা-বা-গা, ৪৫ সংখ্যক গান, পৃঃ ৪৪)

৩৩৬

যে জন মানব-দরিয়ার কূলে যায়।
অমূল্য অটল নিধি অনায়াসে পায় ॥

অপরূপ সে নদীর পানি,
জন্মে তাতে মুক্তা-মণি
বলব কি তার গুণ-বাখানি
সে জল পরশে পরশ হয় ॥

পলক ভরে পড়ে চড়া,
পলকে রয় তায় গুণীরা
সে ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা
সামান্যের কাজ নয় ॥

বিনে হাওয়ায় মৌজ খেলে
ত্রিখণ্ড হয় ত্রিপিনালে
তাহে ডুবে রত্ন তোলে
রসিক মহাশয়

গুরু যদি হয় কাণ্ডারী,
অথাই দিতে পারে রে পাড়ি,
লালন বলে, তারা সাধন জোরে
শমন এড়ায় ॥

(বা-বা-বা-গা, ১৪১ সংখ্যক গান পৃঃ ১০৯-১০)

৩৩৭

সদায় মুখে-দেলে রাখ গো সাঁই ॥
বান্দার এক দমের ভরসা নাই ॥

কে যে হিন্দু আর কে যবনের চেলা,
ওরে পথের পথিক চিনে ধরো এই বেলা।
পিছে কাল শমন
থাকে সর্বক্ষণ
কোনদিন বিপদ ঘটায় ভাই ॥

আমার বাড়ী বিষয় আমার—
সদায় ঐ রবে দিন গেল রে তোমার।
বিষয়-বিষ খালি
সে ধন হারালি,
এখন কাঁদলে আর কি হবে তাই ।।

নিকটে থাকিতে সেই ধন
সদায় চঞ্চলাতে দেখলি না রে মন,
ফকির লালন কয়,
সে ধন কোথায় রয়,
আখেরে খালি হাতে যেতে হবে ভাই ।।

(লা-বা-বা-গা, ৬৩ সংখ্যক গান, পৃঃ ৫৬)

৩৩৮

নাপাকে পাক হয় কেমনে।
জন্ম-বীজ যার নাপাক
কয় মৌলবীগণে ।।

কিতাবে খবর জানা যায়,
নাপাক জলে জান পয়দা হয়,
ধুলে কি তা পাক করা যায়
আসল নাপাক যেখানে ।।

মানুষের বীজে হয় না ঘোড়া
ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া
সে বীজ সেই গাছ মুলুক জোড়া,
দেখিতে পাই নয়নে ।।

ভিতরে লালসের থলি,[১]
উপরে জল ঢালাঢালি,
লালন বলে, মন মুসল্লি
কিসে তোর হয় না মনে ॥

(ভা-স, ২৩০ সংখ্যক, গান পৃঃ ১৮০)

৩৩৯

বসত বাড়ীর ঝগড়া কেজে
আমার তো কই মিটল না ॥
কার গোহালে কে ধুমা দেয়
সব দেখি তা-না-না ॥

ঘরের চোরে ঘর মারে,
বসতের সুখ হয় কি তারে
ভূতের কীর্তি তেমন প্রকার
এমন তার বসতখানা ॥

দেখে-শুনে আত্মকল,
কর্তা ব্যক্তি হত হলো
সাক্ষাতে ধন চোরে গেল
এ লজ্জা তো যাবে না ॥

১. পাঠান্তর—ভিতরে নাপাকের থলি

সর্বজয় হাকিমের তরে
আরজী করি বারে বারে
লালন বলে, আমার পানে
একবার ফিরে চাইলে না ৷৷

(ভা-স, ৭১ সংখ্যক গান, পৃঃ ১২১)

৩৪০

মনের লেঙ্গুটি এঁটে কর রে ফকিরী ৷৷
আমানতের ঘরে যেন হয় নাকো চুরি ৷৷

এদেশে দেখি সদায়,
ডাকিনী-বাঘিনীর ভয়,
দিনেতে মানুষ ধরে খায়,
থাকবে হুঁশিয়ারী ৷৷

বারে বারে বলি মন
কর রে আত্ম সাধন,
আকর্ষণে দুষ্ট মার ধরি ধরি ৷৷

কাজে দেখি বড় ফোঁ'ড়ে
লেংটী তোমার নড়বোড়ে,
খাটবে না রে লালন ভেড়ে
টাকশালে চাতুরী ৷৷

(ভা-স, ২০০ সংখ্যক গান, পৃঃ ১৬৯)

৩৪১

সামাল সামাল সামাল তরী,
ভব-নদীর তুফান ভারী ।।

নিরীখ রেখো ঈশান কোণে
চালাও তরী সযতনে
গালি খালি মরবি প্রাণে
জানা যাবে মাঝিগিরি ।।

না জানি কি হয় কপালে,
চণ্ডীপাঠ ডুবিল জলে
বারে এহিবার বাঁচিলে
আর হব না নার কাণ্ডারী ।।

ব্যাপারের ভাব যায় না জানা,
চিন্তা-জ্বরে হ'লাম টোনা
লালন বলে ঠিক পেলাম না,
কোথা আল্লা কোথা নবী ।।

(ভা-স, পৃঃ ১৩২)

৩৪২

আর আমায় রাধার কথা বল না ।
ঠেকে শিখলাম গো কালো রূপ আর হেরব না ।।

যেমন ও কালা ওর মন কালা ।
তোর প্রেমের এই শিক্ষে,
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে,
লজ্জা গণে না ।

এক মন কয় জায়গায়ে বিকায়,
তা-ত বুঝলাম না ॥

যদি থাকতো শ্যাম গোকুলে
তবে কি কুব্জারে স্পর্শ করত না
লজ্জায় মরে যাই অমন প্রেম আর
করব না ॥

যেমন চন্দ্রাবলী, তেমন রাখালগুলি
থাকে দু'জনা
শুনে রাধার বোল লালনের বোল
সরে না ॥[১]

(ভা-স, পৃঃ ১৪৪)

৩৪৩

জান না রে মন, বাজী হারলে তখন লজ্জায় মরণ,
শেষে রে আর কাঁদলে কি হয় ।
খেলা খেল মন-খেলারু, ভাবিয়া শ্রীগুরু
অধোপথে মারা যেন নাহি যায় ॥

এ দেশেতে যত জুয়াচুরী খেলা,
টোটকা দিয়ে ফটকায় ফেলে রে মন ভোলা,
তাই বলি, মন তোমারই খেলা খেল হুঁশিয়ারী
নয়নে নয়নে বাঁধিয়ে সদায় ॥

১. গানটির পাঠ-বিকৃতি ঘটেছে সন্দেহ নেই

চোরের সঙ্গে মন খাটেনা ধর্ম ছাড়া,
হাতের অস্ত্র কভু ক'র না হাত ছাড়া
অনুরাগের অস্ত্র ধরে, দুষ্ট দমন করে
স্বদেশে গমন কর রে ত্বরায় ।।

চুয়ানী বাঁধিয়ে খেলে যেবা জনা,
সাধ্য কি তার অঙ্গে দিতে পারে হানা,
লালন বলে আমি, তিন তেরো না জানি,
বাজী সেরে যাওয়া ভার হলো আমার ।।

(ভা-স, পৃঃ ১৪৫)

৩৪৪

যে জন শিষ্য হয় গুরুর খবর লয় ।
এক হাতে যদি বাজতো তালি,
তবে দুই হাত কেন লাগায় ।।

গুরু-শিষ্য এমনি ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা
কাঁচা বাঁশে ঘুণে জরা
গুরু না চিনলে ঘটে তাই ।।

গুরু লোভী শিষ্য কামী
প্রেম করা তার ছেঁচা পানি
উলু-খড়ে জ্বলছে অগ্নি,
জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায় ।।

গুরু-শিষ্য প্রেম করা,
মুঠের মধ্যে ছায়া ধরা
শিরাজ সাঁই কয়, লালন, তেরা
এমনি প্রেম করা চাই ॥

(ভা-স, পৃঃ ১৪৫)

৩৪৫

ভবে আশক যার লজ্জা কি তার
সে ডাকে দীন বন্ধুরে
সে মাগে প্রাণ সখারে।
দীনবন্ধু প্রাণ সখা, একবার দেখা দেও মোরে ॥

বাহ্য কাজ ত্যজ্য করে দু'টি নয়ন দেয়
সে রূপের দ্বারে।
সদায় থাকে ওই রূপ নেহারে।
ও সে শয়নে-স্বপনে কভু সে রূপ
ভুলতে না পারে ॥

আশকের ভেদ মাশুক জানে
জানে না আর অন্যজনে
সদায় থাকে রূপ রস বদনে।
সে প্রেম-মালা গলে দিয়ে
ভাসে প্রেম-সাগরে ॥

মরণের ভয় নাইকো তার
রোজ কিয়ামত রোজের মাঝার,
মুরশিদ রূপটি ক'রেছে সার।
ও রে তাজ মালা সব ফেলে
আয় লালন যাই ভব-সিন্ধু পারে ॥[১]

৩৪৬

ওজুদের ভেদ কিছু বলি শোন রে মন।
জেনে-শুনে আপনার আপনি হও চেতন ॥

আব আতশ খাক বাদে
গঠেছে সাঁই আদম তন
আপনার নুর তাতে ক'রেছে সে পত্তন ॥

নূরেতে মোকাম ঘেরা
তার ভিতরে সাত-সিতারা
তার উপরে যুগল তারা
আলো করে ত্রিভুবন ॥

আঠারো চিজে অজুদ খাড়া
বাইশ মোকাম আছে মোড়া
তিন তারেতে নিচ্ছে খবর
নেহাজ করে জান তোরা ॥

১. কুষ্টিয়া-নিবাসী মুসলিম ফকিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

তিন শ' ষাট রসের জোড়া
জুড়েছে এক পবন ঘোড়া
জগত জোড়া একজন নাড়া
উল্টো দাড়া তার রকম ।।

পাঁচ ইমাম পাঁচ কাবা,
পাঁচ নবী পড়েছে কালাম
পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে
প্রধান আছে পাঁচ ইমাম ।।

তির ধারা ত্রিপিণে ধারা বয় সে ত্রিগুণে
মুরশিদ বিনে পাবি নে
কোন খানে কোন বস্তুধন ।।

ছয় রতি আছে ঘরে
ছিমহলে ঘড়ি ঘোরে
রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজিছে,
দমে তার আসল বেনা
দম সরিলে আর বাঁচে না
লালন কয়, জ্ঞান-উপাসনা
শোন্ রে বলি, ফিরে শোন ।।[১]

.১ কুষ্টীয়া-নিবাসী মুসলিম ফকিরের সৌজন্য প্রাপ্ত

পাঁচ : পরিশেষ

[বাংলা একাডেমী-সংগ্রহে আছে অথচ লালন-গীতি নয়
এই সন্দেহে এগুলি বিয়োজিত হ'য়েও পাঠকদের
কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এই অংশে
উদ্ধৃত হ'ল]

৩৪৭

আমার শুনে যে ধন্দ হলো উপায় কি করি বল ।।

যে কথা নাই কোরানে যোগী তা পায় ধ্যানে ।
সে মানুষ যায় না বনে আমরা দুঃখেতে প্রাণ গেল
যেমন লোহার খাঁচায় সোনার তোতা বন্দী হয়েছিল ।

তাই মোর আল্লাজি দেখালে ভাল ।।
যার বেটী মা খাতুনী ।
বাপের তার নামটী শুনি,

কার জননী, মায়ের কয়টী পুত্র ছিল ।।
নূর জহরা যার নাম, কোন ব্যক্তি কোথায় মোকাম,
শুনতে চাই তাহার বয়ান তোমরা যদি বলতে পারো ।
লালন শাহ ফকীরে বলে, জবাব বাদে ছওয়াল হলো
যা বলা গেল ।।

৩৪৮

আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনা রে
তরী হয়েছে বানকানা ।
আমি কেমনে যাব ভব পারে রে
পাড়ী বুঝি আর জমে না ।।

শুনতে পেলাম উজান বাঁকে
কত জাহাজ মারা গেছে সাঁঝের আঁধারে ।
আমি ভয়েতে যাই না সেই নদীর কুলে রে
আমার তুফান দেখে প্রাণ আর বাঁচে না ।।

এই যে নদীর নোনা পানি
আর তিনটী ধারা প্রবল শুনি ॥
পাড়ী তার ধার চিনে রে,
দো ধরাতে পড়ে নৌকা
কুম্ভ পাকে ঘোরে না ॥

আমি ভাবছি বসে নদীর কুলে
হয় কি না হয় এই কপালে
পারের যন্ত্রণা রে
ফকীর লালন বলে ওরে গোপাল[১]
গুরুর চরণ আর ছেড়ো না ॥

৩৪৯

এনে কোন ফুলের সৌরভে
জগতকে মাতালি রে।
সে ফুল কোথায় থাকে কোন মুল্লুকে
সে ফুলের কি আকার রে॥

জমিন ছাড়া গাছ রে
ডাল ছাড়া তার পাতা।
ফল ছাড়া বীথি তাহার
অসম্ভব কথা রে ॥

১. গানটি গোপালের। ভণিতায় গোপালের নাম আছে। খুব সম্ভবতঃ গোপাল লালনের শিষ্য ছিলেন।

গাছের নামটী চম্পক লতা
পুত্রের নাম তার হেম।
কোন্ ডালেতে রসের কলি
কোন্ ডালেতে প্রেম রে ॥

ন শা ফকীরে বলে
শুনব ভক্তি প্রেমের নিগূঢ় কথা।
হৃদয়ে বস্তু নাই
সে ধন খুঁজলে পাবে কোথা রে ॥[১]

৩৫০

এ কুন পয়দা হইল কেমনে।
ভাবি বসে মনে মনে ॥

শুনি মানুষ শব্দে একটী কথা
কেউ চড়ে যায় আট কাহারে।
কেউ চড়ে যায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে
কেউ হাঁটে দুই চরণে ॥

শুনতে পাই সাধকের মুখে
বান্দার ছেরে কোরান আছে।

১· গানটি লালনের রচনা নয়,—খুব সম্ভবতঃ কোনো ভক্তের রচনা। ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীতেই তার পরিচয় আছে। তা ছাড়া ভণিতাটিও লক্ষ্যযোগ্য—'লালন শা ফকীরে বলে'। লালন কোনো ভণিতাতেই 'লালন শা' ভণিতা দেন নি। প্রামাণ্য কোনো সংগ্রহেও এই গানটি লালনের বলে পাওয়া যায় নি।

মেথরে বিষ্ঠা টানে কেমন করে কোরানে ॥

শুনি মাছ শব্দে একটা কথা।
কেউ হচ্ছে কই, কেউ তো ভেদা
শৈল মাছের পেটে সাদা।
গজারের চিতা কেনে ॥

শুনি গাছ শব্দে একই কথা।
গাছের জড় জমিনে পোঁতা
কেউ হচ্ছে তরুলতা কর ণ ॥

লালন সাঁই ফকীরে বলে
গাছের উপর আলোক লতা
তার জড়টি ভাই কোন খানে ॥[১]

৩৫১

ওগো গোঁসাই চাঁদের মজার কথা
এলাম আমি শুনে।
শুনি তার মায়ের পেটে
বাবার জন্ম হয় কেমনে ॥

আসমানে তিন তারা ছিল ॥
পাতালে তিন মরা ছিল।
তারায় মরায় বতেছে ধারা
মরার মাটী হয় কোন খানে ॥

১. এটি লালনের গান নয়। ভাষাও নীরস

পানি গাছ ছিল
বলা এশ্‌ক মামে জানে না।
বিনে মন মনুরা ভাব কখনও জানে না

করেছে এবরাহিম
দিল
কোরবানী নয়
প্রেমের বাহান।
শুনব না
গুরু প্রেম যোগে মুছা নবী,
লালন না কুহতুর পাহাড়ে,
আর কোন খানে।

৩৫২

খোদ পেতে আছে রে খোদায়।
খুদি ছেড়ে বে-খুদ হলে তারে সেই দেখতে পায়॥

আর খোদ শব্দেতে দুই অর্থ যে হয়
যাহাতে সেফাত দেখা যায়
সে যে সেফাতে জাত রয়॥

খোদ রূপেতে খোদায় তালা
খেলছে রে কুদরতি খেলা
কুলে সাইন মোহিত বালা
সে যে সাইন কাদির হয়॥

---

১. ভণিতাটি লালনেরই, তবে মনে হয় প্রক্ষিপ্ত

মেথরে কিরূপেতে সেকেমন করে
শুনি মাছ শব্দে একটা কথা।
কেউ হচ্ছে কই, কেউ তো ভেদা
ল মাছের পেট সাদা।

গাছ শব্দে একই কথা।
গাছের জড় জমিনে পোঁতা
চাঁ ভবে করি কি।
কেউ হচ্ছে তরুলতা
ঝি তোমরা বল।

ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে তার বাক্য নাই
ওরে কে তারে যোগাবে আহার
দেহের কোন জনা দেয় সন্ধ্যাবাতি॥

ছয় মাসের এক কন্যা ছিল
নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগার মাসে তিনটি সন্তান
তার কোনটি হল ফকীরী।

লালন শাহ্ ফকীরে[২] বলে
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে
এই তিন কথার যে মানে বলবে
তারে মানব ফকীরী।

১. দুদ্দু শাহের গান (ভাব-সঙ্গীত, পৃঃ ১৯৭)
২. মনে হয়, কোনো লালন-শিষ্যের রচিত

৩৫৪

প্রেম খেলা এশ্‌ক মামলা সবাই জানে না।
এশক বিনে মন মনুরা ভাব কখনও জানে না।।

প্রেম করেছে এবরাহিম
এস্‌মাইলকে কোরবানী দিল,
কোরবানী কোরবানী নয় রে
প্রেমের বাহানা।।

প্রেম যোগে মুছা নবী,
যাচ্ছে না কুহতুর পাহাড়ে,
পাহাড়টা টলিয়া প'ল
মুছা প'ল না।।

মজনু যেমন লায়লার তরে
ঘুরে বেড়ায় ত্রি-সংসারে,
ফরহাদ যেমন শিরি বিনে
জগত দেখে অন্ধকার।

আশকে মাইনাল বলে
খোদার সাথে প্রেম করিলে
সিরাজ সাঁই কয় অবোধ লালন
সে ভেদ জানা গেল না।।[১]

১. মাইজভাণ্ডারী গান। খুব সম্ভবতঃ আবদুল্লাহ নামে কোনো কবির রচনা। আদর্শ পুথির ভণিতায় লালন ও সিরাজ শার নাম থাকলেও 'আবদুল্লাহ্' ভণিতায় গানটি পাওয়া যায়। লালনের গানের কোনো সংগ্রহেও এটি পাওয়া যায় নি।

৩৫৫

প্রেম সামান্তে কি জানা যায়
সূর্যের সুসংগে কমল
কি রূপে তার যুগল হয় ।।

সমুদ্দুরে নামলে রে মন
পদ না ভিজিবে তার
মায়ার সংগে রবে মায়া
স্পর্শ না করিবে তায় ।।

কুমিক্ষে পতংগ ধরে
মাটির গড়ে লয়ে যায়
তারে আল মারিয়ে কাঁই সাজিয়ে
আপন করে ছেড়ে দেয় ।।

লালন শাহ বলে রে পঞ্চ[১]
সে বড় রাগের করণ
পঞ্চবাণে শিক্ষা হলে
তারি হবে রণ জয় ।।

---

১. ভণিতায় 'লালন শাহ্' ও 'পঞ্চু' নাম পাওয়া যাচ্ছে। এটি খুব সম্ভবতঃ পাঁচু (লালন-শিষ্য) শার রচনা। অবশ্যি পাঞ্জু শাহও হতে পারে। পাঞ্জু শার গানের পুঁথি তৎপুত্র খোন্দকার রফীউদ্দীন সাহেবের কাছে আছে। তাতে এই গানটি নেই। ভাব-সঙ্গীতেও পাঞ্জু শার অনেক গান উদ্ধৃত হ'য়েছে।

৩৫৬

বাঁজা নারীর ছেলে ম'লো একি হল দায়।
মরা ছেলের কান্না দেখে মোল্লাজি ডরায় ।।

ছেলে ম'লো তিন দিন হল
ছেলের বাবা এসে জন্ম নিল
বাপের জন্ম ছেলের দেখলে
তাতে কি ফল হয় ।।

দাই মেরে ফয়তা করে
নাপিত মেরে শুদ্ধ হয় রে
মোল্লা মেরে কাল্লা কেটে
জানাজা তার দেয় ।।

লালন শাহ্ ফকীরে বলে
দেখলাম মরার ঘাটে মরা ভাসে
মরায় মরা খায় ।।

৩৫৭

ভবে আশক যার লজ্জা কি তার সে খোঁজে দীনবন্ধুরে
সে খোঁজে প্রাণ-বন্ধুরে ।।
ও সে দীনবন্ধু প্রাণ-সখা এসে দেখা দাও মোরে ।।

---

১. ভণিতাটি সন্দেহজনক

ও সে প্রেমের মালা গলে লয়ে
ভাসে সে প্রেম-সাগরে ভাসে সে প্রেম-সাগরে।
ও তার নাই কোনো গুণ, সদায় গুন্ গুন্
অন্তরে বোঝে ॥

ভবে যার হয়েছে নিষ্ঠা রতি
তার নাইকো অন্য মতি
সে থাকে সদায় গভীরে
সে যে গুরু-রূপে রূপ মিশায়ে
সদাই তাই নৃত্য করে ॥

ভবে পাঁচুর[১] নাইকো অন্য আশা
কেবল চরণ ভরসা, যাকে সে ভরসা করে
ও সাঁই লালন বলে, ধরবি যদি
ডাক বদন ভরে ॥

৩৫৮

ভব-পারে যাওয়া আমার হল না।
শুভ যোগে দিলাম পাড়ি
আমার অসভ্য ভাব গেল না ॥

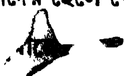
যখন আমি তরীর পরে যাই
সেইখানেতে এক রমণী আমি দেখতে পাই
এবার আর বাঁচা বাঁচি নাই
তাই আমি শংকায় মরে যাই।

১. গানটি লালন-শিষ্য পাঁচু শার। ভণিতায় তাঁর নাম আছে

মি কি কব রমণীর কথা
সে বেটির রূপের নাই তুলনা ॥

ণীর কোলে এক ছেলে
সন্ন্যাসী চলে
ঝাঁপ দিল জলে
সাই আমার ছেলে ধর
আহ্লাদের ছেলে যেন আমার কাঁদে না ॥

ওরে



লে কাঁদে অভরায়
সন্ন্যাসী হস্ত দিল গায় তবু তার হস্ত ধরে খায়
খেতে খেতে খেয়ে ফেললো দেহ সমুদয়
অধীন লালন ভেবে বলে,
এরূপ তিনজন কোন্ জনা ॥[১]

৩৫৯

ই কারে।

মরো জিন্দেগীর ॥
দেখে সমন যায়
আ, দোসরাতে রোসুল্লা।
তেস্ আর, মা জননী কয় যারে ॥

হাসেন বছরী নাম জান খাজে ময়নউদ্দিন নাম
ছুরওয়ার্দ্দি, নক্সাবন্দি, কাদরিয়া চারে ॥

---

১ ভণিতাটি সন্দেহজনক

দুধের পেয়ালা হাতে, জীবরাইল আ[illegible] তাতে
ঐ দেখ্ আদম নিশানদার মইউদ্দীন সে প্রেমেতে
তৈয়ব কলন্দার গুন্ গুন্ ॥

ছারওয়ার খান্দান পরে, কাজি বা[illegible] আছে
কলম

শহদের পেয়ালা লয়ে এস্রাফিল শিয়া[illegible]

কাদ্‌রিয়া খান্দান পরে কাদের জিল[illegible]
[illegible]মাতে

আছে আবের পেয়ালা লয়ে [illegible] রূপ তারে ॥

নক্‌সাবন্দি তারিক জান খাজে সাহাউদ্দীন মান
কলেমা তমজিদে
আছে নূরের পেয়ালা লয়ে আজরাইল অগ্নি রূপ ধরে

হজরত আদম চিশ্তিয়াতে ছারওয়ারে নবী আছে নূর ব[illegible]
নক্‌সাবন্দি খলিল উল্লা বেটা করবাণী করে ॥

লালন সাঁই ফকীরে বলে শোনো রে দুদ্দ[1] ব[illegible]
আগে জ[illegible]
তুই না জেনে খান্দানের ম[illegible]
গেল না ॥

৩৬০ যাই

মনের মানুষ খেলিছে মনিপুরে হায় রে।
সে যে ধরার সংগে আছে ধরা
ধর সে অধর রে ॥

১· গানটিতে দুদ্দু শার ভণিতা আছে

তিন শও ষাইট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদী
যেগাছি নদীতে বাঁধ বাঁধিলে
কিবা মানুষ ধরা যায় রে ॥

যখন নদীর হুমা ডাকে
ঐহিক্ পড়ে বিষম [illegible] রে
ওরে কাম-কুমী[illegible]র
বেগে [illegible] ধরে খায় রে ॥

লালন সাঁই বলে, ও পাঁচু
বুদ্ধি তোমার নাই কিছু রে
ওরে বেজাতে রস আশ্রয় দিলে
মাত্‌হরণ হয় রে ॥[১]

৩৬১

মরো জিন্দেগীর আগে।
দেখে সমন যাক্ ভেগে ॥

আয় থাকিতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেম-উম্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে ॥

১. এটি লালন-শিষ্য পাঁচু ফকীরের গান

মরে যদি ভেসে ওঠে
সে তো বেড়ায় ঘাটে ঘাটে
মরে ওমনি ডোবা শ্রীপটে
বিধির অধিকার ত্যা[illegible]।

হায়াতের আগে যে মরে
বাঁচে সে মওতের ফেরে
দেখ্ রে[illegible]াব করে
ফা[illegible]লালন কয় ডেকে ।।[১]

৩৬২

কি অপূর্ব প্রেম প্রকাশিলে ।
পাপীগণ উদ্ধারণে নিজ প্রাণ দিলে ।।

নরদেহ ধারণ করি
ভূমণ্ডলে অবতরি ।
স্বর্গ-সুখ পরিহরি
হাড় অংগে শূলে ।।

হায় মরি কি বা[২] প্রেম
কি বা আশ্চর্য প্রেম,
রাজ্য পদ অগ্রাহ্য করে
সূত্রধর হইলে ।।

পাঠান্তর—১. দুদ্দু শাহ্‌র ভণিতা যুক্ত আছে (পৃঃ ২০১, ভা-স), ২. কি প্রেম

পক্ষি বাসা পায় বৃক্ষে
শৃগাল গর্তে থাকে,
কিন্তু মস্তক করিতে রক্ষে,
স্থান না পেলে ;
স্বর্গের ঈশ্বর হয়ে তুমি
দাস-রূপী হলে ।।

জ্ঞান দিতে নরগণে
ভ্রমণ করলে স্থানে স্থানে ।
ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় নিজ প্রাণে
ব্যাকুল হইলে ।
প্রেম-গুণে মৃত-জনে
জীবন দান করিলে

কীটস্থ কীট মণ্ডলেরে
জীবন মুকুট দিলে রে,
কণ্ঠক মুকুট নিজ শিরে
বহন করিলে ।
সিরাজ সাঁই কয় ওরে লালন,
প্রেম-নদী বহালে ।।[১]

১. গানটি দুদ্দুর ভণিতায়ও পাওয়া যায় । কিন্তু দুদ্দুর রচনা হ'লে 'সিরাজ সাঁই'-এর বদলে 'লালন সাঁই'-এর নাম থাকা উচিত ছিল ।

২৮০ – উপ... ...দেখ রে ভাই

..চরণের হরফানুক্রমিক ফিরিস্তি

অ

গান সংখ্যা পৃষ্ঠা

আ

ই

উ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঠ

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

ষ

স

হ

গ্রন্থপঞ্জী ও নাম সংকেত

অক্ষয় কুমার দত্ত। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড।

আনোয়ারুল করিম, অধ্যাপক। বাউল কবি লালন শাহ। (২য় সং), কুষ্টিয়া, ১৯৬৬।

আবূতালিব, মুহম্মদ। মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা। রাজশাহী, ১৩৭৩ (=১৯৬৬)।

—(সম্পাদিত)। হযরত শাহ মখদুম। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা (বা-এ-প), শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৩ =১৯৬৭।

আবদুল করীম, সাহিত্যবিশারদ (সম্পাদিত)। গৌরাঙ্গ বিজয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (ব-সা-প)। কলিকাতা।

আবদুল করীম, পীর (যশোর)। এরশাদে খালেকীয়া, ৪র্থ সং। যশোর, ১৩৫৬ (=১৯৪৯)।

আব্দুল হাই ও আহমদ শরীফ। মধ্যযুগের বাংলা গীতি-কবিতা, ঢাকা, ১৯৬১।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডক্টর। বাংলার বাউল ও বাউল গান (বা-বা-বা-গা)। কলি, ১৩৬৪ (=১৯৫৭)।

এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ। মুসলিম বাংলা সাহিত্য (মু-বা-সা). ১ম মুদ্রণ। ঢাকা. ১ ৫৫

— ,, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম [illegible] সং, [illegible]।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকাশিত)। সমালোচনা সংগ্রহ (স-স। [illegible]

কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।	ষড়চক্র।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ।	শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (শ্যামলাল গ॰ সম্পাদিত)। নলদী, যশোর। ৪৩৮ চৈতন্যাব্দ (=১৯২৩)।
গোলাম সাকলায়েন, ডক্টর।	পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক। ১ম সং, বা-এ, ঢাকা, ১৩৬৮ =(১৯৬১)।
জলধর সেন, রায় বাহাদুর।	কাঙ্গাল হরিনাথ। ১ম ও ২য় খণ্ড।
জালাল উদ্দীন খাঁ।	জালাল-গীতিকা। ময়মনসিংহ। ১ম সং। কলি। ১৩৫৪ (১৯৪৭)।
জামাল উদ্দীন।	প্রেমরত্ন। ১ম সং। কলি, ১২৬০ (—১৮৫৩)।
দীনেশ চন্দ্র সেন, ডক্টর।	বৃহৎ বঙ্গ, ১ম ও ২য় খণ্ড। (বৃঃ বঃ) কলি, ১৩৪১ (=১৯৩৪)।
নজরুল ইসলাম।	সঞ্চিতা ও নতুন চাঁদ।
নগেন্দ্র নাথ বসু (সম্পাদিত)।	শূন্যপুরাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলি, ১৩৫৬ (=১৯৪৯)
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স।	পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য। ১ম সং, ঢাকা, ১৯৫৫।
— ”	পাকিস্তানের লোক-কবি। ঢাকা, ১৯৫৪।
—(এস, এম, ইকরাম সম্পাদিত)।	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। (পা-সা-উ), ঢাকা, ১৯৫৭।
পাঞ্জু শাহ্ খোন্দকার।	ছহি ইস্কি সাদেকী গওহোর। হরিশপুর, যশোর। কলিকাতা, ১৯৬১।
পুলিন বিহারী সেন	রবীন্দ্রায়ন, ১ম খণ্ড।
প্রভাত মুখোপাধ্যায়।	রবীন্দ্র জীবনী (১ম ও ২য় খণ্ড) কলিকাতা।

বরকতুল্লাহ্‌, মোহাম্মদ — পারস্য প্রতিভা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ১৯২৪।

— ,, — ,, ২য় খণ্ড

— ,, — মানুষের ধর্ম, ২য় সং। ঢাকা, ১৯৫৯।

বসন্ত কুমার পাল। — মহাত্মা লালন ফকির (ম-লা-ফ)। শান্তিপুর, নদীয়া। ১৩৬১ (=১৯৫৪)।

বানুমোল্লা। (মৌলবী আবদুল আজীজ সম্পাদিত)। — বানুমোল্লার শা[illegible]। ১২৫৯ (=১৮৫২)।

বিহারীলাল চক্রবর্তী। — বিহারীলালের কাব্য সংগ্রহ। (কঃ বিঃ)।

বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত)। — বাউল গান ও দুদ্দু শাহ। বা-এ, ঢাকা, ১৩৭৪ (=১৯৬৬)।

দুদ্দু শাহ্ ওরফে গোলাম ইমাম। — দিদারে এলাহি। রচনা—১২৭৭ (=১৮৭০)। কলি, ১৩৩৯ (=১৯৩২)।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)। — গোপীচন্দ্রের গান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (বঃ-সাঃ-পঃ)।

মতিলাল দাস, ডক্টর ও পিযূষ-কান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত)। — লালন-গীতিকা (লা-গী)। কলি, ১৯৫৮।

মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক মুহম্মদ। — হারামণি, ২য় খণ্ড (হা-ম)। কলি, ১৯৪২।

— ,, পঞ্চম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৬১।

— ,, সপ্তম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৬৭।

মনীন্দ্র মোহন বসু (সম্পাদিত) — চর্যাপদ। কলিকাতা সহজিয়া সাহিত্য। কলিকাতা

মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী (সম্পাদিত)। — আত্ম পরিচয় (শেখ জাহিদ বিরচিত ও বরেন্দ্র মিউজিয়ম—প্রকাশিত) রাজশাহী, ১৩৭১ (=১৯৬৪)।

মযহারুল ইসলাম, ডক্টর। হেয়াত মামুদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ-প্রকাশিত। রাজশাহী, ১৯৬১।

— কবি পাগলা কানাই। রাজশাহী, ১৩৬৬ (=১৯৫৯)।

মেহের উল্লাহ্, মুনশী মুহম্মদ। মেহেরুল ইসলাম। রচনাকাল—অজ্ঞাত।

রফীউদ্দীন খোন্দকার। ভাব-সঙ্গীত, ১ম ও ২য় সং (ভা-স), হরিশপুর, যশোর, ১৩৬২—১৩৭৪ (=১৯৫৫—১৯৬৬)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গোরা

— বলাকা

— ছন্দ। কলিকাতা, ১৩৪৩ (=১৯৩৬)।

— মানুষের ধর্ম, বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা, ১৯৪২।

রিয়াজউদ্দীন আহমদ, মাওলানা, বাউল ধ্বংস ফতওয়া (১ম ও ২য় খণ্ড)। সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। ১৩৩৩ (=১৯ ৬)।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ।

— পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ।

শরৎকুমার রায়। ভারতীয় সাধক।

শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, ডক্টর। ভারতীয় শক্তি সাধনা।

শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ। বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, প্রকাশক, রেনেসাঁ প্রিণ্টার্স, ১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা, ১৩৫৬ (=১৯৪৯)।

— রুবাইয়্যাত-ই-উমর খয়্যাম, ঢাকা, ১৯৫২।

— শেষ নবীর সন্ধানে, ঢাকা, ১৯৬২।

— ইসলাম প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৬৩।

সুকুমার সেন, ডক্টর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলি, ১৩৫৫ (=১৯৪৮)।

—	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
—	১ম খণ্ড (পূর্বার্ধ) ৩য় সং, ১৯৫৯।
	১ম খণ্ড, অপরার্ধ কলি, ১৯৬৩।

প্রাচীন কলমী পুঁথি ঃ

শেখ জাহিদ বিরচিত	'আত্ম পরিচয়' (বরেন্দ্র মিউজিয়াম পুথি-শালায় সংরক্ষিত) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
হায়াত মাহমুদ বিরচিত	'ফকীর বিলাস' (বর্তমান গ্রন্থকার-সংগৃহীত ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে-সংরক্ষিত)।
বুরহানুল্লাহ বিরচিত	'আহকামোল ইসলাম' ও 'নবীনামা' (বর্তমান গ্রন্থকার-সংগৃহীত ও দিনাজপুর জিলার দীঘাবণ নিবাসী মোঃ খলীলুর রহমানের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।
দুদ্দু শাহ বিরচিত	'লালন চরিত'; রচনা ১৩০৩ (=১৮৯৬)। (যশোর জিলার হাটজগদল নিবাসী আবদুল লতীফ আফি আনহু সংগৃহীত ও তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত) এর একটি অনুলিপি সম্প্রতি সাহিত্য পত্রিকায় এস, এম, লুৎফর রহমান প্রকাশ করেছেন। বর্ষা, ১৩৭৪ (=১৯৬৭)।
অধম কাঙ্গাল বিরচিত	'সহি আক্কেল নামা। (রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহ আমজাদ হোসেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত) লালন শাহের নাম ও পরিচয়যুক্ত ও ১২৮৮ সালে (=১৮৮১) রেজিষ্ট্রীকৃত পাট্টা দলীল। যশোরের চরচড়িয়া নিবাসী শাহ আমীর হোসেন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ক্ষিতি মোহন সেন (সম্পাদিত)।	কবীর, ১ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন।
—	দাদূ। বিশ্বভারতী, কলি, ১৯৪২।
—	ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা। কলিকাতা।

ইংরিজি গ্রন্থ ঃ

Allama Yusuf Ali.	The Holy Quran, 3rd Ed. Vol. I—III, Lahore, 1938.
Fazlul Karim, Maulana.	Al-Hadis, (Vol. I—IV) Dacca, 1938.
Jamini Mohan Ghose, Rai Saheb.	Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Calcutta, 1930.
Nicholson, R. A. Dr.	The Idea of Personality in Sufism.
— Ed.	The Kashf-Al-Mahjub by Hujbhiri in Persian, 1959.
Shashibhushan Dasgupta, Dr.	Obscure Religious Cults etc......
Shahidullah, Dr. Muhammad.	Budhist Mystic Songs, Karachi, 1960.
Shustery, A.	Outlines of Islamic Culture. Vol. II. 1938.

আরবী গ্রন্থ ও তফসির ঃ

মিশকাত শরীফ	দিল্লী, ১৯৫৬।
কোরাণ শরীফ, ১ম সং	মওলানা আবদুল হাকীম ও আলী হাসান, কলিকাতা।
”	তস্‌লীম উদ্দীন আহমদ
কোরাণ শরীফ ১ম সং, ২য় খণ্ড	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

প্রবন্ধ পঞ্জী ঃ

আবূতালিব, মুহম্মদ — কয়েকটি পল্লী সঙ্গীত। মোহাম্মদী, ঢাকা, অগ্রাণ, ১৩৫৮ (=১৯৫১—৫২)।

(লালন শাহ, হায়দার আলী, এরফান ও আমীন উদ্দীন বয়াতীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা, মুর্শীদি, ভাব ও জারি গানের সংগ্রহ।

— সাধক কবি লালন শাহ, দিলরুবা, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৫৮ (=১৯৫১-৫২)।

(‑র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা)

— ধক কবি লালন শাহ। মাহে নও, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৫৩।

"আনুমানিক বাংলা ১১৭৩ (ইং ১৭৬৬) সালে যশোর জিলার অধীন হরিণাকুণ্ডু থানার অন্তর্গত হরিষপুর (কুলবেড়ে হরিষপুর) গ্রামের এক খোনকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লালন শাহ। কথিত আছে, তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবন ছেঁউড়েতেই কাটিয়েছিলেন।" পৃঃ ৩০।

— ঊনিশ শতকের যশোর-খুলনার পল্লী কবি, মোহাম্মদী। ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৬১ (=১৯৫)।

— লালন শাহ, মোহাম্মদী, ঢাকা, আষাঢ়, ১৩৬২ (=১৯৫৫)।

— ধক কবি লালন শাহ প্রসঙ্গে, ইত্তেফাক, ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৩৭৬ (=১৯৬০)।